পরিমার্জিত ডিপিএড

প্রাথমিক শিক্ষকদের জন্য মৌলিক প্রশিক্ষণ (বিটিপিটি)

মডিউল ০৯

# নৈতিক সামাজিক ও ধর্মীয় শিক্ষা

**প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল**

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর

জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ)

**প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়**

**মডিউল ৯: নৈতিক, সামাজিক ও ধর্মীয় শিক্ষা**

**লেখক (১ম সংস্করণ , জুন ২০২৩)**

রঙ্গলাল রায়, উর্ধ্বতন বিশেষজ্ঞ ,নেপ, ময়মনসিংহ।

মোহঃ সাইদুল হক, ইন্সট্রাক্টর ইউআরসি, যশোর।

**লেখক (২য় সংস্করণ , সেপ্টেম্বর ২০২৪)**

মোঃ জহুরুল হক, উর্ধ্বতন বিশেষজ্ঞ, নেপ, ময়মনসিংহ

কমল বরণ বিশ্বাস, সহকারী সুপারিনটেনডেন্ট, পিটিআই, কুষ্টিয়া

ছাদেকুন নাহার, শিক্ষা অফিসার (প্রশিক্ষণ বিভাগ) প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর

আবুল কালাম আজাদ, ইন্সট্রাক্টর (সাধারণ), পিটিআই, শরীয়তপুর

**লেখক (৩য় সংস্করণ, ডিসেম্বর ২০২৫)**

মোঃ জহুরুল হক, উর্ধ্বতন বিশেষজ্ঞ , নেপ, ময়মনসিংহ

মোঃ কামরুজ্জামান, সুপারিনটেনডেন্ট, ঢাকা পিটিআই

মোঃ জয়নাল আবেদীন, সুপারিনটেনডেন্ট, পিটিআই, জামালপুর

মোহাম্মদ আমিনুল হক, সহকারী বিশেষজ্ঞ,  নেপ, ময়মনসিংহ

**সম্পাদক**

মোঃ জহুরুল হক

উর্ধ্বতন বিশেষজ্ঞ, নেপ, ময়মনসিংহ

**সার্বিক সহযোগিতায়**

মোহাম্মদ কামরুল হাসান, এনডিসি, পরিচালক (প্রশিক্ষণ), প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর

দিলরুবা আহমেদ, পরিচালক, জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ), ময়মনসিংহ

সাদিয়া উম্মুল বানিন, উপপরিচালক (প্রশাসন), জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ), ময়মনসিংহ

**সার্বিক তত্ত্বাবধানে**

ফরিদ আহ্মদ

মহাপরিচালক, জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ)

**প্রচ্ছদ**

মোঃ মুশফিকুর রহমান সোহাগ ,সমর এবং রায়হানা

**প্রকাশক ও প্রকাশকাল**

জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ), ময়মনসিংহ

জানুয়ারি, ২০২৬

সচিব
**প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়**
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

## মুখবন্ধ

আজকের এ বিশ্বায়নের যুগে শিক্ষকের পেশাগত উন্নয়নের ধারাবাহিকতা রক্ষার জন্য কার্যকর ও যুগোপযোগী প্রশিক্ষণের কোনো বিকল্প নেই। পরিবর্তিত শিক্ষাব্যবস্থার আলোকে শিক্ষার্থীদের বিশ্বমানের করে গড়ে তুলতে শিক্ষক প্রশিক্ষণের মডেলকে নিয়মিত হালনাগাদ ও পরিমার্জনের মধ্য দিয়ে এগিয়ে নিতে হয়। শিক্ষকের প্রায়োগিক দক্ষতা বৃদ্ধি এবং প্রশিক্ষণকে আরও অর্থবহ ও ফলপ্রসূ করার লক্ষ্যে আমাদের প্রশিক্ষণ ব্যবস্থায় ধারাবাহিক সমন্বয় সাধন করা হচ্ছে। শিক্ষার্থীদের নির্ধারিত যোগ্যতা অর্জন ও কার্যকর শিখন নিশ্চিত করার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি হলেন শিক্ষক। তবে শিক্ষকের যথাযথ প্রস্তুতির অভাব, প্রশিক্ষণ উপকরণ, প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাপনা ও প্রশিক্ষকের পেশাগত তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক জ্ঞানের ঘাটতির কারণে অনেক সময় কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন ব্যাহত হয়। এ প্রেক্ষাপটে একজন শিক্ষকের বিষয়বস্তুর উপর গভীর জ্ঞান এবং কার্যকর শিখন-শেখানো কৌশল সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা থাকা অত্যন্ত জরুরি।

প্রাথমিক শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষকদের জন্য প্রবর্তিত ডিপ্লোমা ইন প্রাইমারি এডুকেশন (ডিপিএড) কোর্স দীর্ঘদিন ধরে মানসম্মত শিক্ষক তৈরিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। সময়ের পরিবর্তনের সাথে সংগতি রেখে ডিপিএড ইফেক্টিভনেস স্টাডির আলোকে কোর্সটি পরিমার্জন করে ১০ মাসব্যাপী প্রাথমিক শিক্ষকদের জন্য মৌলিক প্রশিক্ষণ (বিটিপিটি) চালু করা হয়। পরবর্তীতে বিটিপিটি ইফেক্টিভনেস স্টাডি, বিগত বছরের মনিটরিং রিপোর্ট এবং অংশীজনদের নিকট থেকে প্রাপ্ত মতামতের ভিত্তিতে বিটিপিটি কোর্সের কাঠামো ও সময়সূচিতে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আনা হয়। পরিবর্তিত সময়সূচি ও বাস্তব চাহিদার সাথে সংগতি রেখে চলমান বিটিপিটি কোর্সের মডিউলসমূহে এ পরিমার্জন করা হয়েছে।

এ পরিমার্জনের ধারাবাহিকতায় এবার উপ-মডিউল কাঠামো বাতিল করে কেবল মডিউলভিত্তিক কাঠামো প্রবর্তন করা হয়েছে। অধিবেশনসমূহের মধ্যে অধিকতর সমন্বয় সাধন করা হয়েছে, বিষয়বস্তুর পুনরাবৃত্তি পরিহার করা হয়েছে এবং একাধিক অবিন্যস্ত অধিবেশন সুবিন্যস্ত করে অধিবেশনের সংখ্যা হ্রাস করা হয়েছে। পাশাপাশি বিষয়গুলো আরও সহজ, সুস্পষ্ট ও ব্যবহারিকভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে এবং মূল্যায়ন পদ্ধতিতেও প্রয়োজনীয় পরিমার্জন আনা হয়েছে।

বিদ্যালয়ের সার্বিক উন্নয়ন ও মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিতকরণে শিক্ষকগণের পেশাগত জ্ঞান, প্রায়োগিক দক্ষতা ও কার্যকর নেতৃত্ব বিকাশ অপরিহার্য। প্রাথমিক শিক্ষকদের জন্য মৌলিক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে পেশাগত জ্ঞান ও দক্ষতা, প্রায়োগিক ব্যবহার ও মূল্যবোধের বিকাশ ঘটবে। এর ফলে দক্ষ, সৃজনশীল, অভিযোজনক্ষম, প্রতিফলনমূলক অনুশীলনে পারদর্শী, সহযোগী মানসিকতার এবং জীবনব্যাপী শিখনে আগ্রহী শিক্ষক তৈরি হবে বলে আমি প্রত্যাশা করি।

এ প্রশিক্ষণ মডিউলসমূহ প্রণয়ন, উন্নয়ন ও পরিমার্জনে যাঁরা অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন তাঁদের প্রতি আমি আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। সেই সাথে মডিউল সম্পাদনা ও পরিমার্জনের কাজে সম্পৃক্ত সকল ব্যক্তি ও অংশীজনদের ধন্যবাদ জানাই। পিটিআইতে শিক্ষক প্রশিক্ষণে ব্যবহৃত এই মডিউলসমূহ প্রাথমিক শিক্ষার মানোন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি।

**(আবু তাহের মোঃ মাসুদ রানা)**
সচিব
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়

# প্রসঙ্গকথা

বাংলাদেশের প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের জন্য প্রবর্তিত ডিপিএড (ডিপ্লোমা ইন প্রাইমারি এডুকেশন) কোর্স এযাবৎকাল মানসম্মত শিক্ষক তৈরিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে এসেছে। তবে সময়ের পরিবর্তন ও যুগের চাহিদার সাথে সামঞ্জস্য বিধানের লক্ষ্যে ডিপিএড ইফেক্টিভনেস স্টাডি ও অন্যান্য গবেষণার ফলাফলের আলোকে কোর্সটি পরিমার্জন করে প্রাথমিক শিক্ষকদের জন্য মৌলিক প্রশিক্ষণ (বিটিপিটি) কোর্স চালু করা হয়।

শিক্ষক প্রশিক্ষণের যেকোনো কোর্স পরিচালনার মূল লক্ষ্য হলো প্রাথমিক শিক্ষাক্রম ও সংশ্লিষ্ট শিখন সামগ্রীর সফল বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা। ইতোমধ্যে প্রাথমিক শিক্ষাক্রমে ব্যাপক রূপান্তর ঘটেছে এবং শিক্ষার্থীদের জন্য প্রণীত পাঠ্যপুস্তকসমূহও পরিমার্জনের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হচ্ছে। ফলে সময়ের প্রয়োজনে শিক্ষক প্রশিক্ষণ ব্যবস্থার সংস্কার ও যুগোপযোগী করা অত্যাবশ্যক হয়ে দাঁড়িয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় পিটিআই পর্যায়ে ১০ মাসব্যাপী প্রাথমিক শিক্ষকদের জন্য মৌলিক প্রশিক্ষণ (বিটিপিটি) কোর্সটি পরিমার্জন সময়ের দাবি হয়ে ওঠে।

পরিমার্জিত প্রশিক্ষণ কাঠামোর আওতায় প্রশিক্ষণার্থীগণ ০৭ মাস পিটিআইতে সরাসরি প্রশিক্ষণ গ্রহণের পাশাপাশি ০৩ মাস প্রশিক্ষণ বিদ্যালয়ে তাত্ত্বিক পেশাগত জ্ঞানের বাস্তব অনুশীলনের সুযোগ পাচ্ছেন। এর ফলে প্রশিক্ষণার্থীগণ পিটিআইতে অর্জিত তাত্ত্বিক জ্ঞান অনুশীলন বিদ্যালয়ে প্রয়োগের মাধ্যমে দক্ষতার উৎকর্ষ সাধন করতে পারছেন। পরবর্তীতে অর্জিত জ্ঞান ও দক্ষতা নিজ নিজ বিদ্যালয়ে প্রয়োগ করে মানসম্মত শিক্ষা বাস্তবায়নে তারা কার্যকর ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবেন।

শিক্ষার্থীদের নির্ধারিত যোগ্যতা অর্জন ও কার্যকর শিখনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হচ্ছেন শিক্ষক। কিন্তু শিক্ষকের যথাযথ প্রস্তুতির অভাব, প্রশিক্ষণ উপকরণ, প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাপনা এবং প্রশিক্ষকের মানগত সীমাবদ্ধতার কারণে অনেক সময় শিক্ষকের কাঙ্ক্ষিত পেশাগত উন্নয়ন ব্যাহত হয়। এ প্রেক্ষাপটে একজন শিক্ষকের বিষয়বস্তু সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা, বিষয়গত জ্ঞান, কার্যকর শিখন-শেখানো পদ্ধতি ও কৌশল এবং উপযুক্ত মূল্যায়ন পদ্ধতি সম্পর্কে দক্ষতা অর্জন করা অত্যন্ত জরুরি।

১০ মাসব্যাপী প্রাথমিক শিক্ষকদের জন্য মৌলিক প্রশিক্ষণ (বিটিপিটি) কোর্সের আওতায় প্রণীত এ মডিউলসমূহে বর্ণিত অধিবেশনগুলো শিক্ষকগণের পেশাগত দায়িত্ব পালনে, সরকারি চাকরির বিধি-বিধান অনুসরণে এবং শ্রেণিকক্ষে কার্যকর পাঠদানে সহায়ক ভূমিকা রাখবে। অংশীজনদের মতামত ও চাহিদার ভিত্তিতে এ মডিউলসমূহের বিষয়বস্তু নির্ধারণ করা হয়েছে। নির্বাচিত বিষয়বস্তুর আলোকে জাতীয় পর্যায়ের দক্ষ ও অভিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গ কর্তৃক বিষয়বস্তুর পরিমার্জন ও প্রয়োজন অনুযায়ী উন্নয়ন করা হয়েছে। পরে ব্যবহারকারী ও বিশেষজ্ঞদের মতামতের আলোকে মডিউলসমূহ চূড়ান্ত করা হয়েছে।

মেধা ও নিরলস শ্রম দিয়ে এ মডিউলসমূহ প্রণয়ন, উন্নয়ন ও পরিমার্জনে যাঁরা অবদান রেখেছেন তাঁদের প্রতি আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

**(আবু নূর মোঃ শামসুজ্জামান)**
মহাপরিচালক
প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর

# অবতরণিকা

জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ) ১৯৭৮ সালে প্রতিষ্ঠার পর থেকেই প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের দীর্ঘমেয়াদি প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। সার্টিফিকেট-ইন-এডুকেশন (সিইনএড) এবং পরবর্তীতে ২০১২ সাল থেকে চালু হওয়া ডিপ্লোমা ইন প্রাইমারি এডুকেশন (ডিপিএড) কোর্সের প্রশিক্ষণ নকশা, প্রশিক্ষণ সামগ্রী উন্নয়ন ও বাস্তবায়নে নেপ ধারাবাহিকভাবে কাজ করেছে। সর্বশেষ ২০২৩ সালের জুলাই মাস থেকে শুরু হওয়া পরিমার্জিত ডিপিএড, অর্থাৎ প্রাথমিক শিক্ষকদের জন্য মৌলিক প্রশিক্ষণ (বিটিপিটি) বাস্তবায়নের কাজও চলমান রয়েছে।

বিটিপিটি প্রশিক্ষণটি প্রচলিত সিইনএড ও ডিপিএড কোর্সের তুলনায় ধারণাগত দিক থেকে এবং বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় নতুন। কোর্সটিকে যুগের চাহিদা ও পরিবর্তিত শিক্ষাব্যবস্থার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করার লক্ষ্যে কোর্স সামগ্রী ও নির্দেশিকা সামগ্রীতে পরিমার্জনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। সে অনুযায়ী ২০২১ সাল থেকে এই প্রশিক্ষণের কারিকুলাম প্রণয়ন, প্রশিক্ষণ নকশা ও প্রশিক্ষণ সামগ্রী উন্নয়নের কার্যক্রম শুরু হয়।

২০২৩ সালের জুলাই মাসে পাইলটিংভিত্তিতে নির্ধারিত ১৫টি পিটিআইতে বিটিপিটি প্রশিক্ষণ বাস্তবায়ন করা হয়। পাইলটিং চলাকালে পরিচালিত মনিটরিং কার্যক্রম, পাইলটিং-এর ফলাফল, বিটিপিটি এফেক্টিভনেস স্টাডি এবং অংশীজনদের মতামতের আলোকে প্রশিক্ষণের বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া, মূল্যায়ন ব্যবস্থা এবং মডিউল ও তথ্যপুস্তকসমূহে প্রয়োজনীয় পরিমার্জন আনা হয়। পাশাপাশি পিটিআইভিত্তিক অধিবেশন কাঠামো ও অনুশীলন সময়কাল (৭ মাস ও ৩ মাস) পুনর্বিন্যাস করা হয়।

এই মডিউলসমূহ নতুন চাহিদাভিত্তিক পরিমার্জিত সংস্করণ। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মধ্যে শিক্ষার্থীর চাহিদা ও আগ্রহ অনুধাবনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের সার্বিক উন্নয়নে কার্যকর ভূমিকা পালনে এই মডিউল ও তথ্যপুস্তকসমূহ সহায়ক হবে বলে আমরা বিশ্বাস করি।

জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমির তত্ত্বাবধানে এ পরিমার্জন কার্যক্রমে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, পিটিআই, উপজেলা রিসোর্স সেন্টার এবং মাঠপর্যায়ের প্যাডাগোজি ও এন্ড্রাগোজি বিশেষজ্ঞগণ অংশগ্রহণ করেছেন। সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় এই ম্যানুয়াল ও তথ্যপুস্তকসমূহ মানসম্মত রূপ লাভ করেছে। সুষ্ঠুভাবে দায়িত্ব পালনের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক, অতিরিক্ত মহাপরিচালকবৃন্দ, পরিচালক (প্রশিক্ষণ) ও অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব মহোদয়, অতিরিক্ত সচিব ও যুগ্মসচিববৃন্দের দিকনির্দেশনা ও সহযোগিতায় এই ম্যানুয়াল ও তথ্যপুস্তকসমূহ কাঙ্ক্ষিত মানে উন্নীত করা সম্ভব হয়েছে। তাঁদের সকলের প্রতি আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

পরিশেষে আমি আশা করি, এই পরিমার্জিত ম্যানুয়াল ও তথ্যপুস্তকসমূহ পিটিআই ইন্সট্রাক্টর, প্রশিক্ষণার্থী ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের জন্য কার্যকর সহায়ক হিসেবে ব্যবহৃত হবে এবং প্রাথমিক শিক্ষার সার্বিক মানোন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

**(ফরিদ আহ্‌মদ)**
মহাপরিচালক
জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ)
ময়মনসিংহ

# মডিউল ৯: নৈতিক, সামাজিক ও ধর্মীয় শিক্ষা

# ম্যানুয়াল পরিচিতি

পরিমার্জিত জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০২১ (প্রাথমিক স্তর)-এ অন্তর্ভুক্ত বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় শিক্ষাক্রমের উদ্দেশ্য পূরণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় প্রশিক্ষণ উপমডিউলটি প্রণীত হয়েছে। বাস্তবতার নিরিখে এই উপমডিউলটি ২০২৫ সালে পরিমার্জন করা হয়েছে। এই উপমডিউলে বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় শিক্ষাক্রম পরিচিতি, বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় পাঠ্যপুস্তক পর্যালোচনা এবং বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় বিষয়ে কার্যকর পাঠদান কলা-কৌশল উপস্থাপন ও পর্যাপ্ত অনুশীলনের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

## উপমডিউলটির বৈশিষ্ট্য

১. পরিমার্জিত জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০২১-এর নির্ধারিত শিখনক্ষেত্রসমূহ এবং প্রাথমিক স্তরের বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় বিষয়ের বিষয়বস্তুকে বিবেচনা করে এ উপমডিউলের বিষয়বস্তু নির্বাচন করা হয়েছে।

২. প্রতিটি অধিবেশনের শেষে শিখনফলের চাহিদা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় তথ্যপত্র সংযোজন করা হয়েছে।

৩. প্রতিটি অধিবেশনে নির্ধারিত কাজের মাধ্যমে শিখনফলসমূহ অর্জিত হওয়ার ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

৪. শিখনফল অর্জনে এসব কাজে প্রশিক্ষণার্থীর সক্রিয় অংশগ্রহণের সুযোগ রাখা হয়েছে।

৫. অধিবেশন পরিচালনায় প্রশিক্ষণার্থী কেন্দ্রিক বিভিন্ন পদ্ধতি ও কৌশলের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

৬. প্রত্যেক অধিবেশন শেষে মূল্যায়ন ও স্ব-অনুচিন্তন দেওয়া হয়েছে।

## অধিবেশন কাঠামো

১. উপমডিউলটিতে আটটি অধিবেশন সংযোজন করা হয়েছে।

২. প্রতিটি অধিবেশনের জন্য ১ ঘন্টা ৩০ মিনিট সময় নির্ধারণ করা হয়েছে।

৩. প্রতিটি অধিবেশনের শিখনফল, কার্যকর পদ্ধতি ও কৌশল, ব্যবহারযোগ্য উপকরণ ও সময় বিভাজন সংযোজন করা হয়েছে।

৪. শিখনফল নির্ধারণপূর্বক প্রতিটি অধিবেশনের কাজকে ক, খ, গ, ঘ অংশে বিভক্ত করা হয়েছে। প্রতিটি অধিবেশন শেষে সহায়ক তথ্যপত্র সংযোজন করা হয়েছে।

৫. প্রতিটি অধিবেশনকে ফলপ্রসূ করার জন্য প্রশিক্ষণার্থীর সম্ভাব্য উত্তর, চার্ট/ছক, কেস স্টাডি সংযোজন করা হয়েছে।

৬. সবশেষে প্রশিক্ষণার্থীর অগ্রগতি যাচাই করার জন্য মূল্যায়ন কৌশল রাখা হয়েছে।

## প্রশিক্ষক নির্দেশনা

প্রশিক্ষণের প্রতিটি পর্যায়ে প্রশিক্ষকের গুরুত্বপূর্ণ কিছু করণীয় রয়েছে। প্রশিক্ষণের পর্যায় অনুযায়ী এসব করণীয় উল্লেখ করা হলো-

### প্রশিক্ষণ শুরুর আগে-

১. প্রশিক্ষণকক্ষ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন কিনা তা যাচাই করা। প্রয়োজনে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করার ব্যবস্থা নেওয়া।
২. পর্যাপ্ত আলো-বাতাসের ব্যবস্থা করা।
৩. প্রশিক্ষণকক্ষে আসন বিন্যাস ঠিক আছে কিনা পর্যবেক্ষণ করা। প্রয়োজনে আসন বিন্যাস ঠিক করা।
৪. অধিবেশন উপস্থাপনে ল্যাপটপ ও মাল্টিমিডিয়ার ব্যবহার নিশ্চিত করা।
৫. প্রশিক্ষণ কক্ষে প্রয়োজনীয় বিশেষ সামগ্রী যেমন: কাগজ, পেন্সিল, পয়েন্টার, পুশপিন ইত্যাদি রয়েছে কিনা যাচাই করা।
৬. প্রশিক্ষণ কক্ষে নিরাবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ ব্যবস্থা নিশ্চিত করা।
৭. ইলেকট্রিক ও ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি আগে থেকেই যাচাই করে প্রস্তুত রাখা।
৮. প্রশিক্ষণ দিনের জন্য প্রয়োজনীয় শিক্ষা উপকরণের তালিকা আগের দিন প্রণয়ন করা। প্রয়োজনে তালিকা অনুযায়ী উপকরণ তৈরি ও সংগ্রহ করে রাখা।
৯. বিভিন্ন সামগ্রী ও শিক্ষা উপকরণ অধিবেশনের কর্মসূচি অনুযায়ী সাজিয়ে রাখা।
১০. দিনের প্রশিক্ষণ কর্মসূচির একটি সংক্ষিপ্ত পরিকল্পনা প্রণয়ন করা।

### প্রশিক্ষণ চলাকালে-

১. প্রশিক্ষণ পরিচালনায় সকল ধরনের আনুষ্ঠানিকতা বজায় রাখা।
২. প্রশিক্ষক ও প্রশিক্ষণার্থী উভয়ের সুসম্পর্ক বজায় রাখা।
৩. প্রতিটি প্রশিক্ষণ অধিবেশন প্রাণবন্ত রাখার জন্য আনন্দদায়ক কিছু করা।
৪. প্রশিক্ষণের নিয়মাবলি পোস্টার পেপারে লিখে কক্ষে টাঙিয়ে রাখা।
৫. প্রশিক্ষণ কর্মশালার নিয়মাবলি সুষ্ঠুভাবে প্রতিপালনের ব্যবস্থা করা।
৬. পরিকল্পনা অনুযায়ী অধিবেশন পরিচালনা করা।
৭. সর্বক্ষণ প্রশিক্ষণার্থীদের সক্রিয় রাখা।
৮. দল গঠনে আকর্ষণীয় বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করা।
৯. কথা বলা, হাঁটা-চলা এবং উপস্থাপনে মার্জিত 'শারীরিক ভাষা' প্রয়োগ করা।
১০. প্রশিক্ষণার্থীদের শ্রবণযোগ্য স্বরে এবং শুদ্ধ উচ্চারণে চলিত রীতিতে কথা বলা।
১১. উপস্থাপন পদ্ধতি ও কৌশলে প্রশিক্ষণার্থী/অংশগ্রহণকারীদের সাথে দৃষ্টিসংযোগ বজায় রাখা।

### দিনের প্রশিক্ষণ কর্মসূচি শেষে-

১. প্রশিক্ষণ কক্ষ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
২. পরবর্তী দিনের জন্য আসন বিন্যাস করা।
৩. প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল অনুযায়ী পরবর্তী দিনের জন্য উপকরণাদি প্রস্তুত ও সংগ্রহ করা।

## মডিউল-৯: নৈতিক, সামাজিক ও ধর্মীয় শিক্ষা

## সূচিপত্র


| বিষয়বস্তু | অধিবেশন নম্বর | অধিবেশন শিরোনাম | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|---|
| বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় | ১ | বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় বিষয়ের শিক্ষাক্রম পরিচিতি | ০১ |
| | ২ | শিক্ষাক্রমের আলোকে প্রাথমিক স্তরের বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় বিষয়ের পাঠ্যপুস্তক পরিচিতি/বিশ্লেষণ | ১১ |
| | ৩ | বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় বিষয়ের শিখন-শেখানো পদ্ধতি ও কৌশল | ১৫ |
| | ৪ | বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় বিষয়ের শিখন-শেখানো পদ্ধতি ও কৌশল (চলমান) | ১৭ |
| | ৫ | বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় বিষয়ের উপকরণ | ৩৫ |
| | ৬ | বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় বিষয়ের পাঠ পরিকল্পনা প্রণয়ন | ৪০ |
| | ৭ | পাঠ অনুশীলন ও পর্যালোচনা | ৪৫ |
| | ৮ | বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় বিষয়ের মূল্যায়ন কৌশল | ৫০ |
| | ৯ | বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় বিষয়ের মূল্যায়ন কৌশল অনুশীলন | ৫৬ |
| ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা | ১০ | ধর্মশিক্ষা বিষয়ের শিক্ষাক্রম | ৬২ |
| | ১১ | ধর্মশিক্ষা  বিষয়ের পাঠ্যপুস্তক পর্যালোচনা-১ (ইসলামধর্ম, হিন্দুধর্ম  খ্রিষ্টধর্ম ও বৌদ্ধধর্ম শিক্ষা ) | ৬৮ |
| | ১২ | ধর্মশিক্ষা বিষয়ের শিক্ষক সহায়িকা পর্যালোচনা | ৭১ |
| | ১৩ | ধর্মশিক্ষায় শিখন-শেখানো পদ্ধতি ও কৌশল | ৭৪ |
| | ১৪ | পাঠ পরিকল্পনাঃ ধর্মশিক্ষা | ৭৮ |
| | ১৫ | ধর্মশিক্ষা বিষয়ে মূল্যায়ন | ৮৪ |
| | ১৬ | মূল্যবোধ: অবক্ষয় ও উত্তরণ | ৮৯ |


১

| অধিবেশন - ০১ | বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় বিষয়ের শিক্ষাক্রম পরিচিতি |
|---|---|

**শিখনফল:**

এ অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ-

ক. জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০২১ প্রাথমিক স্তর (পরিমার্জিত ২০২৫) অনুযায়ী বিষয়ভিত্তিক যোগ্যতা ও শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা ব্যাখ্যা করতে পারবেন;

খ. বিষয়ভিত্তিক যোগ্যতা থেকে শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতার বিস্তরণ বিশ্লেষণ করতে পারবেন;

গ. শিখনফলের সাথে বিষয়বস্তুর সমন্বয় করতে পারবেন।

**সময়:** ১.৩০ ঘণ্টা

**পদ্ধতি ও কৌশল:** প্রশ্নোত্তর, দলগত আলোচনা, প্রদর্শন।

**উপকরণ:** বিষয়ভিত্তিক যোগ্যতা ও শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতার চার্ট, বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় বিষয়ের বিস্তৃত শিক্ষাক্রম, পোস্টার পেপার/ল্যাপটপ-মাল্টিমিডিয়া, আঠা, সাইন পেন ইত্যাদি।

| অংশ-ক | জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০২১ প্রাথমিক স্তর ( পরিমার্জিত ২০২৫) হতে বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় বিষয়ভিত্তিক ও শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা শনাক্তকরণ | সময়: ৩০ মিনিট |
|---|---|---|

১. প্রশিক্ষণার্থীদের শুভেচ্ছা জানিয়ে অধিবেশন শুরু করুন।

২. পূর্বজ্ঞান যাচাইয়ের জন্য প্রশিক্ষণার্থীদের প্রশ্ন করুন- অর্জন উপযোগী যোগ্যতা কী? ২-৩ জনের উত্তর শুনে অধিবেশন শিরোনাম ঘোষণা করুন।

সম্ভাব্য উত্তর

- বিভিন্ন শ্রেণিতে ধাপে ধাপে নির্ধারিত যোগ্যতা অর্জনের মাধ্যমে প্রান্তিক যোগ্যতা অর্জিত হওয়ার কথা। এভাবে প্রান্তিক যোগ্যতার শ্রেণিভিত্তিক বিভাজিত রূপকে শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা বলে।
- অন্য কথায় প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত ধাপে ধাপে প্রতিটি শ্রেণিতে প্রতিটি প্রান্তিক যোগ্যতার যতটুকু অর্জিত হবে বলে প্রত্যাশা করা হয়েছে তাকে বলা হয় শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা।

৩. দলগত কাজ: পূর্বেই ৫টি পোস্টার পেপার, ৫টি টেবিলে রাখুন (পোস্টার পেপারে নিম্নবর্ণিত ছক থাকবে)।

**ছক**

| বিষয়ভিত্তিক যোগ্যতা | শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | প্রথম শ্রেণি | দ্বিতীয় শ্রেণি | তৃতীয় শ্রেণি | চতুর্থ শ্রেণি | পঞ্চম শ্রেণি |
| | | | | | |

প্রশিক্ষণার্থীদের ৫টি দলে ভাগ করুন এবং দলনেতা নির্বাচন করতে বলুন। বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় বিষয়ের আবশ্যকীয় শিখনক্রমের ৫টি বিষয়ভিত্তিক যোগ্যতা ও তার শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা অংশটুকু কেটে এলোমেলো করে রাখুন। নির্দিষ্ট সংখ্যক অংশগ্রহণকারীগণকে কাটা অংশ নিতে বলুন এবং দলে আলোচনা করতে বলুন। এবার টেবিলে পূর্বে রাখা পোস্টার পেপারের ছকে আঠা দিয়ে বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় বিষয়ের বিষয়ভিত্তিক যোগ্যতার সাথে শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতাগুলো মিল করে লাগাতে বলুন। ঘুরে ঘুরে দলগত কাজ পর্যবেক্ষণ করুন এবং প্রয়োজনে সহায়তা করুন।

৪. এবার দলনেতাকে তাদের কাজ উপস্থাপন করতে বলুন।

৫. এখন শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা কীভাবে বিন্যস্ত হয়েছে তা ব্যাখ্যা করুন।

**শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতার বিস্তরণ**

শিশুকে যোগ্যতাগুলো বিভিন্ন শ্রেণিতে ধাপে ধাপে অর্জন করানোর লক্ষ্যে বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতাগুলোকে বিভাজন করে প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত প্রতি শ্রেণির জন্য শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা সুনির্দিষ্ট করা হয়েছে। সহজ থেকে কঠিন, জানা থেকে অজানা, সীমিত থেকে বিস্তৃত ইত্যাদি মনোবৈজ্ঞানিক নীতির ভিত্তিতে অর্জন উপযোগী যোগ্যতাগুলোকে বিন্যস্ত করা হয়েছে। অর্থাৎ কোনো একটি প্রান্তিক যোগ্যতার প্রারম্ভিক পর্যায় থেকে চূড়ান্ত পর্যায় পর্যন্ত শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতার ক্রমবিন্যাসকে শিখনক্রম বলে। বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত ধাপে ধাপে ক্রমানুসারে বিভাজনের সময় শিশুর বয়স, মেধা, মানসিক পরিপক্কতা, গ্রহণ ক্ষমতা ও জ্ঞানের পরিধি গুরুত্বসহকারে বিবেচনা করে অর্জন উপযোগী যোগ্যতাগুলো কোন শ্রেণিতে কতটুকু অর্জিত হবে তা নির্দিষ্ট করে প্রণয়ন করা হয়। সাধারণতঃ অধিকাংশ শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতাগুলো প্রথম শ্রেণি থেকে শুরু হয়ে পঞ্চম শ্রেণিতে শেষ হয়। তবে কিছু কিছু যোগ্যতা পঞ্চম শ্রেণির পূর্বেই শেষ হতে পারে। আবার কিছু কিছু যোগ্যতা প্রথম শ্রেণিতে শুরু না হয়ে অন্য যেকোনো শ্রেণিতে শুরু হয়ে আবার যেকোনো শ্রেণিতে শেষ হতে পারে।

৬. প্রশিক্ষণার্থীদের (মানসিক প্রস্তুতির জন্য) জানিয়ে দিন যে এই অংশের কাজ পরবর্তী দুটি অংশের কাজের সমন্বয়ে উপস্থাপন করতে হবে।

| অংশ-খ | জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০২১ প্রাথমিক স্তর (পরিমার্জিত ২০২৫) অনুযায়ী বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় বিষয়ভিত্তিক, শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা, শিখনফলের এবং বিষয়বস্তুর সম্পর্ক নির্ণয় | সময়: ৫৫ মিনিট |
|---|---|---|

১. পূর্ব নির্ধারিত ৫টি দলের প্রশিক্ষণার্থীদের তাঁদের পছন্দমতো বিষয়ের যেকোনো একটি শ্রেণি (প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণির) নির্বাচন করতে বলুন। সে অনুযায়ী বিস্তৃত শিক্ষাক্রম অংশটুকু সরবরাহ করুন।

২. প্রতি দলে বিস্তৃত শিক্ষাক্রম অংশটুকু আলোচনা করতে বলুন। পূর্ববর্তী অংশের প্রস্তুতির সাথে অর্থাৎ শনাক্তকৃত বিষয়ভিত্তিক ও শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতাগুলোর সাথে শিখনফলের সম্পর্ক এবং পাঠ্যপুস্তকের বিভিন্ন বিষয়বস্তুতে শিখনফলের প্রতিফলন/সম্পর্ক খুঁজে বের করতে বলুন।

**ছক**

| বিষয়ভিত্তিক যোগ্যতা | শ্রেণি: | | |
|---|---|---|---|
| | শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা | শিখনফল | বিষয়বস্তু |
| | | | |

৩. পূর্বের কাজের সাথে সংযোজন পোস্টার পেপার/মাল্টিমিডিয়ায় প্রদর্শন করার জন্য প্রস্তুতি নিতে বলুন।

৪. পর্যায়ক্রমে প্রত্যেক দলকে তাদের দলগত কাজ উপস্থাপন করতে বলুন।

৫. সকলের মতামতের প্রেক্ষিতে এবং প্রয়োজনবোধে ফিডব্যাক প্রদান করে প্রশিক্ষণার্থীদের ধারণা স্পষ্ট করুন।

| অংশ-গ | অধিবেশন মূল্যায়ন ও সমাপনী | সময়: ০৫ মিনিট |
|---|---|---|

এই অধিবেশন শেষে অর্জিত ধারণাগুলো থেকে কী শিখেছে তার তালিকা করতে বলুন।

১. কয়েকজনের কাছ থেকে উত্তর শুনুন এবং শিখনফলের সাথে মিলিয়ে দেখুন।

২. অধিবেশন সম্পর্কে প্রতিক্রিয়া জানুন এবং ধন্যবাদ জানিয়ে অধিবেশনের সমাপ্তি ঘোষণা করুন।

| সহায়ক তথ্য ০১ | অধিবেশন - ০১: বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় বিষয়ের শিক্ষাক্রম পরিচিতি |
|---|---|
| অংশ - ক | বিষয়ভিত্তিক যোগ্যতা ও শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা |

বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থা যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রমের মাধ্যমে পরিচালিত। ১৯৯২ সালে শুরু হয়ে ২০০২, ২০১১ এবং ২০২১ সালে শিক্ষাক্রম পরিমার্জিত হয়েছে। বর্তমানে পরিমার্জিত শিক্ষাক্রম ২০২১ প্রাথমিক স্তর (পরিমার্জিত ২০২৫) সাল থেকে চালু রয়েছে। বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় শিক্ষাক্রমে অন্তর্ভুক্ত একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। প্রতিটি বিষয়ের মতো বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় শিক্ষাক্রমের ফলপ্রসূ বাস্তবায়ন শিক্ষকের দক্ষতা, সক্রিয়তা, আন্তরিকতা ও বিষয়জ্ঞানের ওপর নির্ভরশীল। এ কাজটি সুচারুভাবে সম্পন্ন করার জন্য শিক্ষকের সংশ্লিষ্ট দিক সম্পর্কিত স্বচ্ছ ধারণা থাকা আবশ্যক।

## বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় বিষয়ভিত্তিক ১০টি যোগ্যতা

১. বৈচিত্র্যময় সামাজিক ও প্রাকৃতিক পরিবেশের পারস্পরিক সম্পর্ক পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে নিজেকে উপলব্ধি করা ও পরিবেশ সংরক্ষণে সক্রিয় ভূমিকা রাখা।

২. জাতি, ধর্ম, বর্ণ, ভাষা, সংস্কৃতি, জেন্ডার, আর্থ-সামাজিক অবস্থান ও সক্ষমতার প্রতি শ্রদ্ধাশীল থেকে সকলের সাথে সহযোগিতা ও সম্প্রীতির মানসিকতা পোষণ করে জীবন যাপন করা।

৩. বাংলাদেশের ইতিহাস, মুক্তিযুদ্ধ, জাতীয় ঐতিহ্য, সংস্কৃতি এবং জাতীয় পরিচয়ের বিভিন্ন উপাদান (জাতীয় সংগীত, জাতীয় পতাকা, জাতীয় কবি, জাতীয় দিবস ইত্যাদি) সম্পর্কে জেনে নিজের জাতীয় পরিচয়ে গর্ববোধ করা এবং আচরণে তা প্রকাশ করা।

৪. বিভিন্ন মহাদেশ, দেশের ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য, সংস্কৃতি ইত্যাদি জেনে বিভিন্ন দেশ ও মানুষের বৈচিত্র্যের সৌন্দর্য অনুধাবন করতে পারা এবং আঞ্চলিক সহযোগিতা, বিশ্বভ্রাতৃত্ব ও সংস্কৃতির প্রতি আগ্রহী ও শ্রদ্ধাশীল হওয়া।

৫. পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় পরিসরে শিশু হিসেবে নিজের অধিকার (নিরাপত্তা, সুরক্ষা, মৌলিক অধিকার) ও কর্তব্য সম্পর্কে জেনে তা পালনে সচেষ্ট হওয়া।

৬. ব্যক্তিজীবনে নৈতিক ও মানবিক আচরণ (সততা, স্বচ্ছতা, পরমতসহিষ্ণুতা, গণতান্ত্রিক মনোভাব, সদাচার, ভালো-মন্দ ও ন্যায়-অন্যায়ের বিচারবোধ, পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ ও সহমর্মিতা) করতে পারা।

৭. বাংলাদেশের মানচিত্র, ভৌগোলিক পরিচয়, আয়তন, সীমানা, প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য (ভূমিরূপ, নদ-নদী) এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক বৈশিষ্ট্য (জনসংখ্যা, কৃষি, শিল্প, প্রাকৃতিক সম্পদ, আমদানি-রপ্তানি) এর গুরুত্ব অনুধাবন করে প্রাকৃতিক সম্পদের যথাযথ ও পুনর্ব্যবহারে ভূমিকা রাখা।

৮. বিভিন্ন পেশা সম্পর্কে জেনে সকল ধরনের কাজের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব অনুধাবন এবং ইতিবাচক মনোভাব পোষণ করা।

৯. আর্থিক সাক্ষরতা (হিসাব-নিকাশ, লেন-দেন, সম্পদের সাশ্রয়ী ব্যবহার, সঞ্চয়ী মনোভাব) অর্জন করে দৈনন্দিন জীবনে তা ব্যবহার করা ।

১০. জরুরি পরিস্থিতি মোকাবিলা করে ব্যক্তিগত ও সামাজিক কর্মকাণ্ডে নিজেকে নিয়োজিত রাখা।

| অংশ - খ (১) | আবশ্যকীয় শিখনক্রম |
|---|---|

# বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়

| বিষয়ভিত্তিক যোগ্যতা | শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | প্রথম শ্রেণি | দ্বিতীয় শ্রেণি | তৃতীয় শ্রেণি | চতুর্থ শ্রেণি | পঞ্চম শ্রেণি |
| [১] বৈচিত্র্যময় সামাজিক ও প্রাকৃতিক পরিবেশের পারস্পরিক সম্পর্ক পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে নিজেকে উপলব্ধি করা ও পরিবেশ সংরক্ষণে সক্রিয় ভূমিকা রাখা। | ১.১ নিকট পরিবেশের সঙ্গে নিজের সম্পর্ক জেনে পরিবেশবান্ধব ভূমিকা রাখা। | ১.১ চেনা-জানা প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশের গুরুত্ব উপলব্ধি করে পরিবেশ সংরক্ষণে ভূমিকা রাখা। | ১.১ বৈচিত্র্যময় প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশ সম্পর্কে জেনে তা সংরক্ষণে সক্রিয় ভূমিকা রাখা। | ১.১ বৈচিত্র্যময় প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশের পারস্পরিক নির্ভরশীলতা উপলব্ধি করে পরিবেশ সংরক্ষণে সক্রিয় ভূমিকা রাখা। | ১.১ জলবায়ু পরিবর্তনজনিত উদ্ভূত পরিস্থিতির আর্থ-সামাজিক প্রভাব জেনে পরিবেশ সংরক্ষণে ইতিবাচক ভূমিকা রাখা |
| [২] জাতি, ধর্ম, বর্ণ, ভাষা, সংস্কৃতি, জেন্ডার, আর্থ-সামাজিক অবস্থান ও সক্ষমতার প্রতি শ্রদ্ধাশীল থেকে সকলের সাথে সহযোগিতা ও সম্প্রীতির মানসিকতা পোষণ করে জীবন যাপন করা। | ২.১ বিভিন্নতা (জাতি, ধর্ম, বর্ণ, ভাষা, সংস্কৃতি, জেন্ডার, আর্থ-সামাজিক অবস্থান) নির্বিশেষে সকল সহপাঠীর সাথে মিলেমিশে চলা, তাদের প্রতি সহমর্মী হওয়া এবং সহযোগিতামূলক আচরণ করা। | ২.১ প্রতিবেশী সম্পর্কে জেনে তাদেরকে ভালোবাসা, শ্রদ্ধা ও সহযোগিতা করা। | ২.১ সমাজের সকলের সাথে সম্প্রীতি ও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের গুরুত্ব উপলব্ধি করে সকলের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া। | ২.১ বিভিন্ন ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে ধর্মীয় সম্প্রীতি রক্ষা করা। | ২.১ বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশু/ ব্যক্তির প্রতি সহমর্মী হওয়া এবং তাদের চাহিদা অনুধাবনপূর্বক সহযোগিতা করা। |
| | ২.২ ছেলে-মেয়ের সমতার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধির মাধ্যমে ইতিবাচক আচরণ করা। | ২.২ পরিবার ও বিদ্যালয়ে ছেলে-মেয়ের সমতার গুরুত্ব উপলব্ধি করে পরস্পরকে সহযোগিতা করা। | ২.২ পারিপার্শ্বিক পরিবেশের বিভিন্ন কর্মকান্ডে জেন্ডার সমতা ও নিরপেক্ষতার দৃষ্টিভঙ্গি অর্জন করা। | ২.২ সমাজে জেন্ডার অসমতার ক্ষেত্রগুলো অনুধাবন করে স্বতঃস্ফূর্তভাবে জেন্ডার সমতাভিত্তিক আচরণ করা। | ২.২ ছেলে-মেয়ে উভয়ের জন্য সমতাভিত্তিক শিখন পরিবেশ সৃষ্টিতে সচেতন ভূমিকা পালন করা |
| | ****** | ******* | ******* | ২.৩ বাংলাদেশের বিভিন্ন ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য জেনে সৌহার্দ্যপূর্ণ সহাবস্থান করা । | ২.৩ বাংলাদেশের বিভিন্ন ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য জানার মাধ্যমে তাদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া |
| [৩] বাংলাদেশের ইতিহাস, মুক্তিযুদ্ধ, জাতীয় ঐতিহ্য, সংস্কৃতি এবং জাতীয় পরিচয়ের বিভিন্ন উপাদান (জাতীয় সংগীত, জাতীয় পতাকা, জাতীয় কবি, জাতীয় দিবস ইত্যাদি) সম্পর্কে জেনে | ৩.১ | ৩.১ | ৩.১ | ৩.১ | ৩.১ বাংলাদেশের ইতিহাসে স্মরণীয় নেতাদের অবদান জেনে তাঁদের আদর্শ ধারণ করা । |
| | ******* | ******* | ৩.২ ভাষা আন্দোলনের ঘটনাবলি অবগত হয়ে এর তাৎপর্য অনুধাবনপূর্বক | ৩.২ মুক্তিযুদ্ধের পটভূমি জেনে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হওয়া। | ৩.২ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ঘটনাবলি (৭ই মার্চের ভাষণ, অপারেশন সার্চলাইট, |

| বিষয়ভিত্তিক যোগ্যতা | শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | প্রথম শ্রেণি | দ্বিতীয় শ্রেণি | তৃতীয় শ্রেণি | চতুর্থ শ্রেণি | পঞ্চম শ্রেণি |
| নিজের জাতীয় পরিচয়ে গর্ব বোধ করা এবং আচরণে তা প্রকাশ করা। | | | ভাষা শহিদদের সম্মান করা। | | মুক্তিযুদ্ধের ঘোষণা, মুজিবনগর সরকার মুক্তিযোদ্ধাদের রাষ্ট্রীয় খেতাব) জেনে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উজ্জীবিত হয়ে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হওয়া |
| | ৩.৩ জাতীয় পরিচয়ের বিভিন্ন উপাদান বলতে পারা এবং এগুলোর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হওয়া। | ৩.৩ জাতীয় পরিচয়ের বিভিন্ন উপাদান (জাতীয় সংগীত, জাতীয় পতাকা, জাতীয় প্রতীক, জাতীয় কবি ও জাতীয় দিবসসমূহ) সম্পর্কে জেনে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হওয়া। | ৩.৩ বাংলাদেশের জাতীয় দিবস হিসেবে স্বাধীনতা দিবস ও বিজয় দিবসের গুরুত্ব উপলব্ধি করে দিবসসমূহ উদযাপন করা। | ******* | ৩.৩ জাতীয় দিবসসমূহ উদযাপন আয়োজনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করা |
| | ******* | ৩.৪ বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের অংশ হিসেবে পোশাক ও খাবার সম্পর্কে জেনে এর প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা। | ৩.৪ বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য (ভাষা, খাবার, পোশাক, সংগীত, নৃত্য উৎসব-অনুষ্ঠান) জেনে এর প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া। | ৩.৪ বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের চিরায়ত উৎসব (পহেলা বৈশাখ, নবান্ন, পৌষ মেলা, বসন্ত উৎসব) সম্পর্কে জেনে জাতীয় সংস্কৃতি চর্চা করা। | ৩.৪ বাংলাদেশের ঐতিহাসিক স্থান ও নির্দশন সম্পর্কে জেনে ঐতিহ্য সংরক্ষণে ভূমিকা রাখা। |
| [৪] বিভিন্ন মহাদেশ, দেশের ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য, সংস্কৃতি ইত্যাদি জেনে বিভিন্ন দেশ ও মানুষের বৈচিত্র্যের সৌন্দর্য্য অনুধাবন করতে পারা এবং আঞ্চলিক সহযোগিতা, বিশ্বভ্রাতৃত্ব ও সংস্কৃতির প্রতি আগ্রহী ও শ্রদ্ধাশীল হওয়া | ৪.১ পৃথিবীর অধিবাসী হিসেবে আগ্রহের সাথে নিজের অবস্থান বুঝতে পারা। | ৪.১ নিজ দেশ ও প্রতিবেশী দেশসমূহের সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া। | ৪.১ মহাদেশ, মহাসাগর সম্পর্কে জেনে ভৌগোলিক বৈচিত্র্যের প্রতি আগ্রহী হওয়া। | ৪.১ আগ্রহের সাথে এশিয়া মহাদেশের ভৌগোলিক ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য অন্বেষণ করতে পারা। | ৪.১ দক্ষিণ এশিয়ার বিভিন্ন দেশের সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য অনুধাবন করে এর প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া। |
| | ******* | ******* | ******* | ******* | ৪.২ আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতায় বিভিন্ন সংস্থার গুরুত্ব অনুধাবন করে বিশ্বনাগরিক হয়ে গড়ে উঠা। |
| [৫] পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় পরিসরে শিশু হিসেবে নিজের অধিকার (নিরাপত্তা, সুরক্ষা ও | ৫.১. নিজের বেড়ে ওঠায় পরিবারের ভূমিকা সম্পর্কে জেনে পরিবারের সদস্যদের প্রতি শ্রদ্ধা ও | ৫.১. পরিবারকে ভালোবেসে পরিবারের প্রতি নিজ কর্তব্য পালন করা। | ৫.১ পরিবারের ছোট ও বড়দের প্রতি করণীয় বিষয়ে সচেতন হয়ে নিজ ভূমিকা পালন করা। | ৫.১ সমাজ সম্পর্কে জেনে আগ্রহের সাথে সমাজের প্রতি নিজ ভূমিকা পালন করা। | ৫.১ রাষ্ট্রের ধারণা লাভ করে রাষ্ট্রেরে প্রতি নিজ ভূমিকা পালন করা। |

| বিষয়ভিত্তিক যোগ্যতা | শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | প্রথম শ্রেণি | দ্বিতীয় শ্রেণি | তৃতীয় শ্রেণি | চতুর্থ শ্রেণি | পঞ্চম শ্রেণি |
| মৌলিক অধিকার) ও কর্তব্য সম্পর্কে জেনে তা পালনে সচেষ্ট হওয়া | ভালোবাসা প্রদর্শন করা। | | | | |
| | ৫.২ ব্যক্তিগত নিরাপত্তা ও সুরক্ষা সম্পর্কে জেনে নিজেকে নিরাপদ রাখা। | ৫.২. শিশুর নিরাপত্তা ঝুঁকি সম্পর্কে জেনে নিজেকে সুরক্ষিত রাখা। | ৫.২ পরিবারের নিরাপত্তা ঝুঁকি সম্পর্কে জেনে প্রয়োজনে প্রযোজ্য সংস্থার সাহায্য গ্রহণ করা। | ৫.২ নাগরিক অধিকার সম্পর্কে সচেতন হয়ে তা অর্জন করতে পারা। | ৫.২ সামাজিক সমস্যার সম্পর্কে সচেতন হয়ে তা রোধ করা। |
| | ৫.৩ পরিচ্ছন্নতার প্রয়োজনীয়তা অনুধাবন করে এ বিষয়ে যত্নশীল হওয়া। | ৫.৩ বাড়ি ও শ্রেণিকক্ষের পরিচ্ছন্নতা রক্ষায় সচেতন হয়ে নিজ ভূমিকা পালন করতে পারা | ৩.৫ নিকট পরিবেশ ও বিদ্যালয়ের পরিচ্ছন্নতা রক্ষায় সচেতন হয়ে নিজ ভূমিকা পালন করা। | ******* | ৩.৫ বিদ্যালয়ভিত্তিক বিভিন্ন সাংগঠনিক কার্যক্রমে অংশগ্রহণের মাধ্যমে বৃহৎ পরিসরে নেতৃত্ব প্রদানে সমর্থ হওয়া। |
| | ******* | ******* | ৫.৪ শিশুর অধিকার সম্পর্কে সচেতন হয়ে তা অর্জন করতে পারা। | ******* | ৫.৪ মানবাধিকার সম্পর্কে সচেতন হয়ে নিজ দায়িত্ব পালন করা। |
| | ৫.৫ সড়কে চলাচলের নিয়ম-কানুন জেনে নিরাপদে সড়ক চলাচল করা। | ৫.৫ সড়কে চলাচলের নিয়ম-কানুন জেনে নিরাপদে সড়ক চলাচল করা। | ৫.৫ সড়ক চলাচলের নিয়ম মেনে নিরাপদে চলাচল করা। | ******* | ******* |

| অংশ - খ (২) | শিখনফলের তালিকা |
|---|---|

| শ্রেণি | শিখনফল |
|---|---|
| ১ম | ১.১.১ পারিপার্শ্বিক পরিবেশের উপাদান চিহ্নিত করতে পারবে। |
| ১ম | ২.১.১ নিজের ও সহপাঠীদের পরিচয় বর্ণনা করতে পারবে। |
| ১ম | ৩.১.৩ জাতীয় দিবসসমূহের নাম উল্লেখ করতে পারবে। |
| ১ম | ৪.১.৩ পৃথিবীর **অধিবাসী** হিসেবে আগ্রহের সাথে গ্লোবে নিজের অবস্থান চিহ্নিত করতে পারবে। |
| ১ম | ৫.২.১ নিজের বাড়ির ঠিকানা বলতে পারবে। |
| ২য় | ১.১.৪ প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশের গুরুত্ব বলতে পারবে। |
| ২য় | ২.১.১ প্রতিবেশী সম্পর্কে বলতে পারবে। |
| ২য় | ৩.১.১ জাতীয় পতাকার বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করতে পারবে। |
| ২য় | ৪.১.২ প্রতিবেশী দেশের খাবার , পোশাক ও উৎসব সম্পর্কে বলতে পারবে। |
| ২য় | ৫.২.১ নিজের নিরাপত্তা ঝুঁকি চিহ্নিত করতে পারবে। |
| ৩য় | ১.১.১ প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশের বৈচিত্র্য বর্ণনা করতে পারবে। |
| ৩য় | ২.২.১ সকল কর্মকান্ডে ছেলে ও মেয়েদের সমতাভিত্তিক অংশগ্রহণের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবে। |
| ৩য় | ৩.১.১ ভাষা আন্দোলনের পটভূমি বর্ণনা করতে পারবে। |
| ৩য় | ৪.১.৩ বিভিন্ন মহাদেশের ভৌগোলিক বৈচিত্র সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবে। |
| ৩য় | ৫.২.৩ সুরক্ষায় বিভিন্ন সেবাদানকারী সংস্থা ও প্রতিবেশীর সাহায্য গ্রহণ করতে পারবে। |
| ৪র্থ | ১.১.৩ পরিবেশ সংরক্ষণে সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে পারবে। |
| ৪র্থ | ২.২.৩ জেন্ডার সমতাভিত্তিক আচরণ করতে পারবে। |
| ৪র্থ | ৩.১.৫ স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস জেনে দেশপ্রেম উদ্বুদ্ধ হবে। |
| ৪র্থ | ৪.১.১ এশিয়া মহাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের ভিন্নতা বর্ণনা করতে পারবে। |
| ৪র্থ | ৫.২.২ নাগরিক অধিকার অর্জনের উপায়সমূহ বলতে পারবে। |
| ৫ম | ১.১.২ জলবায়ু পরিবর্তনজনিত আর্থ সামাজিক প্রভাবের ক্ষেত্র চিহ্নিত করতে পারবে। |
| ৫ম | ২.১.১ বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন মানুষের প্রয়োজনগুলো চিহ্নিত করতে পারবে। |
| ৫ম | ৩.৩.১ স্বতঃস্ফূর্তভাবে জাতীয় দিবসসমূহ উদযাপন করতে পারবে। |
| ৫ম | ৪.২.৪ সার্ক, ওআইসি ও জাতিসংঘের ধারণা থেকে বিশ্ব নাগরিক হওয়ার প্রস্তুতি গ্রহণ করতে পারবে। |
| ৫ম | ৫.১.১ রাষ্ট্রের ধারণা বলতে পারবে। |

## ১ম শ্রেণি

| বিষয়ভিত্তিক যোগ্যতা | অর্জন উপযোগী যোগ্যতা | শিখনফল | বিষয়বস্তু |
|---|---|---|---|
| [১] বৈচিত্র্যময় সামাজিক ও প্রাকৃতিক পরিবেশের পারস্পরিক সম্পর্ক পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে নিজেকে উপলব্ধি করা ও পরিবেশ সংরক্ষণে সক্রিয় ভূমিকা রাখা। | ১.১ নিকট পরিবেশের সঙ্গে নিজের সম্পর্ক জেনে পরিবেশে ভূমিকা রাখা। | ১.১.১ পারিপার্শ্বিক পরিবেশের উপাদান চিহ্নিত করতে পারবে। | পরিবেশ |

## ২য় শ্রেণি

| বিষয়ভিত্তিক যোগ্যতা | অর্জন উপযোগী যোগ্যতা | শিখনফল | বিষয়বস্তু |
|---|---|---|---|
| [২] জাতি, ধর্ম, বর্ণ, ভাষা, সংস্কৃতি, জেন্ডার, আর্থ-সামাজিক অবস্থান ও সক্ষমতার প্রতি শ্রদ্ধাশীল থেকে সকলের সাথে সহযোগিতা ও সম্প্রীতির মানসিকতা পোষণ করে জীবন যাপন করা। | ২.১ প্রতিবেশী সম্পর্কে জেনে তাদেরকে ভালোবাসা-শ্রদ্ধা ও সহযোগিতা করা। | ২.১.১ প্রতিবেশী সম্পর্কে বলতে পারবে। | প্রতিবেশীর পরিচয় |

## ৩য় শ্রেণি

| বিষয়ভিত্তিক যোগ্যতা | অর্জন উপযোগী যোগ্যতা | শিখনফল | বিষয়বস্তু |
|---|---|---|---|
| [১] বৈচিত্র্যময় সামাজিক ও প্রাকৃতিক পরিবেশের পারস্পরিক সম্পর্ক পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে নিজেকে উপলব্ধি করা ও পরিবেশ সংরক্ষণে সক্রিয় ভূমিকা রাখা। | ১.১ বৈচিত্র্যময় প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশ সম্পর্কে জেনে তা সংরক্ষণে সক্রিয় ভূমিকা রাখা। | ১.১.১ প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশের বৈচিত্র্য বর্ণনা করতে পারবে। | পরিবেশের বৈচিত্র্য |

## ৪র্থ শ্রেণি

| বিষয়ভিত্তিক যোগ্যতা | অর্জন উপযোগী যোগ্যতা | শিখনফল | বিষয়বস্তু |
|---|---|---|---|
| [৪] বিভিন্ন মহাদেশ, দেশের ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য, সংস্কৃতি ইত্যাদি জেনে বিভিন্ন দেশ ও মানুষের বৈচিত্র্যের সৌন্দর্য অনুধাবন করতে পারা এবং আঞ্চলিক সহযোগিতা, বিশ্বভ্রাতৃত্ব ও সংস্কৃতির প্রতি আগ্রহী ও শ্রদ্ধাশীল হওয়া। | ৪.১ আগ্রহের সাথে এশিয়া মহাদেশের ভৌগোলিক ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য অন্বেষণ করতে পারা। | ৪.১.১ এশিয়া মহাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের ভিন্নতা বর্ণনা করতে পারবে। | এশিয়া মহাদেশের ভৌগোলিক ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য |

## ৫ম শ্রেণি

| বিষয়ভিত্তিক যোগ্যতা | অর্জন উপযোগী যোগ্যতা | শিখনফল | বিষয়বস্তু |
|---|---|---|---|
| [৫] পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় পরিসরে শিশু হিসেবে নিজের অধিকার (নিরাপত্তা, সুরক্ষা ও মৌলিক অধিকার) ও কর্তব্য সম্পর্কে জেনে তা পালনে সচেষ্ট হওয়া | ৫.১ রাষ্ট্র সম্পর্কে সচেতন হয়ে নিজ ভূমিকা পালন করা। | ৫.১.১ রাষ্ট্রের ধারণা বলতে পারবে। | রাষ্ট্র ও রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি |

| অধিবেশন - ০২ | শিক্ষাক্রমের আলোকে প্রাথমিক স্তরের বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় পাঠ্যপুস্তক পরিচিতি/বিশ্লেষণ |
|---|---|

**শিখনফল:**

এ অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ-

ক. ৩য় - ৫ম শ্রেণির বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় বিষয়ের শ্রেণিভিত্তিক পাঠ্যপুস্তকের বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করতে পারবেন;

খ. ৩য় - ৫ম শ্রেণির বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তুর পরিসর বর্ণনা করতে পারবেন;

গ. ৩য় - ৫ম শ্রেণির বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তুর সাথে সংশ্লিষ্ট শিখনফলের সমন্বয় করতে পারবেন।

**সময়:** ১ ঘণ্টা ৩০ মিনিট

**পদ্ধতি ও কৌশল:** ব্রেইন স্টর্মিং, প্রদর্শন, আলোচনা।

**উপকরণ:** বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় পাঠ্যপুস্তক (৩য়-৫ম শ্রেণি), বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় বিষয়ের বিস্তৃত শিক্ষাক্রম, তথ্যপত্র, পোস্টার পেপার, সাইন পেন, মাল্টিমিডিয়া।

| অংশ - ক | ৩য় শ্রেণি - ৫ম শ্রেণির বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় পাঠ্যপুস্তকের বৈশিষ্ট্য | সময়: ৩৫ মিনিট |
|---|---|---|

১. প্রশিক্ষণার্থীদের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করে শিখন উপযোগী পরিবেশ তৈরি করুন। অধিবেশনের শিরোনাম ও শিখনফল অবহিতকরণের মাধ্যমে অধিবেশনের কাজ শুরু করুন।

২. ৩য়-৫ম শ্রেণির বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় পাঠ্যপুস্তক হাতে নিয়ে সকলকে দেখান। বইগুলো কখনো ভালোভাবে দেখেছেন কিনা তা জানতে চান। কয়েকজনের অভিজ্ঞতা শুনুন।

৩. প্রশিক্ষণার্থীদের ৬টি দলে ভাগ করুন। এবার ২ দলকে ৩য় শ্রেণির, ২ দলকে ৪র্থ শ্রেণির, ২ দলকে ৫ম শ্রেণির বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় পাঠ্যপুস্তক বিতরণ করুন। সকলকে মনোযোগসহকারে ভালোভাবে দেখতে বলুন।

৪. এ পর্যায়ে ৩য় শ্রেণি থেকে ৫ম শ্রেণির বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় পাঠ্যপুস্তকের বৈশিষ্ট্যসমূহ পোস্টার পেপারে/ল্যাপটপে লিখতে বলুন।

৫. দলীয় কাজ শেষে শ্রেণিভিত্তিক পর্যায়ক্রমে দলের কাজ উপস্থাপন করতে বলুন এবং অন্য দলকে তাদের কাজের সাথে মিলিয়ে নিতে বলুন। সংযোজন-বিয়োজনের ক্ষেত্রে মতামত প্রদান করতে বলুন।

৬. দলীয় কাজ উপস্থাপন শেষে **তথ্যপত্রের (অংশ-ক)** আলোকে প্লেনারিতে বিষয়টি স্পষ্ট করুন। সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে কাজ শেষ করুন।

| অংশ - খ | বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তু পর্যালোচনা | সময়: ৩০ মিনিট |
|---|---|---|

১. প্রশিক্ষণার্থীদের ৬টি দলে ভাগ করুন। এবার ২ দলকে ৩য় শ্রেণির, ২ দলকে ৪র্থ শ্রেণির, ২ দলকে ৫ম শ্রেণির বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় পাঠ্যপুস্তক বিতরণ করুন।

২. প্রশিক্ষণার্থীদের নিচের নমুনা ছকটি বোর্ডে বা মাল্টিমিডিয়ায় প্রদর্শন করুন।

৩. এবার ৩য় থেকে ৫ম শ্রেণির বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তু পর্যালোচনা করে প্রদর্শিত ছকের আলোকে পোস্টার পেপারে লিখতে বলুন। কাজের জন্য যথাযথ নির্দেশনা ও সময় বলে দিন।

**নমুনা ছক**

| অধ্যায় শিরোনাম | মৌলিক বিষয়সমূহ | শিখনসমূহ |
|---|---|---|
| | | |
| | | |

৪. দলীয় কাজ শেষে শ্রেণিভিত্তিক এক দলের কাজ উপস্থাপন করতে বলুন এবং অন্য দলকে তাদের কাজের সাথে মিলিয়ে নিতে বলুন। সংযোজন-বিয়োজনের ক্ষেত্রে মতামত লিখতে বলুন।

৫. দলীয় কাজ উপস্থাপন শেষ হলে **তথ্যপত্রের (অংশ- খ)** আলোকে বিষয়টি স্পষ্ট করুন। সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে অধিবেশনের এই অংশটুকু শেষ করুন।

| অংশ - গ | বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তুর সাথে সংশ্লিষ্ট শিখনফলের সমন্বয় | সময়: ২০ মিনিট |
|---|---|---|

১. প্রশিক্ষণার্থীদের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করে অধিবেশন শুরু করুন।

২. প্রশিক্ষণার্থীদের ৫টি দলে ভাগ করুন এবং ১ম শ্রেণি থেকে ৫ম শ্রেণি পর্যন্ত বিষয়বস্তু সরবরাহ করুন,

প্রত্যেককে একটি বিষয়বস্তুর আলোকে দলে আলোচনা করে নিম্নোক্ত ছক পূরণ করতে বলুন।

| বিষয়বস্তু | শিখনফল |
|---|---|
| | |

| অংশ - ঘ | অধিবেশন মূল্যায়ন ও সমাপনী | সময়: ০৫ মিনিট |
|---|---|---|

এই অধিবেশন শেষে অর্জিত ধারণাগুলো থেকে কী শিখেছে তার তালিকা করতে বলুন।

১. কয়েকজনের কাছ থেকে উত্তর শুনুন এবং শিখনফলের সাথে মিলিয়ে দেখুন।

২. অধিবেশন সম্পর্কে প্রতিক্রিয়া জানুন এবং ধন্যবাদ জানিয়ে অধিবেশনের সমাপ্তি ঘোষণা করুন।

| সহায়ক তথ্য ০২ | অধিবেশন - ০২: শিক্ষাক্রমের আলোকে প্রাথমিক স্তরের বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় পাঠ্যপুস্তক পরিচিতি/বিশ্লেষণ |
|---|---|

| অংশ - ক | পাঠ্যপুস্তকের বৈশিষ্ট্য |
|---|---|

১. পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তু শিক্ষাক্রমের আলোকে রচিত হয়েছে।

২. প্রতিটি পাঠে নির্দিষ্ট শিখনফলের প্রতিফলন ঘটেছে।

৩. বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় পাঠ্যপুস্তক শিশুদের পারিপার্শ্বিক জগৎ সম্পর্কে অবহিত করার জন্য প্রণীত হয়েছে।

৪. বইটির সকল পাঠ ও নির্দেশিত কাজ শিক্ষার্থীদের জন্য আকর্ষণীয়, বয়স উপযোগী এবং ব্যবহারযোগ্য করা হয়েছে।

৫. বইগুলোতে শিক্ষাক্রমের ভিত্তিতে অধ্যায়গুলো সন্নিবেশন করা হয়েছে।

৬. বইগুলোতে শিক্ষাক্রমের ভিত্তিতে শ্রেণিভিত্তিক বিষয়সমূহের পরিসর বৃদ্ধি করা হয়েছে। প্রতিটি বিষয়কে একাধিক পাঠে বিভাজন করা হয়েছে।

৭. নিজ পরিবার, সমাজ ও পরিবেশ সম্পর্কে শিশুদের ধারণা দেওয়ার জন্য বিষয়বস্তু সন্নিবেশন করা হয়েছে এবং এলাকার উন্নয়নে শিশুর ভূমিকা, নাগরিক হিসেবে দায়িত্ব-কর্তব্য, সামাজিক গুণাবলি অর্জনের জন্য মিলেমিশে থাকা, উন্নয়নমূলক কাজে অংশগ্রহণ করা, বিভিন্ন পেশার প্রতি শ্রদ্ধাবোধ জাগ্রত করার জন্য বিষয়বস্তু আনা হয়েছে। দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করতে আমাদের ইতিহাস, মুক্তিযুদ্ধ, বাংলাদেশ ও বহির্বিশ্ব সম্পর্কে বিষয়বস্তু সংযোজিত হয়েছে।

৮. পাঠ্যপুস্তকগুলোতে প্রাসঙ্গিক রঙিন ছবি, চার্ট, ছক ও মানচিত্র সন্নিবেশিত আছে।

৯. বিষয়-সংশ্লিষ্ট দক্ষতা ম্যাট্রিক্স সংযোজন করা হয়েছে।

১০. শিক্ষার্থীদের বিষয়ভিত্তিক শব্দের জ্ঞান বৃদ্ধির লক্ষ্যে বইয়ের শেষে শব্দভান্ডার দেওয়া আছে।

| অংশ - খ | পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তু পর্যালোচনা |
|---|---|

পরিবেশের উপাদান, পরিবেশ দূষণ ও প্রতিকার, পরিবেশ সংরক্ষণ-সম্পর্কিত ধারণার আলোকে প্রকৃতি ও জীবজগতের প্রতি দায়িত্বশীল আচরণ করা। জলবায়ুর ধারণা, জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগের কারণ, ব্যক্তি, পরিবেশ ও সামাজিক অর্থনীতিতে এর প্রভাব সম্পর্কে জেনে, বিভিন্ন কৌশল অনুসরণ করে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে খাপ খাইয়ে যাতে নিরাপদ বাসযোগ্য পৃথিবী বিনির্মাণে ভূমিকা রাখতে পারে সেদিকে দৃষ্টি রেখেই বইগুলোতে বিষয়বস্তু অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

শিক্ষার্থীগণ বিষয়জ্ঞান, সামাজিক দক্ষতা ও সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যবোধ প্রয়োগের মাধ্যমে দেশীয় ও বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে প্রয়োজনীয় সামাজিক যোগ্যতা অর্জন করবে। নিজস্ব কৃষ্টি, সংস্কৃতি, ইতিহাস, ঐতিহ্য ও মুক্তিযুদ্ধের

চেতনা ধারণ ও লালন করে ভিন্নতা ও বৈচিত্র্যকে সম্মান করতে পারবে। মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ধারণ করে শিক্ষার্থীকে সমাজ ও দেশের কল্যাণে নিয়োজিত করাই এ বিষয়ের মূল প্রতিপাদ্য। যৌক্তিক অনুসন্ধান পদ্ধতির প্রাথমিক ধারণা কাজে লাগিয়ে প্রাকৃতিক ও সামাজিক কাঠামোর আন্তঃসম্পর্ক বিষয়ে অনুসন্ধানের যোগ্যতা অর্জন করবে। গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ, অধিকার, দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে জেনে সচেতন নাগরিক হিসেবে ভূমিকা পালন করতে পারবে। মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও সংবিধানের মূলনীতির আলোকে সামাজিক ন্যায়বিচার নীতি ধারণ করে সম্পদের টেকসই ব্যবহার ও পরিবেশ সংরক্ষণে ভূমিকা রাখতে পারবে।

নিজ ধর্মসহ সকল ধর্ম ও বিশ্বাসের প্রতি শ্রদ্ধা ও সহনশীলতা প্রদর্শন করে সততা, ন্যায়পরায়ণতা, সহযোগিতা, সহমর্মিতা, নারী-পুরুষের সমতা, ব্যক্তি স্বাধীনতা, শুদ্ধাচার, সাংস্কৃতিক নীতিবোধ, মানবিকতাবোধ, মানুষ-প্রকৃতি-পৃথিবীর প্রতি ভালোবাসা ইত্যাদি মূল্যবোধের কথা পাঠ্যপুস্তকগুলোতে সন্নিবেশিত হয়েছে। শিক্ষার্থীরা এসব মূল্যবোধের গুরুত্ব জেনে তা চর্চার মাধ্যম কীভাবে একটি নিরাপদ ও অসাম্প্রদায়িক পৃথিবী গড়ার লক্ষ্যে কাজ করে যোগ্যতা অর্জন করা যায় তার ওপর ভিত্তি করে বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় পাঠ্যপুস্তকগুলো রচনা করা হয়েছে।

অধিক জনসংখ্যাকে জনসম্পদে রূপান্তর করে সুস্থ, নিরাপদ ও সুরক্ষিত জীবনযাপনে সক্ষম হয়ে উৎপাদনশীল নাগরিক হিসেবে অবদান রাখার যোগ্যতা অর্জন প্রসঙ্গে পাঠ্যপুস্তকে উল্লেখ করা হয়েছে। নিজের ও অন্যের অবস্থান, পরিচিতি, প্রেক্ষাপট ও মতামতকে সম্মান করে ইতিবাচক যোগাযোগের মাধ্যমে পরিবর্তনের সঙ্গে খাপ খাইয়ে সক্রিয় একজন নাগরিক হিসেবে অবদান রাখার বিষয়টিও বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় পাঠ্যপুস্তকগুলোতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

## অংশ - গ | বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তুর সাথে সংশ্লিষ্ট শিখনফলের সমন্বয়

| বিষয়বস্তু | শিখনফল |
|---|---|
| ২য় শ্রেণি<br>প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশ | ১.১.১ প্রাকৃতিক পরিবেশের ধারণা বর্ণনা করতে পারবে। |
| | ১.১.২. সামাজিক পরিবেশের ধারণা বর্ণনা করতে পারবে। |
| | ১.১.৩. প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশের উপাদানসমূহের শ্রেণিকরণ করতে পারবে। |
| | ১.১.৪ প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশের গুরুত্ব বলতে পারবে। |
| | ১.১.৫ নিজের পারিপার্শ্বিক পরিবেশ সংরক্ষণে যত্নশীল হবে। |

| অধিবেশন ০৩ | বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় বিষয়ের শিখন-শেখানো পদ্ধতি ও কৌশল |
|---|---|

**শিখনফল:**

এ অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ-

ক) শিখন-শেখানো পদ্ধতি ও কৌশল সম্পর্কে ধারণা লাভ করে তা বর্ণনা করতে পারবেন;

খ) বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় বিষয়ের শিখন-শেখানো পদ্ধতি ও কৌশলসমূহের নাম বলতে ও ব্যাখ্যা করতে পারবেন;

গ) বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় বিষয়ের বিষয়বস্তু উপযোগী শিখন-শেখানো পদ্ধতি ও কৌশল নির্বাচন করতে পারবেন।

**সময় :** ১ ঘণ্টা ৩০ মিনিট

**পদ্ধতি ও কৌশল :** প্রশ্নোত্তর, আলোচনা, ব্রেইনস্টর্মিং, তথ্যপত্র।

**উপকরণ :** বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় পাঠ্যপুস্তক, শিক্ষক সহায়িকা, পোস্টার পেপার, ভিভ কার্ড, সাইন পেন, মার্কার,ল্যাপটপ মাল্টিমিডিয়া, পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন।

| অংশ - ক | বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় বিষয়ের শিখন-শেখানো পদ্ধতি ও কৌশল | সময়: ২৫ মিনিট |
|---|---|---|

১. প্রশিক্ষণার্থীদের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করুন। অতঃপর অংশগ্রহণকারীদের ২/৩ জনকে ধাঁধা/কৌতুক বলার মাধ্যমে জড়তামুক্ত পরিবেশ তৈরি করুন।
২. পদ্ধতি বলতে কী বোঝায়? প্রশ্নটি পাওয়ার পয়েন্টের মাধ্যমে স্লাইডে প্রদর্শন করুন।
৩. প্রশ্নটি পাশাপাশি জোড়ায় আলোচনা করতে বলুন। আলোচনা শেষে কয়েকটি জোড়া থেকে উত্তর শুনুন এবং একজন প্রশিক্ষণার্থীর সহায়তায় প্রাপ্ত উত্তরগুলো সংক্ষিপ্ত আকারে বোর্ডে লিখুন।
৪. একজন প্রশিক্ষণার্থীকে পড়ে শোনাতে বলুন এবং প্রশ্নোত্তর এর মাধ্যমে আলোচনা করুন ও পদ্ধতি সম্পর্কে ধারণা স্পষ্ট করুন।
৫. এবার প্রশিক্ষণার্থীদের উদ্দেশ্যে প্রশ্ন করুন কৌশল বলতে কী বোঝায়?
৬. তাদের ১ মিনিট ভাবতে দিন এবং ভাবনা শেষে উত্তরগুলো বলতে বলুন।
৭. প্রাপ্ত উত্তরগুলো বোর্ডে মাইন্ড ম্যাপিং আকারে লিখুন ও আলোচনা করুন।
৮. সর্বশেষে সহায়ক তথ্য থেকে পদ্ধতি ও কৌশল বলতে কী বোঝায় তা পাওয়ার পয়েন্ট/পোস্টারে প্রদর্শন পূর্বক আলোচনার মাধ্যমে প্রশিক্ষণার্থীদের ধারণা স্পষ্ট করুন।

**পদ্ধতি:** কোন পাঠের নির্ধারিত শিখনফল ও যোগ্যতা অর্জনের লক্ষ্যে শ্রেণির শিখন-শেখানো কাজ সুন্দর ও সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য সামগ্রিকভাবে যে উপায় অবলম্বন করা হয় তাই হলো পদ্ধতি।

**কৌশল:** পদ্ধতির একটা অংশ হচ্ছে কৌশল। ফলপ্রসূ শিখন-শেখানো কেবল একটি পদ্ধতিতে সম্ভব নয়। বিভিন্ন পদ্ধতি ও কৌশলের সমন্বয়েই একটি বিষয়বস্তু ফলপ্রসূভাবে পাঠ পরিকল্পনা করা সম্ভব। কৌশল হলো পদ্ধতিসমূহকে সার্থকভাবে প্রয়োগের জন্য একটি কার্যকর উপায়। আবার কৌশলসমূহকে সার্থকভাবে প্রয়োগের জন্য প্রয়োজন শিক্ষা উপকরণের।

| |
|---|
| পদ্ধতি হলো একটি পাঠ পরিচালনার উপায় বা ধারাবাহিক কর্মকান্ডসমূহ। তবে ক্ষেত্র বিশেষে কোনো একটি পদ্ধতি অন্য পদ্ধতির কৌশল হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে, সকলের নিকট এ ধারণাটিও স্পষ্ট করুন। যেমন বক্তৃতা পদ্ধতিতে পাঠ উপস্থাপনের সময় একঘেঁয়েমি দুর করতে এবং শিক্ষার্থীদের সাথে আন্তরিক সম্পর্ক সৃষ্টিতে আলোচনা, প্রশ্নোত্তর পদ্ধতিকে কৌশল হিসেবে ব্যবহার করা যায়। আবার প্রশ্নোত্তর পদ্ধতি ব্যবহারের সময় বক্তৃতাকে কৌশল হিসেবে ব্যবহার করা যায়। |

| অংশ - খ | বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় বিষয়ের শিখন-শেখানো পদ্ধতি ও কৌশলসমূহ | সময়: ৬০ মিনিট |
|---|---|---|

- প্রশিক্ষণার্থীদের উদ্দেশ্যে প্রশ্ন করুন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বিভিন্ন শ্রেণিতে বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় বিষয়ে পাঠ উপস্থাপনের ক্ষেত্রে সাধারণতঃ কোন কোন পদ্ধতি ও কৌশল ব্যবহার করে থাকেন?
- প্রশিক্ষণার্থীদের একাকী ১ মিনিট ভাবতে দিন।
- ভাবনা শেষে প্রশিক্ষণার্থীদের কাছ থেকে উত্তর নিন এবং উত্তরগুলোর আলোকে বোর্ডে পদ্ধতি ও কৌশল-এর একটি তালিকা তৈরি করুন। কোনো একজন প্রশিক্ষণার্থীর সহায়তায় তালিকাটি পড়ে শোনান।
- এরপর তথ্যপত্র হতে পাওয়ার পয়েন্টের মাধ্যমে বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন পদ্ধতি ও কৌশল সম্বলিত চার্টটি প্রদর্শন করুন। শিক্ষার্থীদের মনোযোগ সহকারে দেখতে বলুন।
- এরপর **সহায়ক তথ্য থেকে অংশ-খ** নিরবে পড়তে দিন।

| অংশ - গ | অধিবেশন মূল্যায়ন ও সমাপনী | সময়: ০৫ মিনিট |
|---|---|---|

- **সহায়ক তথ্যপত্রের** আলোকে প্লেনারিতে আলোচনা করে বিষয়টি স্পষ্ট করুন।
-অধিবেশন শেষে নিচের প্রশ্নগুলো করে যাচাই করুন।

## নমূনা প্রশ্ন

১. বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় বিষয়ে ব্যবহার করা যায় এমন দুটি পদ্ধতি ও কৌশলের নাম বলুন।

২. কোন অস্পষ্টতা না থাকলে সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে অধিবেশনের কাজ শেষ করুন।

| অধিবেশন ০৪ | বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় বিষয়ের শিখন-শেখানো পদ্ধতি ও কৌশল (চলমান) |
|---|---|

শিখন শেখানো কার্যক্রম সার্থকভাবে পরিচালনার জন্য শিক্ষককে কতকগুলো কর্মকান্ড ধারাবাহিকভাবে পরিচালনা করতে হয়। তার মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ হলো পাঠের জন্য সর্বোত্তম পদ্ধতি ও কৌশল নির্বাচন করা এবং সে অনুযায়ী শিখন শেখানো কার্যক্রম পরিচালনা করা। বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় বিষয়ের শিখন শেখানো পদ্ধতি ও কৌশল নিয়ে বর্তমান পাঠে আলোচনা করা হয়েছে।

**শিখনফল:**

এ অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ-

ক) শিখন-শেখানো পদ্ধতি ও কৌশল সম্পর্কে ধারণা লাভ করে তা বর্ণনা করতে পারবেন;

খ) বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় বিষয়ের শিখন-শেখানো পদ্ধতি ও কৌশলসমূহের নাম বলতে ও ব্যাখ্যা করতে পারবেন;

গ) বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় বিষয়ের বিষয়বস্তু উপযোগী শিখন-শেখানো পদ্ধতি ও কৌশল নির্বাচন করতে পারবেন।

**সময় : ১** ঘণ্টা ৩০ মিনিট

**পদ্ধতি ও কৌশল :** প্রশ্নোত্তর, আলোচনা, ব্রেইনস্টর্মিং, কেস স্টাডি।

**উপকরণ :** বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় পাঠ্যপুস্তক, শিক্ষক সহায়িকা, পোস্টার পেপার, ভিভ কার্ড, সাইন পেন, মার্কার,ল্যাপটপ মাল্টিমিডিয়া, পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন।

| অংশ - ক | বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় বিষয়ের শিখন-শেখানো পদ্ধতি ও কৌশল সনাক্ত করা | সময়: ৩০ মিনিট |
|---|---|---|

১. প্রশিক্ষণার্থীদের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করুন। অতঃপর কোনো সৃজনশীল কাজের মাধ্যমে জড়তামুক্ত পরিবেশ তৈরি করুন।

২. এবার প্রশিক্ষণার্থীদের ৬টি দলে ভাগ করুন, নিচের ২টি কেস স্টাডি সম্বলিত তথ্যপত্রের কপি ৬টি দলে সরবরাহ করুন।

### কেস -১

জনাব খালেদা আক্তার এড়েন্দা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক। তিনি আজ বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় বিষয়ে চতুর্থ শ্রেণিতে আমাদের সংস্কৃতি বিষয়বস্তুর উপর পাঠ উপস্থাপন করছেন। তিনি ক্লাসে প্রবেশ করে সকল শিক্ষার্থীর সাথে কুশল বিনিময় করলেন এবং শিখন-শেখানো পরিবেশ সৃষ্টি করলেন। এরপর পূর্বপাঠের জ্ঞান যাচাই করে আজকের পাঠের শিরোনাম আমাদের সংস্কৃতি “ভাষা ও পোশাক” ঘোষণা করলেন। তিনি প্রশ্ন করলেন আমরা কোন ভাষায় কথা বলি? উত্তর শোনার পর তিনি আবার প্রশ্ন করলেন আমাদের মাতৃভাষা কোনটি? এরপর তিনি আবার প্রশ্ন করলেন বাংলাদেশের সকলের মাতৃভাষাই কি বাংলা? উত্তর শোনার পর

তিনি আবার প্রশ্ন করলেন আমরা যে পোশাক পরি তা কি অন্যান্য দেশের পোশাকের মতো? না কি ভিন্নতা আছে? এরপর তিনি শিক্ষার্থীর জোড়ায় আলোচনা করে উত্তর খাতায় লিখতে বললেন এবং তাদের কাছ থেকে উত্তর শুনলেন। তিনি আবার প্রশ্ন করলেন আমরা প্রধানত কী ধরনের খাবার খাই? পৃথিবীতে সবাই কি আমাদের মতো খাবার খায়? তিনি শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে উত্তরগুলো শুনলেন এবং কিছু বিষয় সংযোজন করলেন। তিনি আবার প্রশ্ন করলেন আমরা যে বিভিন্ন অনুষ্ঠান যেমন- পহেলা বৈশাখ, পৌষ মেলা, নবান্ন পালন করি কিংবা আমাদের দেশের ক্ষুদ্র নৃ–গোষ্ঠীরা অথবা অন্য দেশের লোকেরা কী এগুলো পালন করে? তিনি উত্তরগুলো শুনলেন এবং নতুন কিছু তথ্য সংযোজন করলেন। এরপর তিনি আবার প্রশ্ন করলেন তোমরা গান শোন? কী ধরনের গান আমরা গাই বা শুনি? এমনভাবে প্রশ্নগুলো করলেন যেন সকল শিক্ষার্থী **কৌতূহলী** হয়ে উত্তর দিতে সচেষ্ট হয়। উত্তরের সুত্র ধরে শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে আমাদের সংস্কৃতির আরো যেসব বিষয় আছে তা বের করে আনেন। উপরের প্রশ্ন ও উত্তরের আলোকে সিদ্ধান্ত নিলেন যে, এগুলো সবকিছু মিলেই আমাদের অর্থাৎ বাংলাদেশের সংস্কৃতি।

## কেস-২

সহকারী শিক্ষক জনাব রফিকুল ইসলাম আজ ৩য় শ্রেণির বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় বিষয়ের অধ্যায় ১১ থেকে যারা উৎপাদন করেন বিষয়বস্তুর উপর পাঠ উপস্থাপন করছেন। তিনি শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করে সকল শিক্ষার্থীর সাথে কুশল বিনিময় করেন এবং শ্রেণি ব্যবস্থাপনা করে শিখন পরিবেশ সৃষ্টি করেন। পূর্বজ্ঞান যাচাইয়ের পর তিনি পাঠ ঘোষণা করলেন 'যারা উৎপাদন করেন'।

পাঠ্যপুস্তকের আলোকে তিনি কৃষকের ভূমিকার কথোপকথন, জেলের ভূমিকার কথোপকথন সম্বলিত ধারা বর্ণনা তৈরি করেন এবং সেই অনুযায়ী অপেক্ষাকৃত ভালোভাবে ভূমিকা ফুটিয়ে তুলতে পারে এমন শিক্ষার্থী নির্বাচন করলেন।

- অন্যান্য শিক্ষার্থীদের ভূমিকা কী হবে তারা কী কী পর্যবেক্ষণ করবে, তিনি তা ভালো করে বুঝিয়ে দিলেন। অর্থাৎ ভূমিকাভিনয় পর্যবেক্ষণ করে কে কোন ভূমিকায় অভিনয় করলো এবং এদের বৈশিষ্ট্যগুলো কী তা তাদের খাতায় লিপিবদ্ধ করতে বললেন।
- এবার শ্রেণিকক্ষে নির্ধারিত বিষয়ের ওপর ভূমিকাভিনয় বাস্তবায়ন করার জন্য সময় নির্ধারণ করে দিলেন।
- ভূমিকাভিনয় শেষে শিক্ষার্থীদের সহযোগিতায় প্রশ্নোত্তর আলোচনা করে ভূমিকার বিশেষ দিকগুলো তুলে ধরলেন যা হবে শিখন অর্জনের সাথে সম্পর্কিত।
  যেমন- কে কৃষক? সে কী কী উৎপাদন করে? তারা কীভাবে আমাদের সাহায্য করে থাকে ? ইত্যাদি।
- ভালো অভিনয়ের জন্য সকলকে প্রশংসা করলেন।

দলে আলোচনা করে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর তাদের খাতায় লিখতে বলুন-

- এই কেসটিতে কোন পদ্ধতিতে পাঠ উপস্থাপন করা হয়েছে?
- কী কৌশল ব্যবহার করা হয়েছে?
- এ পাঠে আর কী পদ্ধতি ও কৌশল ব্যবহার করা যায়?

-

| অংশ - খ | বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় বিষয়ের বিষয়বস্তু অনুসারে শিখন-শেখানো পদ্ধতি ও কৌশল নির্বাচন | সময়: ৫০ মিনিট |
|---|---|---|

১. প্রশিক্ষণার্থীদের শুভেচ্ছা জানিয়ে ৬টি দলে ভাগ করুন এবং দলনেতা নির্বাচনে সহায়তা করে দিন।

২. এবার ৬টি দলে বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় বিষয়ের ৩য়- ৫ম শ্রেণির পাঠ্যপুস্তক নিম্নোক্ত ছক অনুসারে সরবরাহ করুন।

| দলনং | শ্রেণি | পাঠ্যাংশ |
|---|---|---|
| ১ | তৃতীয় | নির্বাচিত একটি অধ্যায় |
| ২ | তৃতীয় | নির্বাচিত একটি অধ্যায় |
| ৩ | চতুর্থ | নির্বাচিত একটি অধ্যায় |
| ৪ | চতুর্থ | নির্বাচিত একটি অধ্যায় |
| ৫ | পঞ্চম | নির্বাচিত একটি অধ্যায় |
| ৬ | পঞ্চম | নির্বাচিত একটি অধ্যায় |

৩. এরপর দলে আলোচনা করে পাঠ্যবইয়ের নির্বাচিত অধ্যায়ের বিষয়বস্তুর আলোকে কোন ক্ষেত্রে কী কী পদ্ধতি ও কৌশল ব্যবহার করা যায় তার একটি তালিকা **কর্মপত্র ০১** অনুযায়ী তৈরি করতে বলুন।

**কর্মপত্র-০১**

| অধ্যায় | বিষয়বস্তু | শিখন-শেখানো পদ্ধতি | শিখন-শেখানো কৌশলসমূহ |
|---|---|---|---|
| | | | |

| অংশ - গ | দলীয় কাজ উপস্থাপন ও পর্যালোচনা | সময়: ৩৫ মিনিট |
|---|---|---|

১. দলগত কাজ উপস্থাপন করতে বলুন।

২. সকলকে আলোচনায় অংশগ্রহণে উৎসাহিত করুন। আলোচনাকালে প্রয়োজনীয় ফিডব্যাক প্রদান করুন।

২. উপস্থাপন শেষে প্রশিক্ষণার্থীদের সকল দলকে স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ করার জন্য অভিনন্দন জানিয়ে অধিবেশন শেষ করুন।

| অংশ - ঘ | অধিবেশন মূল্যায়ন ও সমাপনী | সময়: ০৫ মিনিট |
|---|---|---|

অধিবেশন শেষে নিচের প্রশ্নগুলো করে যাচাই করুন।

**নমূনা প্রশ্ন**

৩. বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় বিষয়ে ব্যবহার করা যায় এমন দুটি পদ্ধতি ও কৌশলের নাম বলুন।

৪. কোন অস্পষ্টতা না থাকলে সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে অধিবেশনের কাজ শেষ করুন।

| সহায়ক তথ্য ০৩ ও ০৪ | অধিবেশন - ০৩ ও ০৪: বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় বিষয়ের শিখন-শেখানো পদ্ধতি ও কৌশল |
|---|---|

| অংশ - ক | বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় বিষয়ের শিখন-শেখানো পদ্ধতি ও কৌশল |
|---|---|

**পদ্ধতি:** কোন পাঠের নির্ধারিত শিখনফল ও যোগ্যতা অর্জনের লক্ষ্যে শ্রেণির শিখন-শেখানো কাজ সুন্দর ও সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য সামগ্রিকভাবে যে উপায় অবলম্বন করা হয় তাই হলো পদ্ধতি।

**কৌশল:** পদ্ধতির একটা অংশ হচ্ছে কৌশল। ফলপ্রসূ শিখন-শেখানো কেবল একটি পদ্ধতিতে সম্ভব নয়। বিভিন্ন পদ্ধতি ও কৌশলের সমন্বয়েই একটি বিষয়বস্তু ফলপ্রসূভাবে পাঠ পরিকল্পনা করা সম্ভব। কৌশল হলো একটি পদ্ধতিকে সার্থকভাবে প্রয়োগের জন্য বিভিন্ন ধরনের কর্মকাণ্ড।

পদ্ধতি হলো একটি পাঠের বিভিন্ন কর্মকান্ড। তবে ক্ষেত্র বিশেষে পদ্ধতি কৌশল হিসেবে আবার কৌশলও পদ্ধতি হিসেবে ব্যবহার হতে পারে। যেমন বক্তৃতা পদ্ধতিতে একঘেয়েমি দুর করতে এবং শিক্ষার্থীদের সাথে আন্তরিক সম্পর্ক সৃষ্টিতে আলোচনা, প্রশ্নোত্তর পদ্ধতিকে কৌশল হিসেবে ব্যবহার করা যায়। আবার প্রশ্নোত্তর পদ্ধতি ব্যবহারের সময় বক্তৃতাকে কৌশল হিসেবে ব্যবহার করা যায়।

| অংশ - খ | বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় বিষয়ের শিখন-শেখানো পদ্ধতি ও কৌশলসমূহের তালিকা |
|---|---|

শিক্ষার্থীদের সমকালীন জীবনের চাহিদা, তাদের আগ্রহ, তাদের সক্রিয়তা, অংশগ্রহণ ও সৃজনশীলতাকে বিবেচনায় রেখে ‘বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় ’ বিষয়ে কার্যকর কিছু শিখন-শেখানো **পদ্ধতি** ও **কৌশল**গুলো হলো–

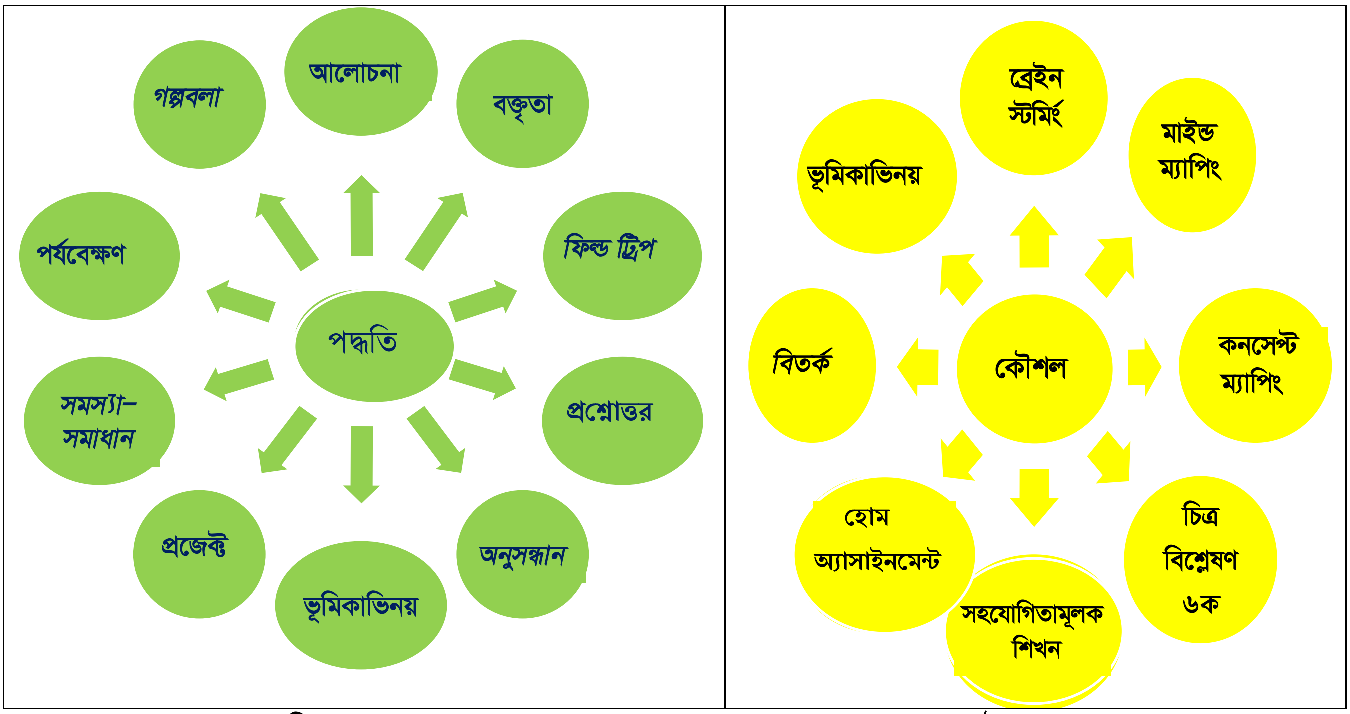


পদ্ধতি কৌশল

শুধুমাত্র শিখন-শেখানো পদ্ধতি ও কৌশলই নয় শিখনকে ফলপ্রসূ করতে শিশুর বয়স, **সামর্থ্য** ও আগ্রহ অনুযায়ী শিখন সামগ্রী নির্বাচন এবং তা ব্যবহারও গুরুত্বপূর্ণ। ‘বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়’ বিষয়ে শিখন সামগ্রী হিসেবে পাঠ্যবই, শিক্ষক সহায়িকা, ছবি, চার্ট, মানচিত্র, মডেল, বাস্তব উপকরণ, সংবাদপত্র, শ্রবণ-দর্শন উপকরণ ও চকবোর্ড অন্তর্ভুক্ত ।

'বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়' বিষয়ে বিশেষভাবে প্রয়োগযোগ্য কিছু পদ্ধতি ও কৌশল বিষয়বস্তুর আলোকে কীভাবে শ্রেণিকক্ষে প্রয়োগ করা যায় তা বর্ণনা করা হলো–

## আলোচনা পদ্ধতি (Discussion Method) এবং এর প্রয়োগ কৌশল

শ্রেণি পাঠ পরিচালনায় আলোচনা পদ্ধতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আলোচনায় সাধারণত মতামত প্রকাশ করা হয়, যা সমস্যা সমাধানের পক্ষে খুবই মূল্যবান। আলোচনার সূত্রপাত হয় মূলত কোনো একটি সমস্যাকে কেন্দ্র করে। সমস্যার সমাধানের জন্য শিক্ষার্থীরা জোড়ায় অথবা দলে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচনা থেকে প্রাপ্ত মতামতের ভিত্তিতে সমাধানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

'বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়' পাঠ্যপুস্তকের অনেক বিষয়বস্তুই আছে যা আলোচনা পদ্ধতি প্রয়োগ করে উপস্থাপন করা যায়। যেমন– আমাদের অধিকার ও দায়িত্ব, সমাজে পরস্পরের সহযোগিতা, সমাজের বিভিন্ন পেশা, নাগরিক অধিকার, এলাকার উন্নয়ন, জলবায়ু ও দুর্যোগ, নারী-পুরুষ সমতা ইত্যাদি।

আলোচনা পদ্ধতির প্রয়োগ

**উদাহরণ:** চতুর্থ শ্রেণি, অধ্যায়-২, বিষয়বস্তু: নারী ও পুরুষ

- বিষয়বস্তু সম্পর্কে শিশুদের পূর্ব ধারণা ব্যবহার করে আলোচনার সূত্রপাত করুন।
- শিক্ষার্থীদের ৫/৬ জনের কয়েকটি দলে ভাগ করুন। লক্ষ্য রাখুন দলে যেন সব ধরনের শিক্ষার্থীই থাকে। প্রত্যেক দলে একজন দলনেতা নির্বাচন করতে সহায়তা দিন।
- দলে নিচের সমস্যাগুলো ভাগ করে দিন।

**সমস্যা:** ১. কোন কাজগুলো শুধু পুরুষদের করতে দেখা যায়?
২. কোন কাজগুলো শুধু নারীদের করতে দেখা যায়?
৩. কোন কাজগুলো নারী ও পুরুষ উভয়কে করতে দেখা যায়?

- শিক্ষার্থীদেরকে দলে আলোচনা করে মতামত **তালিকাভুক্ত** করতে বলুন।
- দলীয় কাজের সময় ঘুরে ঘুরে কাজ পরিবীক্ষণ করুন। প্রয়োজনে সহায়তা করুন যেন তারা আলোচনার মূল বিষয়বস্তু থেকে বিচ্যুত না হয়।
- প্রত্যেক দলকে তাদের দলীয় কাজ উপস্থাপন করতে বলুন। সুষ্ঠুভাবে উপস্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করুন।
- পাঠ্যবই এ প্রদত্ত ছক অনুযায়ী তথ্যগুলো বোর্ডে লিখুন।
- সকল দলের তথ্য লেখা শেষ হলে বিষয়বস্তু সম্পর্কে শিক্ষার্থীদেরকে ফিডব্যাক প্রদান করুন এবং সিদ্ধান্তে উপনীত হতে সহায়তা করুন।

## প্রশ্ন-উত্তর (Question-Answer) পদ্ধতি এবং এর প্রয়োগ কৌশল

বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় বিষয়ে পাঠ উপস্থাপনে প্রশ্ন - উত্তর একটি বহুল ব্যবহৃত শিখন-শেখানো পদ্ধতি। কখনো কখনো এ পদ্ধতি পুরো পাঠ উপস্থাপনে আবার কখনো একটি পাঠের অংশ বিশেষ উপস্থাপনে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। শ্রেণিকক্ষে বিষয় উপস্থাপনে এ পদ্ধতির সফল প্রয়োগ নির্ভর করে 'বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়' বিষয়-শিক্ষকের যথার্থ পরিকল্পনা ও তাঁর দক্ষতার উপর।

এ পদ্ধতিতে শিক্ষক শিক্ষার্থীকে পাঠ সংশ্লিষ্ট প্রশ্ন করেন, শিক্ষার্থী উত্তর দেয়। উত্তরের সূত্র ধরে শিক্ষক আবার প্রশ্ন করেন, অন্যদের কাছ থেকেও উত্তর জানতে সচেষ্ট হন। আর এভাবে প্রশ্নোত্তরের আলোকে পুরো বিষয়বস্তু উপস্থাপন করা হয়ে থাকে।

**উদাহরণ:** চতুর্থ শ্রেণি, অধ্যায়-১৬, বিষয়বস্তু: 'আমাদের সংস্কৃতি: ভাষা ও পোশাক' শীর্ষক পাঠটি বিবেচনা করা যাক। নিচের প্রশ্নগুলো ব্যবহার করে শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে প্রশ্নকরণ ও তার উত্তরের আলোকে বিষয়বস্তুটির ধারণা স্পষ্ট করুন।

- আমরা কোন ভাষায় কথা বলি?
- আমাদের মাতৃভাষা কোনটি?
- বাংলাদেশের সকলের মাতৃভাষাই কি বাংলা?
- আমরা যে পোশাক পরি তা কি অন্যান্য দেশের পোশাকের মতো? নাকি ভিন্নতা আছে?
- আমরা প্রধানত কী ধরনের খাবার খাই? পৃথিবীর সবাই কি আমাদের মতো খাবার খায়?
- আমরা যে বিভিন্ন অনুষ্ঠান যেমন- পহেলা বৈশাখ, পৌষ মেলা, নবান্ন পালন করি কিংবা আমাদের দেশের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীরা অথবা অন্য দেশের লোকেরা কী এগুলো পালন করে?
- তোমরা গান শোন? কী ধরনের গান আমরা গাই বা শুনি? এমনভাবে প্রশ্নগুলো করুন যাতে শিক্ষার্থীরা **কৌতূহলী** হয়ে উত্তর দিতে সচেষ্ট হয়।
- উত্তরের সূত্র ধরে শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে আমাদের সংস্কৃতির আরও যেসব বিষয় আছে তা বের করে আনুন।
- উপরের প্রশ্ন ও উত্তরের আলোকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে, এগুলো সবকিছু মিলেই আমাদের **অর্থাৎ বাংলাদেশের** সংস্কৃতি।

এবার উপরের প্রশ্নের মত ধারাবাহিকতা বজায় রেখে ভাষা, মেয়েদের পোশাক ও ছেলেদের পোশাক সম্পর্কে প্রশ্ন-উত্তর পদ্ধতির মাধ্যমে শিখন-শেখানো কার্যাবলি পরিচালনা করুন।

এ ধরনের শিখন-শেখানো কার্যাবলিতে উপকরণ ব্যবহার শিক্ষার্থীর বোধগম্যতার মাত্রাকে আরো বেশি মূর্ত করে তুলে। সাথে সাথে শিখন-শেখানো কার্যাবলি আনন্দদায়ক হয়ে উঠে।

লক্ষ করুন, এখানে -

- শিক্ষার্থীর পূর্ব অভিজ্ঞতা নির্ভর বিষয় সম্পর্কিত প্রশ্ন দিয়ে শুরু করা হয়েছে।
- প্রশ্নগুলো উপস্থাপনের ক্ষেত্রে যৌক্তিক ধারাবাহিকতা অনুসরণ করা হয়েছে।
- এমনভাবে প্রশ্ন উপস্থাপন করা হয়েছে যাতে শিক্ষার্থীরা কৌতূহলী হয়।
- শিক্ষার্থীদের উত্তরের সাথে সম্পর্ক স্থাপন (linkage) করে পরবর্তী প্রশ্নের অবতারণা করা হয়েছে।
- শিক্ষার্থীদের পূর্ব ধারণা/অভিজ্ঞতার ওপর ভিত্তি করেই নতুন ধারণা (সংস্কৃতি) প্রদান করা হয়েছে।

এভাবে 'বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়' বিষয়ের বিভিন্ন শ্রেণির বিষয়বস্তু, যেমন - সামাজিক প্রতিষ্ঠান ও রাষ্ট্রীয় সম্পদ (৪র্থ), আমাদের মুক্তিযুদ্ধ(৪র্থ), আমাদের ইতিহাস (৩য়) ও আমাদের সংস্কৃতি (৩য়), আমাদের পরিবেশ (৩য়), জলবায়ু ও দুর্যোগ (৫ম), ইত্যাদি। আমরা প্রশ্ন-উত্তর পদ্ধতিতে শিখন-শেখানো কার্যাবলি পরিচালনা করতে পারি।

## পর্যবেক্ষণ (Observation) পদ্ধতি এবং এর প্রয়োগ কৌশল

আমাদের পরিবেশ ও সমাজে কিছু বিষয় বিদ্যমান যা সম্পর্কে বাস্তবভিত্তিক জ্ঞান অর্জন করতে হলে ঐ বিষয়গুলো ভালভাবে অবলোকন করা প্রয়োজন। বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়' বিষয়ে এমন কিছু বিষয় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে যা সম্পর্কে পুঙ্খানুপুঙ্খ জ্ঞান আহরণের জন্য শিখন-শেখানো পদ্ধতি হিসেবে পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। পরিবেশ দূষণ প্রতিরোধ ও সংরক্ষণ, সমাজের বিভিন্ন পেশা, এলাকার উন্নয়ন, কাজের মর্যাদা, বাংলাদেশের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীদের জীবনধারা ইত্যাদি বিষয়বস্তু সম্পর্কে বাস্তবভিত্তিক জ্ঞান অর্জন এবং তার আলোকে নিজেদের **কাঙ্ক্ষিত** মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলার জন্য শিখন-শেখানো পদ্ধতি হিসেবে পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি ব্যবহার করা যেতে পারে।

পর্যবেক্ষণ পদ্ধতিতে সুনির্দিষ্ট বিষয়ের আলোকে বাস্তবক্ষেত্রে সশরীরে হাতে-কলমে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে অবলোকন করার মাধ্যমে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ ও তা ব্যাখ্যা **বিশ্লেষণ** করে পর্যবেক্ষিত বিষয় সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যা শিক্ষার্থীদের শিখন অর্জনকে স্থায়ী ও বাস্তবমুখী করতে সহায়তা করে।

উদাহরণ হিসেবে বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়' বিষয়ের তৃতীয় শ্রেণির অধ্যায়-০১ এর প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশের বৈচিত্র্য বিষয়টি পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি প্রয়োগের মাধ্যমে শিখন অর্জনের হাতিয়ার হিসেবে গ্রহণ করা হলো-

- পাঠের বিষয়বস্তু প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশের বৈচিত্র্য নির্ধারণ করুন ও শিক্ষার্থীদের বিষয়টি ভালোভাবে অবহিত করুন।
- শিক্ষার্থীরা কী কী পর্যবেক্ষণ করবে অর্থাৎ প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশের কী কী উপাদান রয়েছে তা সহজ সরল ভাষায় বুঝিয়ে দিন।
- শ্রেণিকক্ষের বাইরে পর্যবেক্ষণের সময় নির্ধারণ করে দিন।
- পর্যবেক্ষণে বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করে কীভাবে খাতায় লিপিবদ্ধ করবে বা তথ্য ছক পূরণ করবে তা বলে দিন। শিক্ষার্থীদেরকে ৪/৫ জনের কয়েকটি দলে ভাগ করে দিন। দলগতভাবে পর্যবেক্ষণ ও আলোচনা করে তথ্য লিপিবদ্ধ করবে।
- পর্যবেক্ষণের নির্দিষ্ট সময় পরে শ্রেণিকক্ষে ফিরিয়ে আনুন।
- দলভিত্তিক সংগৃহীত তথ্যের আলোকে শিক্ষার্থীদেরকে নিচের ছক অনুযায়ী তথ্য শ্রেণিকরণ করতে দিন।

| প্রাকৃতিক পরিবেশের উপাদান | সামাজিক পরিবেশের উপাদান |
|---|---|
| ১। প্রাকৃতিক পরিবেশের উপাদান সূর্য, | সামাজিক পরিবেশের উপাদান ঘর-বাড়ি |
| | |

- প্রত্যেক দলকে তাদের দলীয় কাজ উপস্থাপন করতে বলুন। দলগত উপস্থাপনের নিয়মাবলি সম্পর্কে নির্দেশনা দিন।
- সকল দলের তথ্য উপস্থাপন শেষে শিক্ষার্থীদের সহযোগিতায় আলোচনা করে প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশের কী কী উপাদান সম্পর্কে সিদ্ধান্তে উপনীত হোন।
- প্রয়োজনে একদিন তথ্য সংগ্রহ এবং পরের দিন সংগৃহীত তথ্যের আলোকে আলোচনা করুন।

## ভূমিকাভিনয় (Role Playing) পদ্ধতি ও এর প্রয়োগ কৌশল

শ্রেণিকক্ষে ভূমিকাভিনয় বা রোল প্লেয়িং এর মাধ্যমে পাঠ্য বিষয়বস্তুকে শিক্ষার্থীদের কাছে হৃদয়গ্রাহী করে তোলা যায়। বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় বিষয়ের অনেক পাঠই আছে যা উপস্থাপনে ভূমিকাভিনয় **(role playing)** ব্যবহার করে শিখন-শেখানো কার্যাবলি পরিচালনা পাঠকে শিশুদের কাছে শুধু আনন্দদায়কই করে না বরং বিষয়বস্তুকে সহজে অনুধাবনযোগ্য করে তুলতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ঐতিহাসিক ঘটনা, সমসাময়িক সামাজিক আচরণ, সামাজিক জীবনের বিভিন্ন ঘটনার জীবন্তরূপ তথা বাস্তবরূপ এ পদ্ধতির মাধ্যমে তুলে ধরা সম্ভব হয়। যেমন- সমাজের বিভিন্ন পেশার মানুষ, দুর্যোগে আমাদের করণীয়, পরিবারে ও বিদ্যালয়ে আমাদের দায়িত্ব-কর্তব্য ইত্যাদি বিষয়কে বাস্তবরূপে শ্রেণিকক্ষে উপস্থাপনের জন্য এ পদ্ধতির প্রয়োগ খুবই ফলপ্রসূ।

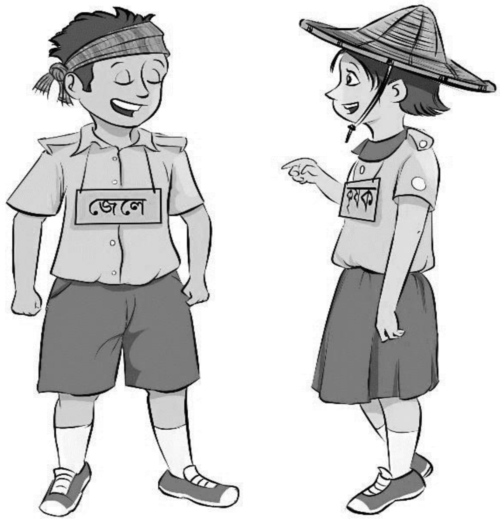


ভূমিকাভিনয়

'বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়' বিষয়ের বিভিন্ন বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রে এ পদ্ধতির সফল প্রয়োগ নির্ভর করে বিষয়বস্তুর আলোকে ভূমিকা অনুযায়ী কথোপকথন সম্বলিত ধারাবর্ণনা (script) তৈরি, শিক্ষার্থীদের সে অনুযায়ী প্রস্তুতকরণ ও প্রয়োগের ওপর।

**উদাহরণ: শ্রেণি ৩য় অধ্যায়-১১, বিষয়বস্তু- যারা উৎপাদন করেন**

- এ বিষয়ের আলোকে কোন কোন ভূমিকার কী ধরনের কথোপকথন থাকবে তা তৈরি করতে হবে, যেমন- কৃষকের ভূমিকার কথোপকথন, জেলের ভূমিকার কথোপকথন ইত্যাদি।
- অপেক্ষাকৃত ভালোভাবে ভূমিকা ফুটিয়ে তুলতে পারে এমন শিক্ষার্থীদের নির্বাচন করুন।
- অন্যান্য শিক্ষার্থীদের ভূমিকা কী হবে তা স্পষ্ট করতে হবে। অর্থাৎ ভূমিকাভিনয় পর্যবেক্ষণ করে কে কোন ভূমিকায় অভিনয় করলো এবং এদের বৈশিষ্ট্যগুলো কী তা তাদের খাতায় লিপিবদ্ধ করতে বলবেন।
- ভূমিকাভিনয়ের জন্য স্ক্রিপ্ট অনুযায়ী অনুশীলনের সুযোগ রাখুন। প্রয়োজনে দু'দিন আগে থেকেই প্রস্তুত করা যেতে পারে।
- এবার শ্রেণিকক্ষে নির্ধারিত বিষয়ের ওপর ভূমিকাভিনয় বাস্তবায়ন করুন।

- ভূমিকাভিনয় শেষে শিক্ষার্থীদের সহযোগিতায় প্রশ্নোত্তর আলোচনা করে ভূমিকার বিশেষ দিকগুলো তুলে ধরতে হবে যা শিখন অর্জনের সাথে সম্পর্কিত। যেমন- কে কৃষক? সে কী কী উৎপাদন করে, তারা কীভাবে আমাদের সাহায্য করে থাকে ইত্যাদি।
- ভালো অভিনয়ের জন্য সকলকে প্রশংসা করুন।

এক্ষেত্রে তৃতীয় শ্রেণির 'বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়' বইয়ের ৯ম অধ্যায় **('নৈতিক ও মানবিকগুণ')** থেকে **'ন্যায় ও অন্যায়'** অংশটি ভূমিকাভিনয়ের জন্য বেছে নেওয়া যেতে পারে।

## অনুসন্ধান শিখন-শেখানো (Inquiry Based Teaching Learning) পদ্ধতি ও প্রয়োগ কৌশল

শিশুকে চিন্তাশীল, সৃজনশীল, **স্বপ্রণোদিত** শিক্ষার্থী হিসাবে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে অনুসন্ধান শিখন-শেখানো পদ্ধতির ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কাজ করার মাধ্যমে শিখন কৌশলই এর মূলমন্ত্র। বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়-এ অনুসন্ধান এমন একটি প্রক্রিয়া যার মধ্য দিয়ে প্রশ্ন ও উত্তরের মাধ্যমে সমাজ শিক্ষার মূল ধারণাগুলো লাভ করা যায়। এ প্রক্রিয়ায় শিক্ষার্থীরা বিষয়ের আলোকে প্রশ্ন (জিজ্ঞাসা) প্রণয়ন করে এবং সে অনুযায়ী তথ্য সংগ্রহ ও সংগঠন করে। সংগৃহীত তথ্যকে বিশ্লেষণ করে প্রশ্নের আলোকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। অনুসন্ধান শিখন প্রক্রিয়ায় নানা রকমফের থাকলেও মূল ধাপগুলো একই বার্তা প্রতিফলিত করে। আর তা হলো- সমস্যা নির্ধারণ, তথ্য সংগ্রহ, তথ্য বিশ্লেষণ ও সাধারণীকরণ বা সিদ্ধান্ত গ্রহণ।

'বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়'-এ অনুসন্ধান শিখন-শেখানোয় পাঁচটি ধাপ অনুসরণ করে প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন করা হয়েছে।

ধাপ-১: প্রশ্ন/সমস্যা চিহ্নিতকরণ ও ব্যাখ্যাকরণ।

ধাপ-২: অনুমিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ: মূল সমস্যার আলোকে সম্ভাব্য সমাধান।

ধাপ-৩: তথ্য সংগ্রহ ও সংগঠন।

ধাপ-৪: তথ্য বিশ্লেষণ, ব্যাখ্যাকরণ।

ধাপ-৫: সাধারণীকরণ বা সিদ্ধান্তগ্রহণ।

এ ধাপগুলো অনুসরণ করে বিষয়বস্তু উপস্থাপনের জন্য বিষয় সম্পর্কিত শিখন সহায়ক সামগ্রীর গুরুত্ব অপরিসীম। বিশেষত প্রাথমিক স্তরে শিশুদেরকে অনুসন্ধান করার সহায়ক সামগ্রী নির্বাচন ও সরবরাহের উপর এ পদ্ধতির সফল বাস্তবায়ন নির্ভরশীল । 'বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়' বিষয়ের নানা ধরনের বিষয়বস্তু শিখন-শেখানোর ক্ষেত্রে এ ধরনের সামগ্রী খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

**উদাহরণ**

চতুর্থ শ্রেণির 'বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়' বইয়ের ১৩ম অধ্যায়ের বাংলাদেশের জনসংখ্যা বিষয়ক বিষয়বস্তুর পাঠদানের ক্ষেত্রে অনুসন্ধান পদ্ধতির প্রয়োগ করতে যে সমস্ত শিখন সহায়ক সামগ্রী প্রয়োজন তা হলো :

ক) অতিরিক্ত জনসংখ্যার প্রভাবজনিত ছবি

খ) কম জনসংখ্যার প্রভাবজনিত ছবি

গ) জনসংখ্যার প্রভাব সম্পর্কিত শিশু উপযোগী তথ্যপত্র

ঘ) সংগৃহীত পত্রিকার প্রতিবেদন

ঙ) বিষয় সম্পর্কিত শিশু উপযোগী বই ইত্যাদি।

অনুসন্ধান শিখন-শেখানো পদ্ধতির ধাপ অনুসরণ করে বিষয়টি কীভাবে শ্রেণিকক্ষে উপস্থাপন করা যায় তা বর্ণনা করা হলো:

**প্রথম ধাপ**

- শিক্ষক অতিরিক্ত জনসংখ্যা সম্বলিত পরিবারের ছবি, যানবাহনে অতিরিক্ত জনসংখ্যার প্রভাবজনিত ছবি, অতিরিক্ত জনসংখ্যাজনিত পরিবেশের উপর প্রভাবসম্পর্কিত ছবি প্রদর্শন করবেন।
- প্রতিটি ছবি শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণের মাধ্যমে প্রশ্নোত্তরে আলোচনা করে শিক্ষক মূল সমস্যা বা প্রশ্ন উপস্থাপন করবেন ও বোর্ডে লিখবেন।

সমাজে অতিরিক্ত জনসংখ্যার কীরূপ প্রভাব পড়ে?

**দ্বিতীয় ধাপ**

- শিশুদেরকে প্রশ্ন করুন- তোমরা কি মনে কর যে অতিরিক্ত জনসংখ্যার বিরূপ প্রভাব আছে?
  কী কী ক্ষেত্রে এ প্রভাব পরিলক্ষিত হয়?
  কোন ক্ষেত্রে কী ধরনের প্রভাব পড়ে?

এক প্রশ্নের সূত্র ধরে ধারাবাহিকভাবে অপর প্রশ্নগুলো করুন। শিশুদের কাছ থেকে প্রাপ্ত উত্তরগুলো এক এক করে বোর্ডে লিখুন। যেমন-

১. পরিবারের উপর নানা ধরনের প্রভাব পড়ে?

২. যানবাহনের উপর প্রভাব পড়ে?

৩. পরিবারে থাকা খাওয়ার অসুবিধা হয়।

৪. চলাচলের অসুবিধা হয় ও দুর্ঘটনা বেড়ে যায় ইত্যাদি।

উত্তরের আলোকে শিশুদের সহায়তায় এমনভাবে প্রশ্নের অবতারণা করুন যার ওপর নির্ভর করে তারা তথ্য সংগ্রহ করে মূল সমস্যার ব্যাখ্যা প্রদান করতে পারে গৃহীত অনুমিত সিদ্ধান্ত প্রমাণ বা সাধারণীকরণ করতে পারে।

**প্রশ্ন:**

১. অতিরিক্ত জনসংখ্যা পরিবারের ওপর কী কী ধরনের প্রভাব ফেলে?
২. অতিরিক্ত জনসংখ্যা যানবাহনের ক্ষেত্রে কী কী ধরনের অসুবিধা হয়?
৩. পরিবেশের ওপর কী কী ধরনের প্রভাব পরে?

এবার শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন করুন- আমরা এ প্রশ্নগুলোর উত্তর কীভাবে পেতে পারি? শিক্ষার্থীদের উত্তরের সূত্র ধরে বলুন- ছবি, তথ্যপত্র, পত্রিকা, বই ইত্যাদি থেকে আমরা প্রশ্নগুলোর উত্তর পেতে পারি।

**তৃতীয় ধাপ**

- শিক্ষার্থীদেরকে ৪/৫ জনের কয়েকটি দলে ভাগ করুন। দলের সংখ্যা শিক্ষার্থীর মোট সংখ্যার উপর নির্ভর করবে।
- প্রত্যেক দলে প্রয়োজনীয় তথ্যপত্র সরবরাহ করুন।
- দ্বিতীয় ধাপে নির্ধারিত প্রশ্নগুলোর আলোকে তথ্যপত্র থেকে তথ্য সংগ্রহ করতে ও তাদের নোট খাতায় তা লিপিবদ্ধ করতে বলুন।

**চতুর্থ ধাপ**

এই ধাপে সংগৃহীত তথ্যের ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন করা হয়ে থাকে ।

- দলে আলোচনা করে সংগৃহীত তথ্যের আলোকে প্রতিবেদন তৈরি করতে বলুন।
- প্রত্যেক দলকে এক এক করে প্রতিবেদন উপস্থাপন করতে বলুন।
- সম্ভব হলে প্রত্যেক দলের উপস্থাপিত বিষয়গুলো পয়েন্ট আকারে বোর্ডে লিখে প্রদর্শন করুন।

**পঞ্চম ধাপ**

এ ধাপের প্রধান কাজ হলো আলোচনা থেকে সাধারণীকরণে উপনীত হওয়া বা অনুমিত সিদ্ধান্তের প্রামাণিক যৌক্তিকতা তুলে ধরা।

- এবার শিক্ষার্থীদের উপস্থাপিত বিষয়বস্তুর আলোকে এমনভাবে কিছু প্রশ্ন করুন যাতে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া বা সাধারণীকরণের জন্য সহায়ক হয়। এক্ষেত্রে সাধারণীকরণ হতে পারে-

১. অতিরিক্ত জনসংখ্যা পরিবারে খাদ্যের অভাব ঘটায় । বসবাসের অসুবিধা তৈরি হয়।
২. বাসে, ট্রেনে, লঞ্চে যাতায়াতে অসুবিধা হয়। নানা ধরনের দুর্ঘটনা ঘটে।
৩. অধিক পরিমাণে **তৈরিকৃত** বর্জ্য পরিবেশের দূষণ ঘটায়। সহজে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা করা যায় না।

শিক্ষার্থীরা যে সিদ্ধান্তে (বা অনুমানে) পৌঁছেছে, সেটির সাথে সাধারণীকরণের (Generalization) সম্পর্ক স্থাপনে সাহায্য করার মাধ্যমে কার্যক্রমটি শেষ করুন।

## 'বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়' বিষয়ে শিখন কৌশল

"বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়" বিষয়টি শ্রেণিতে সফলভাবে উপস্থাপনের জন্য, গতানুগতিক শিখন-শেখানো পদ্ধতির পাশাপাশি সঠিক শিখন কৌশল ব্যবহার করা প্রয়োজন। এই সমন্বয়ের মাধ্যমে শিখন কার্যক্রমকে আনন্দদায়ক ও কার্যকরী করে তোলা যায়, যা শিক্ষার্থীদের পুরোপুরি শিখন (Mastery Learning) নিশ্চিত করে। এ বিষয়ের শিখন-শেখানো কাজে ব্যবহার উপযোগী কয়েকটি বিশেষ কৌশল নিচে দেওয়া হলো:

১. মাথা খাটানো (Brain Storming) ২. মন চিত্রায়ন (Mind Mapping) ৩. সহযোগিতামূলক শিখন (Collaborative Learning) ৪. ধারণা চিত্রায়ন (Concept Mapping) ৫. চিত্র বিশ্লেষণে ৬ক (Picture Interpretation) ৬. তালিকাকরণ (Listing) বিভিন্ন শ্রেণির বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় পাঠ্যপুস্তকে অন্তর্ভূক্ত বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে কী ধরনের প্রাথমিক/পূর্ব ধারণা (Prior Knowledge) বিদ্যমান তা জানা

এবং শিখন -শেখানো কার্যাবলিতে সেটি কাজে খাটিয়ে নতুন ধারণা অর্জনে সহায়তা করা শিক্ষকের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কেননা প্রাথমিক/পূর্ব ধারণার ভিত্তিতেই নতুন ধারণা/অভিজ্ঞতা সংযোজনের ফলে শিক্ষার্থীর শিখন অর্জন ফলপ্রসূ ও স্থায়ী হয়। এ বিষয়ে শিক্ষার্থীদের প্রাথমিক/পূর্ব ধারণাকে শিখনশেখানো কার্যাবলিতে ব্যবহার করার সবচেয়ে কার্যকরী কৌশল হলো - ১. মাথা খাটানো (Brain Storming) ২. মন চিত্রায়ন (Mind Mapping) ৩. ধারণা চিত্রায়ন (Concept Mapping)

**মাথা খাটানো (Brain storming)**

এটি এমন একটি কৌশল যেখানে কোনো একটি বিষয়ে দলগতভাবে অসংখ্য ধারণা বা মতামত সংগ্রহ করা হয়। এর মূল উদ্দেশ্য হলো কোনো রকম সমালোচনা ছাড়াই যত বেশি সম্ভব ধারণা একত্রিত করা।

**প্রয়োগ পদ্ধতি (উদাহরণ):**

এই কৌশলটি কীভাবে ব্যবহার করা যেতে পারে তার একটি উদাহরণ নিচে দেওয়া হলো:

**১. প্রশ্ন করুন:** প্রথমে শ্রেণির শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে একটি উন্মুক্ত প্রশ্ন করুন।

*উদাহরণ:* "তোমাদের মতে, ভালো মানুষ কাদের বলে?"

**২. চিন্তা করার সময় দিন:** শিক্ষার্থীদের ২ থেকে ৩ মিনিট একা একা চিন্তা করার সুযোগ দিন। প্রয়োজনে তাদের খাতায় সংক্ষিপ্ত নোট করতে বলুন।

**৩. মতামত গ্রহণ করুন:** এরপর একজন একজন করে শিক্ষার্থীদের মতামত প্রকাশ করতে বলুন।

**৪. বোর্ডে লিখুন:** শিক্ষার্থীদের দেওয়া সব মতামত (সহজ ও সংক্ষিপ্তভাবে) বোর্ডে লিখুন।

**৫. সমালোচনা বর্জন করুন:** এই ধাপে কোনো মতামতই ভুল বলবেন না, বাধা দেবেন না বা সংশোধন করবেন না। ভালো-মন্দ বা প্রাসঙ্গিক-অপ্রাসঙ্গিক নির্বিশেষে সব মতামতই গ্রহণ করুন।

- **৬. আলোচনা ও সিদ্ধান্ত:** সকলের ধারণা নেওয়া শেষ হলে, বোর্ডে লেখা মতামতগুলো নিয়ে সবার সাথে আলোচনা করুন এবং একটি সিদ্ধান্তে পৌঁছান।

এভাবেই বিভিন্ন শ্রেণির "বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়" বিষয়ের পাঠ শুরু করার আগে, শিক্ষার্থীদের প্রাথমিক ধারণা বা পূর্ব অভিজ্ঞতা যাচাই করার জন্য 'মাথা খাটানো' কৌশলটি সফলভাবে প্রয়োগ করা যেতে পারে।

**মন চিত্রায়ন (Mind Mapping):** এটি হলো কোনো একটি বিষয় বা ধারণাকে লেখার বদলে ছবির মতো করে সাজিয়ে রাখার একটি কৌশল। "বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়" বিষয়ের মতো তথ্যবহুল পাঠকে সহজ, আকর্ষণীয় এবং দৃশ্যমান (visual) করে তোলার জন্য 'মন চিত্রায়ন' একটি অত্যন্ত কার্যকরী কৌশল। এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা একটি মূল ধারণার সাথে সম্পর্কিত বিভিন্ন উপ-বিষয়কে একটি চিত্রের মাধ্যমে সাজাতে শেখে, যা তাদের মনে রাখতে সাহায্য করে।

**উদাহরণ: চতুর্থ শ্রেণির** বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় **(অধ্যায়-৪: নাগরিক অধিকার পাঠ্যাংশ: সামাজিক অধিকার)**

"বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়" বিষয়ে কীভাবে এই কৌশলটি ব্যবহার করা যায়, তা অধ্যায়-৪: নাগরিক অধিকার পাঠ্যাংশ: সামাজিক অধিকার "এর মাধ্যমে ধাপে ধাপে দেখানো হলো:

**১. মূল বিষয়বস্তু চিহ্নিত করা:**

- বোর্ডের ঠিক মাঝামাঝি "সামাজিক অধিকার" কথাটি লিখুন এবং এটিকে ঘিরে একটি বৃত্ত আঁকুন বা এটি হাইলাইট করুন। এটিই আমাদের মাইন্ড ম্যাপের কেন্দ্র।

**২. প্রধান শাখা তৈরি (প্রথম স্তর):**

- শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন করুন, "আমাদের প্রধান সামাজিক অধিকারগুলো কী কী?" বা "সামাজিক অধিকার হিসেবে তোমরা কোনটিকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মনে করো?"
- উদাহরণ হিসেবে প্রথমে "বেঁচে থাকার অধিকার" নামটি বলুন। এই কথাটি "সামাজিক অধিকার" বৃত্ত থেকে একটি প্রধান শাখা (branch) হিসেবে এঁকে দেখান।

**৩. উপ-শাখা তৈরি (দ্বিতীয় স্তর):**

- এবার, প্রথম শাখাটির (বেঁচে থাকার অধিকার) ওপর আবার প্রশ্ন করুন। যেমন: "বেঁচে থাকার জন্য আমাদের কী কী জিনিস প্রয়োজন?"
- শিক্ষার্থীরা যখন "খাদ্য", "বস্ত্র", "বাসস্থান", "চিকিৎসা" ইত্যাদি বলবে, তখন এই শব্দগুলোকে "বেঁচে থাকার অধিকার" শাখাটির উপ-শাখা (sub-branch) হিসেবে যোগ করুন।

**৪. ম্যাপ সম্প্রসারণ করা:**

- একইভাবে, মূল "সামাজিক অধিকার" বৃত্তে ফিরে আসুন এবং শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে অন্যান্য প্রধান অধিকারগুলো (যেমন: "শিক্ষার অধিকার", "নিরাপত্তার অধিকার", "সম্পত্তির অধিকার" ইত্যাদি) জানুন।
- এগুলোর জন্য নতুন নতুন প্রধান শাখা তৈরি করুন এবং প্রতিটি শাখার জন্য আবার প্রাসঙ্গিক উপ-শাখা তৈরি করুন (যেমন: 'শিক্ষার অধিকার'-এর উপ-শাখা হতে পারে 'স্কুলে যাওয়া', 'বই-খাতা পাওয়া')।

"বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়" বিষয়ের বিভিন্ন অধ্যায় (যেমন: মুক্তিযুদ্ধ, বিভিন্ন পেশাজীবী, আমাদের সংস্কৃতি, জলবায়ু ইত্যাদি) এভাবে মাইন্ড ম্যাপিং কৌশলের মাধ্যমে উপস্থাপন করা যায়। এটি পাঠ্য বিষয়কে শিক্ষার্থীদের কাছে সহজবোধ্য, আনন্দদায়ক এবং মনে রাখার মতো করে তোলে।

**মাইন্ড ম্যাপিং এর নমুনা**

**সহযোগিতামূলক শিখন** (Collaborative Learning) **কৌশল: রাউন্ডরবিন (Round Robin)**

"রাউন্ডরবিন" একটি "সহযোগিতামূলক শিখন" (Collaborative Learning) কৌশল । এই কৌশলের মূল উদ্দেশ্য হলো, কোনো একটি বিষয়ে দলের প্রত্যেক সদস্যকে পর্যায়ক্রমে তাদের নিজস্ব ধারণা বা মতামত প্রকাশ করার সুযোগ দেওয়া। তৃতীয় শ্রেণির **"বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় বিষয়ের"** অধ্যায় ৭: পরিবার ও বিদ্যালয়ে শিশুর ভূমিকা পাঠ্যাংশ: **পরিবারের সদস্যদের প্রতি আমার দায়িত্ব ও কর্তব্য** বিষয়ের মতো পাঠদানে এই কৌশলটি চমৎকারভাবে ব্যবহার করা যেতে পারে।

**এই কৌশলটি কীভাবে কাজ করে?**

এখানে একটি উদাহরণের মাধ্যমে (বিষয়: "তুমি কীভাবে তোমার পরিবারকে সাহায্য কর?") পুরো প্রক্রিয়াটি ধাপে ধাপে বোঝানো হলো:

**ধাপ ১: দল গঠন ও প্রশ্ন প্রদান**

- প্রথমে শ্রেণির সব শিক্ষার্থীকে ৫ বা ৬ জনের ছোট ছোট দলে ভাগ করুন।
- এরপর, প্রতিটি দলকে আলোচনার জন্য একটি নির্দিষ্ট প্রশ্ন দিন। (যেমন: "তুমি কীভাবে তোমার পরিবারকে সাহায্য কর?" )

**ধাপ ২: "রাউন্ডরবিন" বা চক্রাকার আলোচনা**

- প্রতিটি দলের একজন সদস্য (ধরা যাক, শিক্ষার্থী ১) তার **পাশের জনকে** (শিক্ষার্থী ২) প্রশ্নটি করবে।
- শিক্ষার্থী ২ উত্তরটি মুখে বলবে এবং তা নিজের খাতায় লিখে রাখবে।
- কাজ শেষ হলে, যে উত্তর দিল (শিক্ষার্থী ২), সে এবার তার **পাশের জনকে** (শিক্ষার্থী ৩) একই প্রশ্নটি করবে।
- শিক্ষার্থী ৩-ও একইভাবে উত্তর দেবে ও খাতায় লিখবে।
- এই প্রক্রিয়াটি চক্রাকারে চলতে থাকবে, যতক্ষণ না দলের **প্রত্যেক সদস্যের** প্রশ্ন করা এবং উত্তর দেওয়া শেষ হয়।

**ধাপ ৩: শিক্ষকের ভূমিকা ও সারসংক্ষেপ**

- **সমন্বয়:** শিক্ষক নিশ্চিত করবেন যে প্রতিটি দলের কাজ একই সময়ে চলছে এবং প্রায় একই সময়ে শেষ হচ্ছে।
- **অংশগ্রহণ:** দলের প্রত্যেক সদস্য যেন সক্রিয়ভাবে অংশ নেয় এবং নিজ নিজ মতামত প্রকাশ করে, সেদিকে শিক্ষক খেয়াল রাখবেন।

  সব দলের কাজ শেষ হলে, শিক্ষক তাদের কাছ থেকে মতামতগুলো সংগ্রহ করবেন এবং তা বোর্ডে লিখবেন। সবশেষে, এই মতামতগুলোর ওপর ভিত্তি করে তিনি আলোচনা শেষ করবেন এবং একটি সারসংক্ষেপ তৈরি করবেন।

## ধারণা চিত্রায়ন (Concept Mapping):

শিখন-শেখানো কৌশল হিসেবে ধারণা চিত্রায়ন একটি বহুল ব্যবহৃত কৌশল। ধারণা চিত্রায়ন মূলত বিভিন্ন ধারণা ও মতের মধ্যকার সম্পর্ককে চিত্রের মাধ্যমে দৃশ্যমানভাবে উপস্থাপন করে। ধারণাগুলোকে কতগুলো শব্দ বা শব্দগুচ্ছ দ্বারা একে অপরের সাথে আন্তঃসম্পর্ক রূপে প্রকাশ করা হয়।

এটি শিক্ষার্থীদের চিন্তাকে সংগঠিত ও কাঠামোবদ্ধ করে তথ্য সম্পর্কে অধিক ধারণা পেতে সহায়তা করে। এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা মূল ধারণার সাথে উপ-ধারণা বা সম্পর্কযুক্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধারণার সম্পর্ক নতুনভাবে আবিষ্কার করতে পারে। অর্থাৎ, ধারণা চিত্রায়ন হলো একটি শৃঙ্খলাবদ্ধ ও সংগঠিত চিত্ররূপ, যা কোনো বিষয়বস্তু সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের ধারণাসমূহের দৃশ্যমান উপস্থাপন প্রক্রিয়া।

শিখন-শেখানো কার্যাবলিতে শিক্ষার্থীদের পূর্বজ্ঞানকে কার্যকরভাবে ব্যবহারের ক্ষেত্রে ধারণা চিত্রায়ন একটি উপযোগী কৌশল। শুধু বিষয়বস্তু উপস্থাপনের জন্যই নয়, শিক্ষার্থীদের বিষয়বস্তুগত বোধগম্যতার মাত্রা যাচাই করার ক্ষেত্রেও ধারণা চিত্রায়ন খুবই কার্যকর।

**যেভাবে ধারণাচিত্র তৈরি করা যায়**

**১. মূল ধারণা দিয়ে শুরু করা:** বিষয়বস্তু সম্পর্কে এমন প্রশ্ন করুন বা মূল ধারণা এমনভাবে তুলে ধরুন, যাতে তা বিষয় সম্পর্কে শিক্ষার্থীকে ভাবতে উদ্বুদ্ধ করে।

**২. মূল ধারণা চিহ্নিতকরণ:** শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণের মাধ্যমে বিষয়বস্তু আলোচনার প্রেক্ষিতে মূল ধারণাটি চিহ্নিত করুন।

**৩. উপ-ধারণা যুক্ত করা:** মূল ধারণার আলোকে সম্পর্কযুক্ত সুনির্দিষ্ট ধারণার প্রতি শিক্ষার্থীদেরকে ইঙ্গিত দিন। মূল ধারণাকে কেন্দ্র করে তার চারপাশে উপ-ধারণা ও সম্পর্কযুক্ত ধারণাগুলো লিখুন।

**৪. সম্পর্ক রেখা ও শব্দগুচ্ছ দিয়ে প্রকাশ:** এক্ষেত্রে রেখা টেনে মূল ধারণার সাথে উপ-ধারণা ও সংশ্লিষ্ট আরও সুনির্দিষ্ট ধারণার সম্পর্ক তৈরি করা হয়। এরপর, শব্দ বা শব্দগুচ্ছ ব্যবহার করে সেই সম্পর্কযুক্ততার কারণ তুলে ধরা হয়।

**উদাহরণ (পঞ্চম শ্রেণি: জলবায়ু পরিবর্তন)**

একটি উদাহরণ দিয়ে বিষয়টি ব্যাখ্যা করা যাক। এক্ষেত্রে **পঞ্চম শ্রেণির বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় অধ্যায়-৬ জলবায়ু ও দুর্যোগ পাঠ্যাংশ 'জলবায়ু পরিবর্তন'** নেওয়া হয়েছে।

- প্রথমে, **জলবায়ু** সম্পর্কিত কিছু প্রশ্ন করে বিষয়ের অবতারণা করুন।
- প্রশ্নোত্তর ও আলোচনার মাধ্যমে মূল ধারণা **'জলবায়ু পরিবর্তন'** নির্ধারণ করে বোর্ডে মূল **ধারণাটি** লিখুন। (বোর্ডের এমন স্থানে এটি লিখুন যাতে চারপাশে সম্পর্কযুক্ত ধারণাগুলো উপস্থাপন করা যায়।)
- **জলবায়ু** পরিবর্তন কী এবং কেন বা কীভাবে হচ্ছে, তার সূত্রপাত করে শিক্ষার্থীদের ভাবতে বলুন। প্রয়োজনে কিছু উদাহরণ দিয়ে তাদের ভাবতে উৎসাহিত করুন, তবে সরাসরি উত্তর দেবেন না।
- শিক্ষার্থীদের নিকট থেকে এক এক করে কারণগুলো (যেমন: যানবাহনের ধোঁয়া, শিল্প কারখানার ধোঁয়া ইত্যাদি) বের করে নিয়ে আসুন।
- এই কারণগুলো 'জলবায়ু পরিবর্তন'-এর চতুর্দিকে চিত্রের মতো করে লিখুন এবং রেখা টেনে সম্পর্ক (Link) তৈরি করুন।
- এবার, **জলবায়ু** পরিবর্তনের ফলে কী কী প্রভাব **পড়ে** (যেমন: বন্যা, খরা), তা নিয়ে ভাবতে বলুন। ভাবনাগুলোকে সংগ্রহ করে চিত্রের ন্যায় বোর্ডে লিখে উপস্থাপন করুন।
- সবশেষে, শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণের মাধ্যমে রেখা টেনে সম্পর্ক তৈরি করুন এবং সম্পর্ককে শব্দ বা শব্দগুচ্ছ (যেমন: *'এর ফলে সৃষ্টি হয়', 'এর কারণ হলো'*) ব্যবহার করে সম্পর্কের কারণের ধারণাকে মূর্ত করে তুলুন।

বিভিন্ন শ্রেণির **বাংলাদেশ** ও বিশ্বপরিচয় বিষয়ের এমন অনেক বিষয়বস্তু আছে যা ধারণা চিত্রায়ন কৌশল ব্যবহার করে পাঠ উপস্থাপন করা যায়। যেমন:

- **তৃতীয় শ্রেণি:** প্রাকৃতিক পরিবেশ, সামাজিক পরিবেশ, সমাজের বিভিন্ন পেশা, পরিবেশ দূষণ প্রতিরোধ ও সংরক্ষণ ইত্যাদি।

- **চতুর্থ শ্রেণি:** সমাজে পরস্পরের সহযোগিতা, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় সম্পদ, **বাংলাদেশের** জনসংখ্যা ইত্যাদি।
- **পঞ্চম শ্রেণি:** জনসংখ্যা, মানবাধিকার, গণতান্ত্রিক মনোভাব ইত্যাদি।

পঞ্চম শ্রেণি : অধ্যায়- ৬: জলবায়ু পরিবর্তন

ধারণা চিত্রায়ন ( Concept Mapping )

## চিত্র বিশ্লেষণে ৬ক এর ব্যবহার

বিষয়বস্তুকে সহজবোধ্য, দৃশ্যমান ও মূর্ত এবং আকর্ষণীয় করতে পাঠ্যপুস্তকে ছবি/চিত্র ব্যবহার করা হয়েছে। এই ছবি/চিত্র ব্যবহার করে শিক্ষার্থীদেরকে বিষয়বস্তু সম্পর্কে সাধারণ ধারণা দেওয়া যায়। আবার শিক্ষার্থীরা চিত্র বিশ্লেষণ করে বিষয়বস্তু সম্পর্কে ধারণা যেমন অনুমান করতে পারে, তেমনি বিষয়বস্তু বিশ্লেষণে সে ধারণার প্রয়োগ করতে পারে। আর তাই চিত্র বিশ্লেষণ শিক্ষার্থীদের বিষয়বস্তু সম্পর্কে চিন্তনের সুযোগ সৃষ্টি করে দেয়। এ কৌশল প্রয়োগের ক্ষেত্রে শিরোনামহীন চিত্র ব্যবহার করতে হবে।

৬ক দ্বারা কী বোঝায় তা ব্যাখ্যা করা যাক।

| | | |
|---|---|---|
| কে বা কারা? | কী? | কোথায়? |
| কখন? | কেন? | কীভাবে? |

চিত্রের আলোকে কে, কী, কোথায়, কখন, কেন ও কীভাবে ব্যবহার করে প্রশ্নগুলো তৈরি করতে হবে। বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় পাঠ্যপুস্তক থেকে একটি উদাহরণ নিয়ে কীভাবে শ্রেণিকক্ষে প্রয়োগ করা যায় তা ব্যাখ্যা করা হলো–

- উপরের চিত্রগুলো ব্যাখ্যা বা বিশ্লেষণের জন্য শিক্ষার্থীদেরকে ৫/৬টি দলে ভাগ করুন। প্রত্যেক দলে নির্ধারিত চিত্র ও ৬ক সম্বলিত বিশ্লেষণ ছক সরবরাহ করুন।

| | |
|---|---|
| **কাকে** বা **কাদেরকে** দেখতে পাচ্ছ? <br>• ................. <br>• .................. | **কোথায়** কাজটি হচ্ছে? <br>• ................. <br>• .................. |
| সে/ তারা **কী** করছে? <br>• ................. <br>• .................. | **কেন** তারা কাজটি করছে? <br>• ................. <br>• .................. |
| **কখন** কাজটি ঘটছে? <br>• ................. <br>• .................. | তাদের কাজকে তুমি **কীভাবে** মূল্যায়ন কর? <br>• ................. <br>• .................. |

- কীভাবে কাজটি করতে হবে তা শিক্ষার্থীদের বুঝিয়ে দিন।
- দলীয় আলোচনা মনিটরিং করুন এবং প্রয়োজনে শিক্ষার্থীদের সহায়তা করুন।
-

| অধিবেশন - ০৫ | বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় বিষয়ের উপকরণ |
|---|---|

**শিখনফল:**

এ অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ-

ক. পাঠোপযোগী উপকরণের তালিকা তৈরি করতে পারবেন;

খ. পাঠোপযোগী সহজলভ্য উপকরণ তৈরি ও সংগ্রহের কৌশল ব্যাখ্যা করতে পারবেন;

গ. পাঠোপযোগী উপকরণ ব্যবহার ও সংরক্ষণ কৌশল বলতে পারবেন।

**সময়:** ১ ঘণ্টা ৩০ মিনিট

**পদ্ধতি ও কৌশল:** ব্রেইন স্টর্মিং, প্রশ্নোত্তর, প্রদর্শন।

**উপকরণ:** শিক্ষক সহায়িকা (৩য়-৫ম শ্রেণি), উপকরণ তৈরির নির্দেশনা ছক, সংশ্লিষ্ট তথ্যপত্রের অংশ, A4 সাইজের রঙিন কাগজ, মাল্টিমিডিয়া।

| অংশ - ক | পাঠোপযোগী উপকরণ | সময়: ৩০ মিনিট |
|---|---|---|

১. প্রশিক্ষণার্থীদের শুভেচ্ছা জানিয়ে অধিবেশন শুরু করুন। প্রত্যেককে এক শীট করে A4 সাইজের রঙিন কাগজ সরবরাহ করে তাতে যা ইচ্ছে তা আঁকতে অথবা কিছু বানাতে বলুন।

২. প্রশিক্ষণার্থীদের আঁকা ছবি বা বানানো জিনিস পুশপিন বোর্ডে প্রদর্শন করে জানতে চান - কোন ছবি/জিনিস বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় বিষয়ে শিখন-শেখানো কাজে ব্যবহার করা যায়?

৩. বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় শিখন-শেখানো কাজে ব্যবহৃত ছবি বা জিনিসগুলোকে কী বলা যায়? কয়েক জনের উত্তর শুনুন এবং সম্ভাব্য উত্তরের সহায়তায় ধরণাটি স্পষ্ট করুন।

**সম্ভাব্য উত্তর- (অংশ- ক)**

> কোনো পাঠের শিখনফল স্বল্প সময়ে, আনন্দের সাথে, সহজভাবে ও অধিকতর স্থায়ীভাবে অর্জনের জন্য পাঠ-সংশ্লিষ্ট যে সকল উপকরণ ব্যবহার করা হয় তাকে শিক্ষা উপকরণ বলে। অন্য কথায়, পাঠের আচরণিক উদ্দেশ্য বা শিখনফল যথাযথভাবে অর্জনে যে উপকরণ শিখন-শেখানো কাজে সহায়ক ভূমিকা পালন করে তাকে শিক্ষা উপকরণ বলে।

৪. এবার প্রশিক্ষণার্থীদের প্রতি জোড়ায় একটি বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় (৩য়-৫ম শ্রেণি) বিষয়ের শিখনফল সরবরাহ করুন এবং শিখনফল অনুসারে শিক্ষা উপকরণের নাম নোটবুকে লিখতে বলুন। এরপর প্রতি জোড়ার উপকরণের নামগুলো বোর্ডে এসে লিখতে বলুন। লেখা শেষ হলে **তথ্যপত্রের (অংশ ক-১)** তালিকার সাথে মিল করে বিষয়টি স্পষ্ট করুন।

৫. সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে কাজ শেষ করুন।

| অংশ - খ | পাঠোপযোগী সহজলভ্য উপকরণ তৈরি ও সংগ্রহ | সময়: ২০ মিনিট |
|---|---|---|

১. প্রশিক্ষণার্থীদের নিকট জানতে চান-

-পাঠ-সংশ্লিষ্ট সহজলভ্য উপকরণ তৈরি করার উপাদান কী কী?

২. কয়েকজনের উত্তর শোনার পর সম্ভাব্য উত্তরের সাহায্যে বিষয়টি স্পষ্ট করুন।

**সম্ভাব্য উত্তর**

কাগজ, পেন্সিল, সুতা, কাঠি, ব্যবহৃত প্লাস্টিক বোতল, বক্স, ফেলে দেয়া বস্তু ইত্যাদি ব্যবহার করে স্বল্পমূল্যে উপকরণ তৈরি করা যায়। এছাড়াও ছবি আঁকার মাধ্যমে আকর্ষণীয় উপকরণ তৈরি করা যায়।

৩. প্রশিক্ষণার্থীদের পাঁচটি দলে ভাগ করে বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় বিষয়ের শিক্ষক সহায়িকা, পাঠ্যপুস্তক সরবরাহ করুন এবং প্রতিটি দলকে নির্দিষ্ট শ্রেণির একটি বইয়ের নির্দিষ্ট বিষয়বস্তু (আকর্ষণীয় উপকরণ-সংশ্লিষ্ট বিষয়) থেকে **উপকরণ তৈরির নির্দেশনা ছক** অনুযায়ী পাঠ-সংশ্লিষ্ট উপকরণগুলো তৈরির কৌশল লিখতে বলুন। সময় নির্দিষ্ট করে প্রয়োজনীয় সহায়তা দিন।

**উপকরণ তৈরি/সংগ্রহের নির্দেশনা ছক:**

| দল | শ্রেণি | বিষয়বস্তু | শিখনফল | উপকরণ | তৈরি বা সংগ্রহের কৌশল |
|---|---|---|---|---|---|
| ১ | প্রথম শ্রেণি | | | | |
| ২ | দ্বিতীয় শ্রেণি | | | | |
| ৩ | তৃতীয় শ্রেণি | | | | |
| ৪ | চতুর্থ শ্রেণি | | | | |
| ৫ | পঞ্চম শ্রেণি | | | | |

৪. দলীয় কাজ শেষে আলাদা আলাদা স্থানে দলগত কাজ প্রদর্শন করতে বলুন। এক দলের কাজ অন্য দলকে ঘুরে পর্যবেক্ষণ করতে বলুন। কোনো পরামর্শ বা উন্নয়নের ক্ষেত্র থাকলে তা লিখে রাখতে বলুন।

৫. সকল দলের কাজ দেখা শেষ হলে প্লেনারীতে আলোচনার মাধ্যমে কাজ সমাপ্ত করুন।

| **অংশ - গ** | **পাঠভিত্তিক উপকরণের ব্যবহার কৌশল** | **সময়: ২০ মিনিট** |
|---|---|---|

১. প্রশিক্ষণার্থীদের উদ্দেশ্যে প্রশ্ন করুন-

শ্রেণিকক্ষে উপকরণ কীভাবে ব্যবহার করতে হয়?

২. একজন প্রশিক্ষণার্থীকে উত্তরগুলো বোর্ডে লিখতে বলুন এবং লেখা শেষে উত্তরগুলো পড়তে বলুন।

৩. বোর্ডে লেখা উত্তরগুলোর সংগে তথ্যপত্রের (**অংশ গ**) আলোকে উপকরণের ব্যবহার কৌশল স্পষ্ট করুন।

| অংশ - ঘ | উপকরণ সংরক্ষণ  কৌশল | সময়: ১০ মিনিট |
|---|---|---|

১. প্রশিক্ষণার্থীদের প্রশ্ন করুন-

উপকরণ কীভাবে সংরক্ষণ করা যায়? একাকী চিন্তা করার পর, প্রতি জোড়ায় দুটি করে পয়েন্ট খাতায় লিখতে বলুন ।

২. প্রশিক্ষণার্থীদের প্রতিজোড়া থেকে পয়েন্টগুলো পড়তে বলুন।

৩. প্লেনারিতে আলোচনা করে তথ্যপত্রের (**অংশ ঘ**) আলোকে ধারণা স্পষ্ট করুন।

৪. সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে কাজ শেষ করুন।

| অংশ - ঙ | অধিবেশন মূল্যায়ন ও সমাপনী | সময়: ১০ মিনিট |
|---|---|---|

১. অধিবেশন শেষে অর্জিত ধারণাগুলোর তালিকা করতে বলুন।

২. ফিডব্যাক নিন এবং শিখনফলের সাথে মিলিয়ে দেখুন।

৩. অধিবেশন সম্পর্কে প্রতিক্রিয়া জানুন এবং এ বিষয়ে জাতীয় শিক্ষাক্রমের বিষয়গত শিক্ষাক্রমে বর্ণিত শিখনফল নিজ উদ্যোগে পড়তে বলুন। কয়েকজনের রেকর্ড সংরক্ষণ করুন।

৪. ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে অধিবেশন শেষ করুন।

| সহায়ক তথ্য ০৫ | অধিবেশন - ০৫: বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় বিষয়ের উপকরণ |
|---|---|

| অংশ - ক | শিক্ষা উপকরণ |
|---|---|

পাঠদানকে সহজবোধ্য করার উদ্দেশ্যে বা কোন পাঠের শিখনফল স্বল্প সময়ে, আনন্দের সাথে, সহজভাবে ও অধিকতর স্থায়ীভাবে অর্জনের জন্য পাঠ-সংশ্লিষ্ট যে সকল উপকরণ ব্যবহার করা হয় তাকে শিক্ষা উপকরণ বলে। অন্য কথায়, পাঠের আচরণিক উদ্দেশ্য বা শিখনফল যথাযথভাবে অর্জনে যে সকল উপকরণ শিখন-শেখানো কাজে সহায়ক ভূমিকা পালন করে তাকে শিক্ষা উপকরণ বলে।

| অংশ – ক-১ | বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় বিষয়ের উপকরণের তালিকা |
|---|---|

**১. দৃষ্টিনির্ভর উপকরণ**

* **বাস্তব উপকরণ:** গাছ, পাতা, জাতীয় পতাকা, বই, পেন্সিল ইত্যাদি ।

* **মডেল:** শহীদ মিনার, স্মৃতিসৌধ, সেতু, গ্লোব, ফল ইত্যাদি ।

* **চার্ট:** জাতীয় প্রতীক, ধর্মীয় অনুষ্ঠান, উৎসব, মহাদেশ, জনসংখ্যার চার্ট ইত্যাদি ।

* **ছবি:** প্রাকৃতিক দৃশ্য, শহীদ মিনার, স্মৃতিসৌধ, বিদ্যালয়, পেশাজীবী মানুষ ইত্যাদি ।

* **মানচিত্র:** পৃথিবী, মহাদেশ, দেশ, জেলা, উপজেলা ইত্যাদি ।

* **পোস্টার:** স্বাস্থ্য, শিক্ষা, পরিবেশ, জনসংখ্যা ইত্যাদির পোস্টার ।

**২. শ্রুতিনির্ভর উপকরণ:** রেডিও, ক্যাসেট প্লেয়ার, মোবাইল ফোন ইত্যাদি ।

**৩. দর্শন-শ্রবণনির্ভর উপকরণ:** টিভি, ভিসিআর, ভিসিডি, কম্পিউটার ইত্যাদি।

| অংশ - গ | পাঠভিত্তিক উপকরণের ব্যবহার কৌশল |
|---|---|

- সকলের দৃষ্টিগোচর করে উপকরণ প্রদর্শন করতে হবে।
- প্রথমে বাস্তব ও পরে অর্ধবাস্তব উপকরণ প্রদর্শন করতে হবে।
- উপকরণ যখনই প্রয়োজন তখনই প্রদর্শন করতে হবে।
- যে উপকরণ যতক্ষণ প্রয়োজন তা ততক্ষণ সেটা প্রদর্শন করতে হবে।
- শ্রেণির সকল শিক্ষার্থীর চাহিদার প্রতি লক্ষ্য রেখে উপকরণ প্রদর্শন করতে হবে।
- শিক্ষার্থীদের বয়স বিবেচনা করে উপকরণ ব্যবহার করার বিষয়টি মনে রাখতে হবে।
- শিক্ষার্থীদের প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমেই উপকরণের বিষয়বস্তু স্পষ্ট করতে হবে।
- প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির পাঠের ক্ষেত্রে উপকরণ ব্যবহারে অধিক গুরুত্ব দিতে হবে।
- শ্রেণি উপযোগী উপকরণ ব্যবহার করতে হবে।

| অংশ - ঘ | উপকরণ সংরক্ষণ কৌশল |
|---|---|

**অংশ খ- ২ঃ**

- শ্রেণি, বিষয় ও পাঠ অনুযায়ী আলাদা করে উপকরণ সংরক্ষণ করতে হবে।
- চার্ট, পোস্টার, মানচিত্র, ছবি উপকরণ ঝুলিয়ে রাখতে হবে।
- ছোট ছোট জড়বস্তু বা মডেল আলমারিতে বা বাক্সে রাখতে হবে।
- উপকরণ শুকনো জায়গায় রাখতে হবে।
- দামি যন্ত্রপাতি প্রধান শিক্ষকের আলমারিতে রাখতে হবে।
- উইপোকা, ইঁদুর ও অন্যান্য পোকামাকড়ের উপদ্রবমুক্ত স্থানে উপকরণ রাখতে হবে।
- মাঝে মাঝে কীটনাশক বা ন্যাপথলিনজাতীয় ঔষুধ দিয়ে উপকরণ সংরক্ষণ করতে হবে।

| অধিবেশন - ০৬ | বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় বিষয়ের পাঠ পরিকল্পনা প্রণয়ন |
|---|---|

**শিখনফল:**

এ অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ-

ক) পাঠ পরিকল্পনার ধারণা বর্ণনা করতে পারবেন;

খ) শিখনফলের আলোকে পাঠপরিকল্পনা প্রণয়ন করতে পারবেন।

**সময়:** ১ ঘণ্টা ৩০ মিনিট

**পদ্ধতি ও কৌশল:** প্রশ্ন-উত্তর, আলোচনা, বেইন স্টর্মিং।

**উপকরণ:** পাঠ্যপুস্তক, শিক্ষক সহায়িকা, শিক্ষক সহায়িকার বিভিন্ন উপাদান সম্বলিত চার্ট, চেক লিস্ট, মাল্টিমিডিয়া, নমুনা পাঠ পরিকল্পনা ও পাঠ পরিকল্পনার ছক

| অংশ - ক | পাঠ পরিকল্পনার ধারণা ও প্রয়োজনীয়তা | সময়: ১৫ মিনিট |
|---|---|---|

১. প্রশিক্ষণার্থীদের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করুন এবং প্রশিক্ষণার্থীদের দিয়ে আনন্দদায়ক (গান/কবিতা/ছড়া) কোনো কাজ করুন।

২. সকলের উদ্দেশ্যে প্রশ্ন করুন, পরিকল্পনা বলতে আমরা কী বুঝি?

৩. প্রাপ্ত উত্তরগুলো বোর্ডে লিখুন এবং উত্তরের সুত্রধরে স্লাইডে নিম্নলিখিত তথ্য উপস্থাপন করুন।

| **সম্ভাব্য উত্তর** |
|---|
| পরিকল্পনা হচ্ছে কোনো কাজ সফলভাবে সম্পন্ন করার জন্য পূর্ব থেকে চিন্তা করে কাজের একটি রূপরেখা প্রণয়ন করা। যেমন–কাজটি কী কৌশলে করা হবে, কোথায়, কখন করা হবে, কাজটি করতে কী কী উপকরণ লাগবে, কতটুকু সময় নিয়ে করা হবে ইত্যাদি। |

৪. সকলের উদ্দেশ্যে প্রশ্ন করুন, পাঠ পরিকল্পনা কাকে বলে? কয়েকজনের নিকট থেকে উত্তর নিয়ে নিজে/করো সহায়তায় বোর্ডে লিখুন। অতঃপর নিম্নোক্ত তথ্যের আলোকে ধারণা দিন।

| তথ্য |
|---|
| পাঠ উপস্থাপন করার পূর্বেই শিখন শেখানো কার্যক্রমে কী কী পদ্ধতি ও কৌশল অবলম্বন করা হবে, কী কী উপকরণ ব্যবহার করা হবে, কতটুকু সময় নিয়ে করা হবে, কখন, কোথায় এবং কীভাবে মূল্যায়ন করা হবে তার রূপরেখা প্রণয়ন করতে হয়। এ রূপরেখাই হলো পাঠ পরিকল্পনা। অর্থাৎ নির্ধারিত সময়ে পাঠসংশ্লিষ্ট উপকরণ ও শিখন-শেখানো কৌশল সঠিকভাবে প্রয়োগের নিমিত্তে শ্রেণি কার্যক্রম পরিচালনার জন্য যে পরিকল্পনা করা হয় তাকে পাঠ পরিকল্পনা বলে। |

৫. সকলের উদ্দেশ্যে প্রশ্ন করুন, পাঠ পরিকল্পনার প্রয়োজন কেন? ব্রেইন স্টর্মিং এর মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য বোর্ডে লিখুন।

৬. প্রদত্ত **তথ্যপত্রের** আলোকে প্লেনারিতে আলোচনা করে পাঠ পরিকল্পনার ধারণা ও প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের ধারণা পরিস্কার করুন।

| অংশ -খ | শিক্ষক সহায়িকার পাঠ পরিকল্পনার বিন্যাস চিহ্নিতকরণ | সময়: ১৫ মিনিট |
|---|---|---|

১. প্রশিক্ষার্থীদেরকে প্রশ্ন করুন পাঠ পরিকল্পনাতে কী কী বিষয় অন্তর্ভূক্ত থাকে?

২. উত্তরের সূত্রধরে ১ম-৫ম শ্রেণির একটি নির্দিষ্ট পাঠের বিষয়বস্তু উপস্থাপন করার জন্য শিক্ষক সহায়িকাতে কীভাবে বিন্যস্ত আছে তা জানতে চান। প্রত্যেকের মতামত বোর্ডে লিখুন। প্রাপ্ত উত্তরের সহায়তায় ফিডব্যাক দিন।

**সম্ভাব্য উত্তর**

মূল্যায়ন নির্দেশক ছক (জ্ঞান, দক্ষতা, দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যবোধ) ভূমিকা, মূলপাঠ (একক, জোড়া, দলীয়) উপসংহার (সারসংক্ষেপ, পাঠসমাপ্তি), শিখনফল, বিষয়বস্তু, শিখন- শেখানো কার্যাবলি, পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন ইত্যাদি|

| অংশ - গ | শিখনফলের আলোকে পাঠপরিকল্পনা প্রণয়ন | সময়: ৫৫ মিনিট |
|---|---|---|

৩. **সহায়ক তথ্যপত্রে** প্রদত্ত নমুনা পাঠ পরিকল্পনাটি পোষ্টার পেপারে লিখে অথবা মাল্টিমিডিয়ার সহায়তায় প্রদর্শন করুন।

৪. প্রশিক্ষণার্থীদের ৫টি দলে ভাগ করুন। দলের দলনেতা নির্বাচনে সহায়তা দিন। দলীয় কাজ ভাগ করে দিন।

৫. প্রত্যেক দলকে বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় বিষয়ের নির্দিষ্ট শ্রেণির পাঠ্যপুস্তক ও শিক্ষক সহায়িকার হার্ডকপি বা সফটকপি সরবরাহ করুন। প্রতিটি দলকে পাঠ পরিকল্পনা তৈরির জন্য পাঠের শিরোনাম এবং পিরিয়ড নং জানিয়ে দিন। প্রত্যেক দলে প্রাপ্ত একটি পিরিয়ডের নির্দিষ্ট পাঠ্যাংশ এর উপর ভিত্তি করে পাঠ্যবই ও শিক্ষক সহায়িকার সহায়তায় প্রদত্ত নমুনা ছক অনুসারে একটি করে পাঠ পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে বলুন। কাজটি সম্পাদনের জন্য সময় নির্ধারণ করে দিন।

দলীয় কাজ শেষে প্রতি দলের একজন সদস্য দ্বারা প্রণীত পাঠ-পরিকল্পনা উপস্থাপন করতে বলুন, এবং প্রয়োজনীয় ফলাবর্তন প্রদান করুন। প্রত্যেক দলকে পরবর্তী ক্লাসে দলভিত্তিক পাঠ উপস্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ তৈরি করার পরামর্শ দিন এবং সময় নির্ধারণ করে দিন। উপকরণ তৈরি ক্ষেত্রে তাদের উপকরণ সংশ্লিষ্ট অধিবেশন এর নির্দেশনা যথাযথভাবে অনুসরণের নির্দেশনা প্রদান করুন।

| অংশ - ঘ | অধিবেশন মূল্যায়ন ও সমাপনী | সময়: ০৫ মিনিট |
|---|---|---|

অধিবেশন শেষে নিচের প্রশ্নের মাধ্যমে যাচাই করুন।

**নমুনা প্রশ্ন**

১. বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় বিষয়ক পাঠপরিকল্পনা প্রণয়নে বিবেচ্য বিষয়সমূহ উল্লেখ করুন।

২. অধিবেশন সম্পর্কে প্রতিক্রিয়া জানুন ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করুন।

| সহায়ক তথ্য ০৬ | অধিবেশন - ০৬: বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় বিষয়ের পাঠ পরিকল্পনা প্রণয়ন |
|---|---|

| অংশ - ক | পাঠ পরিকল্পনার ধারণা ও প্রয়োজনীয়তা |
|---|---|

যে কোনো কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে হলে তা অবশ্যই পূর্ব পরিকল্পিত হতে হয়। কোনো কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য সুচিন্তিত ধারাবাহিক প্রক্রিয়াসমূহের রূপরেখাই হলো পরিকল্পনা। শ্রেণিকক্ষে শিক্ষক নির্দিষ্ট শিখনফল অর্জনের জন্য পাঠ কার্যক্রম পরিচালনা করেন। অর্থাৎ শিক্ষক আগে থেকেই পরিকল্পনা করবেন তিনি কাকে শেখাবেন? কী শেখাবেন? কীভাবে শেখাবেন? কেন শেখাবেন? কী উপকরণ ব্যবহার করবেন? কখন, কীভাবে মূল্যায়ন করবেন এবং কীভাবে ফলাবর্তন প্রদান করবেন?

শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদের সামনে একটি পাঠ উপস্থাপনের উদ্দেশ্যে প্রস্তুতকৃত লিখিত রূপটি হলো দৈনন্দিন পাঠ পরিকল্পনা। একটি পাঠ পরিকল্পনা হলো নির্দিষ্ট শিখনফল অর্জনের পরিকল্পনা যেখানে পাঠের উদ্দেশ্য, বিষয়বস্তু, শিখন-শেখানো কার্যক্রম এবং মূল্যায়নের রূপরেখা দেওয়া থাকে।

বিষয়বস্তুর আলোকে কী ধরণের পদ্ধতি ও কৌশল ব্যবহার করা যায় সেটিও পাঠ পরিকল্পনার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। সঠিক, নির্ভুল ও সযত্নে তৈরিকৃত পাঠ পরিকল্পনাই পারে শিখনফল অনুসারে শিক্ষার্থীর শিখনকে নিশ্চিত করতে। পাঠপরিকল্পনা একজন দক্ষ শিক্ষককে তাঁর পূর্ববর্তী পাঠের ভালো-মন্দ বিশ্লেষণ করার জন্য তথ্য সরবরাহ করে যা তাঁর পরবর্তী পাঠকে উন্নত করতে সাহায্য করে।

**পাঠ পরিকল্পনার সম্ভাব্য প্রয়োজনীয়তা**

- শিখন শেখানো কার্যক্রমকে নিয়ন্ত্রিত, সংগঠিত ও ধারাবাহিক করতে;
- উপস্থাপন পর্যায়ের সকল কাজ নির্ধারিত সময়ে শেষ করতে;
- শিখন শেখানো কার্যক্রম আকর্ষণীয় করতে;
- শিক্ষার্থীর শিখন সহজ ও স্থায়ী করতে;;
- শিখন শেখানো কার্যাবলি বিষয়বস্তুর মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে (Stay on track);
- কাঙ্খিত শিখনফল অর্জন করতে;
- যথাযথভাবে উপকরণের ব্যবহার নিশ্চিত করতে;
- শিক্ষকের আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি করতে।

  পাঠ পরিকল্পনা না থাকলে একজন শিক্ষক উদ্দেশ্যহীন ঘুরাফেরা/খেই হারিয়ে ফেলেন। ফলে শ্রেণি কার্যক্রমে ব্যাঘাত ঘটে। এতে করে পূর্ববর্তী ও পরবর্তী পাঠের ধারাবাহিকতা রক্ষা করা এবং পাঠের শিখনফল অর্জন সম্ভব হয় না।

| অংশ - গ | **শিখনফলের আলোকে পাঠপরিকল্পনা তৈরি** |
|---|---|

## নমুনা পাঠ পরিকল্পনা

| | | |
|---|---|---|
| পরিচিতি | শিক্ষকের নাম: | বিষয়: বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় |
| | শ্রেণি: তৃতীয় | শিক্ষার্থী সংখ্যা: |
| | শাখা: | উপস্থিতি: |
| | সময়: ৫০মিনিট | তারিখ: |
| পাঠ | পাঠ শিরোনাম: যাঁরা উৎপাদন করেন<br>আজকের পাঠ: কৃষক, জেলে, খামারী | |
| শিখনফল | ৮.১.১ বিভিন্ন পেশা সম্পর্কে বলতে পারবে।<br>৮.১.২ বিভিন্ন পেশার কাজের বর্ণনা করতে পারবে। | |

উপকরণ: পাঠের ছবি/ভিডিও, চার্ট, কার্ড।

শিখন শেখানো কার্যাবলি

| ধাপ | বিষয় | শিখন শেখানো কার্যক্রম | সময় |
|---|---|---|---|
| প্রস্তুতি | কুশল বিনিময়: | শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করে শুভেচ্ছা ও কুশল বিনিময় করব। | ১ মি |
| | শ্রেণিকক্ষ ব্যবস্থাপনা ও শিখন পরিবেশ তৈরি: | প্রয়োজনে শিক্ষার্থীদের আসন ব্যবস্থাপনার পুনর্বিন্যাস করব।<br>পাঠের সাথে সংগতি রেখে শিখনপরিবেশ সৃষ্টি করব। | ৩ মি |
| | পূর্বজ্ঞান/পূর্বপাঠের জ্ঞান যাচাই: | পূর্বজ্ঞান যাচাইয়ের জন্য কয়েকটি উৎপাদনকারী পেশার জেলে, কৃষক, খামারি) একটি করে ছবি প্রদর্শন করে শিক্ষার্থীদের কাছে জানতে চাইবেন<br>-এটি কিসের ছবি?<br>-তিনি কী করছেন?<br>-তার পেশার নাম কী? | ৫ মি |
| | পাঠ ঘোষণা: | অতঃপর শিক্ষার্থীদের উত্তরের সূত্র ধরে আজকের পাঠের শিরোনাম **"যারা উৎপাদন করেন"** ঘোষণা করবো ও বোর্ডে লিখে দিবো। | ১ মি |
| উপস্থাপন | উপকরণ প্রদর্শন ও বিষয়বস্তুর বর্ণনা, ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ দলগত কাজ | ● বিভিন্ন উৎপাদনকারী পেশাজীবিদের ছবি শিক্ষার্থীদের সামনে প্রদর্শন করব এবং তাদের পর্যবেক্ষণ করতে দিবো এবং প্রশ্নত্তোরে আলোচনা করব।<br>● শিক্ষার্থীদের ৫/৬ জনের দলে ভাগ করবো।<br>● ছবি পর্যবেক্ষণ করে 'কাজ ক' পাঠ্যাংশটুকু বইয়ের নির্দেশমতো পাঠ্যবইয়ের নির্ধারিত স্থানে/খাতায় লিখতে দিবো।<br>● কাজটি কীভাবে করতে হবে তা বুঝিয়ে দিবো।<br>● নির্ধারিত সময় শেষে দলগত কাজ উপস্থাপন করতে বলবো।<br>● কাজ চলাকালে ও শেষে তাদের কাজের মূল্যায়ন করবো। | ০৭ মি |
| | প্রশ্ন ও উত্তর | ○ সকল শিক্ষার্থীর কাছে থাকা পাঠ্যবই বন্ধ করতে বলবো। | ০৬ মি |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | জোড়ায় কাজ<br><br>দলগত কাজ | ○ পাঠ্যপুস্তকের নির্দেশনার মতো একজন পেশাজীবীর বক্তব্যগুলো অভিনয়ের মতো করে উপস্থাপন করবো এবং শিক্ষার্থীদেরকে জিজ্ঞাসা করবো- বলোতো আমার পেশা কী?<br>○ একই ভাবে অবশিষ্ট দুটি পেশাজীবীর বক্তব্য উপস্থাপন ও প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করবো।<br>○ শিক্ষার্থীদেরকে পাঠ্যবইয়ের পরবর্তী পৃষ্ঠা খুলে কাজ খ দেখতে বলবো।<br>○ কাজ-খ এর সহায়তায় ছকটি কীভাবে পূরণ করতে হবে তা বুঝিয়ে দিবো।<br>○ পাঠ্যবইয়ে/খাতায় জোড়ায় কাজটি করতে দিবো এবং ঘুরে ঘুরে কাজটি দেখবো।<br>○ সময় শেষে উপস্থাপন করতে দিবো এবং প্রয়োজনে সহায়তা প্রদান করবো।<br>○ শিক্ষার্থীদের আগের দলে পাঠ্যবইয়ের কাজ-গ দেখতে বলবো।<br>○ এরপর কাজটি কীভাবে করবে তা বুঝিয়ে দেবো।<br>○ সময় নির্ধারণ করে দেবো এবং কাজ চলাকালে ঘুরে ঘুরে সব দলের কাজ পর্যবেক্ষণ করবো।<br>○ সব শিক্ষার্থীর সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করবো এবং প্রয়োজনে সহায়তা করবো।<br>○ নির্ধারিত সময় শেষে দলগত কাজ উপস্থাপন করতে বলবো। | ০৫ মি<br><br>০৭ মি |
| | সারসংক্ষেপ বলা: | শিখনফলের আলোকে আজকের পাঠের সারসংক্ষেপ উপস্থাপন করবো। | ৩মি |
| | পাঠ্যপুস্তক সংযোগ | এই পর্যায়ে শিক্ষার্থীদের পাঠ্যবইয়ের নির্ধারিত অংশটুকু নীরবে পড়তে দিব। | ৪মি |
| মূল্যায়ন ও ফলাবর্তন | প্রশ্নের উত্তর বলা | শিক্ষার্থীদের পাঠ যাচাইয়ের জন্য নিম্নরূপ প্রশ্নের উত্তর বলতে দেব।<br>১. পেশাজীবী কাকে বলে?<br>২. কৃষক ফলায় এমন ৫টি ফসলের নাম বল।<br>৩. খামারী উৎপাদন করে এমন দুটি জিনিসের নাম বল।<br>৪. জেলে কোথায় কোথায় মাছ ধরে? | **০৬ মি** |
| | পরিকল্পিত কাজ | যে পেশা আমাদের প্রয়োজন মেটায় এবং অর্থের জোগান দেয় শিক্ষার্থীর দেখা এমন ৫জন পেশাজীবীর নাম লিখবে। | **০২ মি** |
| | পাঠ সমাপ্তি | পরবর্তী পাঠের ঈঙ্গিত দিয়ে সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে শ্রেণিকক্ষ ত্যাগ করবো। | |

| অধিবেশন - ০৭ | পাঠ অনুশীলন ও পর্যালোচনা |
|---|---|

**শিখনফল:**

এই অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ-

ক) বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় বিষয়ের পাঠ উপস্থাপন করতে পারবেন

খ) বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় বিষয়ের পাঠ পর্যবেক্ষণ করে পাঠ উন্নয়নের ক্ষেত্র চিহ্নিত করতে পারবেন।

**সময়:** ১ ঘণ্টা ৩০ মিনিট।

**পদ্ধতি ও কৌশল:** ব্রেইন স্টর্মিং, আলোচনা।

**উপকরণ:** পাঠ্যপুস্তক, শিক্ষক সহায়িকা, শিক্ষক সহায়িকার বিভিন্ন উপাদান-সংবলিত চার্ট, পোস্টার পেপার, পাঠ সংশ্লিষ্ট উপকরণ, পাঠ পর্যবেক্ষণ চেকলিস্ট, মাল্টিমিডিয়া।

| অংশ - ক | পাঠ উপস্থাপনের জন্য বিষয়বস্তুর উপকরণ চূড়ান্তকরণ এবং প্রস্তুতি গ্রহণ | সময়: ১৫ মিনিট |
|---|---|---|

১. প্রশিক্ষণার্থীদের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করুন এবং প্রশিক্ষণার্থীদের দিয়ে আনন্দদায়ক (গান/কবিতা/ছড়া) কোনো কাজ উপস্থাপন করুন।

৩. প্রশিক্ষণার্থীদের গত সেশনের ৫টি দলে তৈরিকৃত বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় বিষয়ের পাঠপরিকল্পনার উপরে পাঠ উপস্থাপনের জন্য উপকরণ প্রস্তুত করতে ও পাঠ উপস্থাপনের জন্য প্রস্তুতি নিতে বলুন।

| অংশ - খ | শ্রেণি কার্যক্রম পরিচালনা | সময়: ৬০ মিনিট |
|---|---|---|

১. দলের একজন শিক্ষক ও অন্যান্য প্রশিক্ষণার্থীদের মধ্য থেকে প্রয়োজন অনুযায়ী শিক্ষার্থী নির্বাচন করুন। ২জনকে পর্যবেক্ষক নির্বাচন করুন এবং পাঠ পর্যবেক্ষণ নির্দেশনাবলি অনুসরণ করে (**সহায়ক তথ্য: অংশ খ**) পাঠ পর্যবেক্ষণ চেকলিস্টের (**সহায়ক তথ্য: অংশ গ**) আলোকে পাঠ পর্যবেক্ষণ করার নির্দেশনা দিন। মাল্টিমিডিয়ার মাধ্যমে পাঠ পর্যবেক্ষণ চেকলিস্ট দেখিয়ে দিন। পরে পাঠ উপস্থাপনার জন্য সময় নির্দিষ্ট করে দিন।

২. এবার লটারির মাধ্যমে নির্বাচিত একটি দলকে বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় সহায়িকা থেকে পূর্বে নির্বাচন করা পাঠটি উপস্থাপন করতে বলুন। এবার পর্যবেক্ষকদের **সহায়ক তথ্য: অংশ গ** বিতরণ করুন এবং পাঠ পর্যবেক্ষণপূর্বক তা পূরণ করতে বলুন।

| অংশ - গ | পাঠ পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা | সময়: ১০ মিনিট |
|---|---|---|

পাঠ প্রদর্শনের পর পর্যবেক্ষকদের জিজ্ঞাসা করুন কোন কোন পদ্ধতি ও কৌশলে পাঠ উপস্থাপন করা হয়েছে? বিষয়বস্তু অনুসারে পদ্ধতি ও কৌশল ঠিক ছিল কি না? আরো কোনো কৌশল ব্যবহার করা যেত না ইত্যাদি আলোচনা পূর্বক কাজ শেষ করুন।

| অংশ - ঘ | অধিবেশন মূল্যায়ন ও সমাপনী | সময়: ০৫ মিনিট |
|---|---|---|

**আত্মমূল্যায়ন:**

১. পাঠ উন্নয়নে কী কী বিষয়ের উপর জোর দেয়া প্রয়োজন?

২. অধিবেশন সম্পর্কে প্রতিক্রিয়া জানুন ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করুন।

| সহায়ক তথ্য ০৭ | অধিবেশন - ০৭: পাঠ অনুশীলন ও পর্যালোচনা |
|---|---|

| | পাঠ উপস্থাপনের জন্য উপকরণ তৈরি ও প্রস্তুতি গ্রহণ |
|---|---|

- শিখন শেখানো কার্যাবলি ও মূল্যায়ন নির্দেশক অংশটুকু ভালোভাবে পড়া।
- পদ্ধতি/কৌশল নির্ধারণ করে পাঠের বিষয় অনুযায়ী শিক্ষক সহায়িকা ব্যবহার করে পাঠ পরিকল্পনা তৈরি।
- প্রয়োজনীয় উপকরণ সংগ্রহ/তৈরি ও ব্যবহার সম্পর্কে পরিকল্পনা।
- পাঠ উপস্থাপনের জন্য মানসিক প্রস্তুতি।
- অভীক্ষা প্রণয়ন (জ্ঞান, অনুধাবন, প্রয়োগ) পরিকল্পনা।
- মূল্যায়ন কৌশল নির্ধারণ।
- মূল্যায়ন টুলস তৈরি।

| | শ্রেণি কার্যক্রম পরিচালনা |
|---|---|

## পাঠ পর্যবেক্ষণ ছক

১. শ্রেণিকক্ষ ব্যবস্থাপনা যথাযথ ছিল কিনা?

২. শ্রেণিকক্ষে শিখন-শেখানো কার্যাবলি পরিচালনার উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে কি না?

৩. পাঠ পরিকল্পনা অনুযায়ী যথাযথভাবে পাঠ উপস্থাপন করা হয়েছে কি না?

৪. উপস্থাপনের প্রতিটি ধাপে সময়ের যথাযথ ব্যবহার হয়েছে কি না?

৫. পরিকল্পনায় বর্ণিত পদ্ধতি ও কৌশল যথাযথভাবে অনুসরণ করে পাঠ উপস্থাপন করা হয়েছে কি

৬. শিক্ষার্থীদের জন্য পর্যাপ্ত অনুশীলনের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে কি না?

৭. উপকরণের মান যথাযথ কিনা এবং প্রাসঙ্গিক প্রশ্নকরণের মাধ্যমে উপকরণের তাৎপর্য পাঠের সাথে সমন্বয় করা হয়েছে কি না?

৮. দলগত /জোড়ায়/ একক কাজ যথাযথভাবে করা হয়েছে কি না?

৯. শিক্ষার্থী কর্তৃক পাঠের শিখনফল অর্জন মূল্যায়নের মাধ্যমে শনাক্ত করে প্রয়োজনীয় নিরাময় দেওয়া হয়েছে কি না?

পরিকল্পনা বহির্ভূত কাজ (কোন পদ্ধতি ও কৌশল অবলম্বন করে এবং কেন করা হলো) হয়েছে কিনা?

১০. ব্যতিক্রম কিছু লক্ষণীয় হয়েছে কি না?

| অংশ-গ | **পাঠ পর্যবেক্ষণের নমুনা চেকলিস্ট** |
|---|---|

**শ্রেণি:**
**বিষয়:**
**পাঠ শিরোনাম:**
**সময়:**
**শিক্ষকের নাম:** **রেজি. নম্বর:**
**পর্যবেক্ষকের নাম:** **রেজি. নম্বর:**
**তারিখ:**

| | **শিক্ষক কাজটি করলে যা করেছেন (মতামত লিখুন বা টিক চিহ্ন দিন)** | **প্রয়োজনীয় পরামর্শ লিখুন** |
|---|---|---|
| **প্রস্তুতি পর্ব** | | |
| শুভেচ্ছা ও কুশল বিনিময় | | |
| শিখন পরিবেশ তৈরি | | |
| শিক্ষার্থীর পূর্বজ্ঞান যাচাই | | |
| পাঠ ঘোষণা | | |
| পাঠের শিরোনাম বোর্ডে লেখা | | |
| **উপস্থাপন পর্ব** | | |
| যথার্থ ও নির্ভরযোগ্য উপকরণ ব্যবহার | | |
| বিষয়বস্তু উপস্থাপন পদ্ধতি | | |
| কাজের নির্দেশনার সহজবোধ্যতা | | |
| শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন করার সুযোগ প্রদান | | |
| শিক্ষার্থীদের সক্রিয়তা | | |
| বোর্ড ব্যবহারে যা ছিল | | |
| উপযুক্ত পদ্ধতি- কৌশল নির্বাচন ও ব্যবহার | | |
| তথ্য ও প্রযুক্তির ব্যবহার | | |
| **মূল্যায়ন পর্ব** | | |
| উপযুক্ত মূল্যায়ন কৌশল নির্বাচন | | |
| মূল্যায়নে শিক্ষার্থীর সক্রিয়তা | | |
| ফলাবর্তন প্রদান | | |
| | | |
| | | |
| অন্যান্য | | |
| শিক্ষক সহায়িকার নির্দেশনা অনুসরণ | | |
| শিক্ষার্থীদের শিখনফল অর্জন | | |
| যথাযথ সময় ব্যবস্থাপনা | | |

| | | |
|---|---|---|
| কার্যকর শ্রেণি ব্যবস্থাপনা | | |
| শিক্ষক স্বতঃস্ফূর্ত, হাস্যোজ্জ্বল | | |
| সকল শিক্ষার্থীর প্রতি মনোযোগ প্রদান | | |
| পিছিয়ে পড়া এবং বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনীয় সহযোগিতার উদ্যোগ গ্রহণ | | |

**পর্যবেক্ষকের স্বাক্ষর ও তারিখ : --------------------------------------**

| **অধিবেশন - ০৮** | **বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় বিষয়ের মূল্যায়ন কৌশল** |
|---|---|

**শিখনফল:** এ অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ-

ক) বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় বিষয়ের মূল্যায়ন কৌশল বর্ণনা করতে পারবেন;
খ) বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় বিষয়ের গাঠনিক ও সামষ্টিক মূল্যায়নের কৌশল ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

**সময়:** ১ ঘণ্টা ৩০ মিনিট

**পদ্ধতি ও কৌশল:** ব্রেইন স্টর্মিং, আলোচনা, প্রশ্নোত্তর।

**উপকরণ:** পাঠ্যপুস্তক, শিক্ষক সহায়িকা, শিক্ষক সহায়িকার বিভিন্ন উপাদান-সংবলিত চার্ট, পোস্টার পেপার ইত্যাদি।

| **অংশ - ক** | **বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় বিষয়ের বিভিন্ন মূল্যায়ন কৌশল** | **সময়: ৩৫ মিনিট** |
|---|---|---|

১. প্রশিক্ষণার্থীদের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করুন।
   - বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় বিষয়ে মূল্যায়নের উদ্দেশ্য কী?
   - দৈবচয়নের ভিত্তিতে ৫/৬ জনকে বলতে বলুন।

২. প্রাপ্ত উত্তরগুলো একজন প্রশিক্ষণার্থীর সহায়তায় বোর্ডে লিখুন।

৩. **সহায়ক তথ্যের** আলোকে বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় বিষয়ে মূল্যায়নের উদ্দেশ্য মাল্টিমিডিয়ার সহায়তায় প্রদর্শন করুন এবং আলোচনার মাধ্যমে বিষয়টি সকলের নিকট স্পষ্ট করুন।

৪. এবার অংশগ্রহণকারীদেরকে নিম্নোক্ত প্রশ্ন সম্পর্কে **১**মিনিট চিন্তা করার সময় দিন।
   - বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় বিষয়ে শিক্ষার্থী মূল্যায়ন কী কী পদ্ধতি ও কৌশলে করা যায়?

৫. উত্তরগুলো একজন প্রশিক্ষণার্থীর সহায়তায় বোর্ডে লিখুন।

৬. এবার প্রশিক্ষণার্থীগণকে ৫টি দলে ভাগ করুন। প্রত্যেক দলকে প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণির শিক্ষক সহায়িকা ও পাঠ্যবই সরবরাহ করুন।

৭. প্রতিটি দলকে **১**ম-৫ম শ্রেণির বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় বিষয়ের শিক্ষক সহায়িকা বা পাঠ্যবই থেকে শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন করার জন্য কী কী পদ্ধতি ও কৌশল দেয়া আছে তা বের করে তালিকা করতে বলুন। কাজটি করার জন্য ৭ মিনিট সময় প্রদান করুন।

৮. প্রতিটি দলকে তাদের দলগত কাজ উপস্থাপন করতে বলুন। অতঃপর **সহায়ক তথ্য**-এর আলোকে তাদের ধারণা স্পষ্ট করুন।

৯. সহায়ক তথ্যে প্রদত্ত বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় বিষয়ে মূল্যায়ন পদ্ধতি ও কৌশলের তালিকা প্রদর্শন করুন এবং মিলিয়ে দেখতে বলুন। প্রয়োজনে ধারণা স্পষ্ট করুন।

| অংশ - খ | বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় বিষয়ের গাঠনিক ও সামষ্টিক মূল্যায়ন | সময়: ৫০ মিনিট |
|---|---|---|

১. প্রশিক্ষণার্থীদের প্রশ্ন করুন গাঠনিক ও সামষ্টিক মূল্যায়নের ক্ষেত্রগুলো কী কী? কয়েকজনের উত্তর শুনুন।

**সম্ভাব্য উত্তর:**

বিষয়জ্ঞান, সামাজিক দক্ষতা এবং সামাজিক মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গি।

২. এবার প্রশিক্ষণার্থীদেরকে ৫টি দলে বিভক্ত করুন এবং প্রতি দলকে ১ম-৫ম শ্রেণির যেকোন একটি অধ্যায় নির্বাচন করতে বলুন। নির্বাচিত অধ্যায়টিতে শিক্ষার্থী মূল্যায়নে কী কী পদ্ধতি ও কৌশল অনুসরন করা হয়েছে তা প্রদত্ত ছকে পোষ্টার পেপারে লিপিবদ্ধ করতে বলুন।

| শ্রেণি | অধ্যায় | পাঠ্যাংশ | মূল্যায়ন পদ্ধতি | মূল্যায়ন কৌশল |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

৩. লটারীর মাধ্যমে ২টি দলকে দলীয় কাজ উপস্থাপন করতে বলুন এবং ফিডব্যাক প্রদান করুন।

৪. প্রশিক্ষণার্থীগণকে প্রশ্ন করুন বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় বিষয়ে মূল্যায়ন কাঠামোর বিবেচ্য বিষয়গুলো কী কী?

**সম্ভাব্য উত্তর:** মূল্যায়নের ক্ষেত্র, পদ্ধতি, কৌশল ও টুলস/উপকরণ।

৫. **সহায়ক তথ্যের** আলোকে তাদের ধারণা স্পষ্ট করুন।

৬. এবার তাদের নিকট জানতে চান, বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় বিষয়ে গাঠনিক মূল্যায়ন কীভাবে করা যায়। কয়েকজনের উত্তর শুনুন। সহায়ক তথ্যের আলোকে তাদের ধারণা স্পষ্ট করুন।

৭. এরপর তাদের নিকট জানতে চান, সামষ্টিক মূল্যায়ন কীভাবে করা যায়। কয়েকজনের নিকট উত্তর শুনুন। সহায়ক তথ্যের আলোকে একটি নমুনা সামষ্টিক প্রশ্ন কাঠামো প্রদর্শনপূর্বক আলোচনা করুন।

| অংশ - গ | অধিবেশন মূল্যায়ন ও সমাপনী | সময়: ০৫ মিনিট |
|---|---|---|

এই অধিবেশন শেষে অর্জিত ধারণাগুলো থেকে কী শিখছে তার তালিকা তৈরি করতে বলুন।

১. কয়েকজনের নিকট থেকে উত্তর শুনুন এবং শিখনফলের সাথে মিলিয়ে দেখুন।

২. অধিবেশন সম্পর্কে প্রশিক্ষণার্থীদের প্রতিক্রিয়া জানুন এবং ধন্যবাদ জানিয়ে অধিবেশনের সমাপ্তি ঘোষণা করুন।

| সহায়ক তথ্য ০৮ | অধিবেশন - ০৮: বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় মূল্যায়ন কৌশল |
|---|---|

| অংশ - ক | বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় বিষয়ের মূল্যায়ন উদ্দেশ্য |
|---|---|

প্রাথমিক স্তরের ২০২১ সালের শিক্ষাক্রমে (পরিমার্জিত শিক্ষাক্রম ২০২৫) শিক্ষার্থীর সার্বিক বিকাশকে গুরুত্ব দিয়ে বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় বিষয়ের জন্য শ্রেণি ও বিষয়ভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা নির্ধারণ করা হয়েছে। শিক্ষাক্রম প্রণয়নের সময় শিক্ষার্থী বিষয়বস্তুগত জ্ঞান, প্রয়োজনীয় দক্ষতা এবং মূল্যবোধ যেন অর্জন করতে পারে, সে দিকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। শ্রেণিকক্ষে অনুশীলনের মাধ্যমে প্রায়োগিক ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় বিষয়ে শিক্ষার্থীর মধ্যে যাতে সামাজিক দক্ষতা, মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গি বিকশিত হয় তা বিবেচনায় রেখে মূল্যায়নকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

শিক্ষণ-শিখন প্রক্রিয়ায় মূল্যায়ন হলো একটি প্রক্রিয়া, যার দ্বারা শিক্ষার্থীরা প্রত্যাশিত শিখনফল কতটা ভালোভাবে অর্জন করতে পেরেছে তা নিরূপণ করা বা মাপা যায়। শিক্ষাক্রম অনুযায়ী বাওবি বিষয়ে একজন শিক্ষার্থীর শিখন পারদর্শিতা জানার অন্যতম উপায় হচ্ছে সে সংশ্লিষ্ট শ্রেণির শিখনফল কতটুকু অর্জন করতে পেরেছে তা যাচাই করা। শিক্ষার্থীর শিখনফল যাচাইয়ের এই প্রক্রিয়াকেই মূল্যায়ন বলা হয়। পরিস্থিতি ও প্রেক্ষাপট বিবেচনায় বাংলাদেশে শিক্ষার্থীর মূল্যায়নে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পদ্ধতি-কৌশল ব্যবহার করা হয়েছে।

শিক্ষার লক্ষ্য অর্জিত হচ্ছে কি না তা বোঝা যায় মূল্যায়নের মাধ্যমে। শিক্ষার্থীর গ্রেড, তার অবস্থান, অগ্রগতি, শিখন চাহিদা, শিক্ষাক্রম ইত্যাদি সবকিছুর ওপর মূল্যায়নের প্রভাব রয়েছে। শিক্ষার্থীর শিখন মূল্যায়নের প্রধান উদ্দেশ্য হলো শিক্ষার্থীকে তার শিখনে সহায়তা করা।

ধারাবাহিক মূল্যায়নের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর চিহ্নিত শিখন দুর্বলতা তাৎক্ষণিক নির্দেশনা প্রদানের মাধ্যমে নিরাময়মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়। শিক্ষার্থীর হাতে-কলমে ব্যবহারিক কাজ করার প্রক্রিয়া পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে মূল্যায়ন করে নির্দেশনা দেওয়া যায়। শিক্ষার্থীর আবেগীয় দিকসমূহ বিশেষ করে ব্যক্তিক ও সামাজিক আচরণ এবং মূল্যবোধ প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে মূল্যায়ন করে নির্দেশনা দেওয়া যায়। এ মূল্যায়নের মাধ্যমে শিক্ষক তাঁর ব্যবহৃত শিখন শেখানো পদ্ধতি ও কৌশলের যথার্থতা ও ফলপ্রসূতা নির্ধারণ করে বা দুর্বলতা চিহ্নিত করে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন আনতে পারেন। সামষ্টিক মূল্যায়নের মাধ্যম শিক্ষার্থী কী শিখেছে তা যাচাই করবেন। অর্থাৎ দুই ধরনের মূল্যায়নের মাধ্যমে পূর্বনির্ধারিত উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য শিখনের গুণগত ও পরিমাণগত উভয় দিকই বিবেচনা করা হয়ে থাকে।

| অংশ - খ | বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় বিষয়ে মূল্যায়ন পদ্ধতি ও কৌশলের তালিকা |
|---|---|

প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত শেখন-শেখানো কার্যক্রম পরিচালনায় শিক্ষার্থী মূল্যায়নে (জ্ঞান, অনুধাবন, প্রয়োগ, উচ্চতর চিন্তন দক্ষতা) যে সকল পদ্ধতি ও কৌশল প্রয়োগ করা হয়েছে তার তালিকা নিম্নরূপ:

| ১ম শ্রেণি | ২য় শ্রেণি |
|---|---|
| • পর্যবেক্ষণ<br>• তালিকাকরণ<br>• ছক পূরণ<br>• শ্রেণিকরণ<br>• মিলকরণ | • সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন<br>• রচনামূলক (জ্ঞান, অনুধাবন, প্রয়োগ) প্রশ্ন<br>• শ্রেণিকরণ<br>• পার্থক্যকরণ<br>• মানচিত্রে অবস্থান চিহ্নিতকরণ, |

| | |
|---|---|
| • আরোকিছু করি | • ছবি অংকন |
| • আগ্রহ সৃষ্টিকরণ | • ক্রমানুসারে সাজানো |
| • যত্নশীল আচরণ | • বৃক্ষ রোপন |
| • স্বতঃস্ফুর্ত অংশগ্রহণ | • উৎসাহের সাথে কাজ করা |

এছাড়াও **তৃতীয় থেকে পঞ্চম** শ্রেণি মূল্যায়নে আরো কিছু কৌশল হলো-

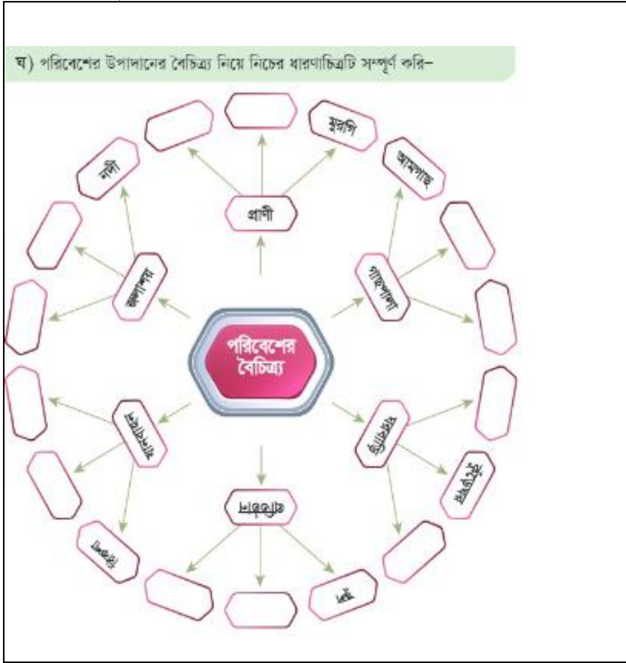


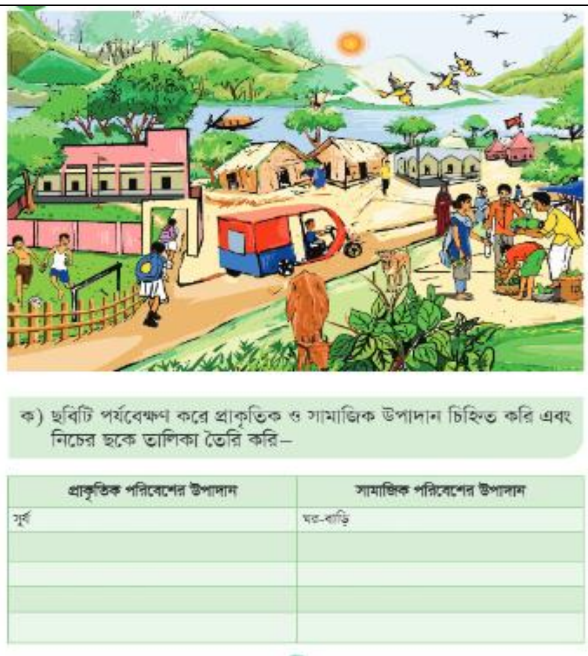


| | |
|---|---|
| • পর্যবেক্ষণ | • সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন |
| • তালিকাকরণ | • রচনামূলক (জ্ঞান, অনুধাবন, প্রয়োগ) প্রশ্ন |
| • ছক পূরণ | • শ্রেণিকরণ |
| • এসাইনমেন্ট | • পার্থক্যকরণ |
| • ধারণাচিত্র | • মাইন্ডম্যাপিং |
| • শব্দছকের চার্ট থেকে শব্দ খুজে বের করা | • ভূমিকাভিনয় |
| • বাক্যলিখন | • মানচিত্রে অবস্থান চিহ্নিত করণ, রংকরণ |
| • ছবি পর্যবেক্ষণপূর্বক বর্ণনা করা, তথ্য খুঁজে বের করে লিখা ও তথ্য সংযোজন করা, মিল করা | • ক্রমানুসারে সাজানো |
| • সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন প্রদান | • তালিকা থেকে শেণিকরণ করা |
| • শুন্যস্থান পূরণ, শুন্যস্থানে উপযুক্ত শব্দ বসানো | • কেস স্টাডি |
| • মিলকরণ | • চার্ট পূরণ |
| | • আলোচনা |
| | • যাচাই করা |

## বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় বিষয়ের গাঠনিক মূল্যায়ন কৌশল

### নমুনা প্রশ্ন

**পর্যবেক্ষণঃ**

১। ছবিতে কী কী দেখতে পাচ্ছ?

২। ছবিতে কে কী করছে?

৩। ছবি দেখে পরিবেশের বিভিন্ন উপাদানের নাম বল / লেখ।

৪। ছবিতে কী কী জীব-জন্তু আছে? ইত্যাদি .. .. .. .. .. ..

**শ্রেণিকরণঃ**

১। ছবির কোনগুলো প্রাকৃতিক/ সৃষ্টিকর্তার তৈরি?

২। ছবির কোনগুলো সামাজিক / মানুষের তৈরি?

৩। প্রাকৃতিক ৩টি / ৪টি / ৫টি উপাদানের নাম বল / লেখ।

৪। সামাজিক ৩টি / ৪টি / ৫টি উপাদানের নাম বল / লেখ। ইত্যাদি ।

**সহযোগিতামূলক মনোভাবঃ**

১। তোমার সহপাঠী বন্ধু রাস্তায় হঠাৎ পড়ে গেলে তুমি কী করবে?

২। তোমার সহপাঠী বিদ্যালয়ে অসুস্থ হয়ে পড়লে তুমি কী করবে?

৩। একজন অন্ধ মানুষ রাস্তা পার হতে পারছেনা। তুমি কী করবে? ইত্যাদি।

**পরিবেশ সংরক্ষণঃ**

১। পরিবেশের বিভিন্ন উপাদান কীভাবে সংরক্ষণ/ যত্ন করা যায়? * ঘর বাড়ি * গাছ পালা * বিদ্যালয় * পানি

২। বাড়ি সুন্দর ও পরিপাটি রাখার জন্য তুমি কী করবে?

৩। বিদ্যালয়/শ্রেণিকক্ষ পরিষ্কার রাখতে তুমি কী কী কর, ইত্যাদি।

**দায়িত্ববোধঃ**

১। ঈদ/ পূজার সময় তোমরা বন্ধুদের সাথে কীভাবে আনন্দ কর?

২। মায়ের কোন কোন কাজে তুমি সাহায্য কর ?

৩। তুমি বাড়িতে / স্কুলে কী কী নিয়ম মেনে চল ?

৪। তোমার ছোট ভাই-বোনদের তুমি কীভাবে সাহায্য কর ?

৫। বাড়িতে তোমার বাবাকে কী কী কাজে সাহায্য কর। ইত্যাদি .. .. .. .. .. ..

**জাতীয় পতাকা ও জাতীয় সংগীতঃ**

১। কোনটি আমাদের জাতীয় সংগীত?

২। আমাদের জাতীয় সংগীত কে লিখেছেন?

৩। জাতীয় সংগীতের প্রথম ৪ লাইন গাও।

৪। ২১ শে ফেব্রুয়ারিতে কোন দিবস পালন করা হয়?

৫। বিজয় দিবস কত তারিখে পালন করা হয়? ইত্যাদি .. .. .. .. .. ..

## বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় বিষয়ের গাঠনিক ও সামষ্টিক মূল্যায়ন

**মূল্যায়ন পদ্ধতি এবং উপকরণ বা টুলস :** বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় বিষয়ে শিক্ষার্থীদের শিখন মূল্যায়নের জন্য বিভিন্ন ধরনের মূল্যায়ন পদ্ধতি নির্ধারণ করা হয়েছে। পদ্ধতিগুলো হলো মৌখিক, লিখিত ও পর্যবেক্ষণ অ্যাসাইনমেন্ট। শিক্ষার্থীদের বিষয়জ্ঞান যাচাইয়ের জন্য মৌখিক ও লিখিত পদ্ধতি ব্যবহার করা হবে। সামাজিক দক্ষতা এবং সামাজিক মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গি যাচাইয়ের জন্য ব্যবহার করা হবে পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি।

মৌখিক পদ্ধতির মূল্যায়নে শিক্ষার্থীরা মৌখকভাবে উত্তর দিবে। শিক্ষক মৌখিকভাবে শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন করবেন বা কাজের নির্দেশনা দেবেন। লিখিত পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীরা লিখিতভাবে উত্তর করবে। পর্যবেক্ষণ পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীর নির্ধারিত দক্ষতা ও আচরণ (যা শিক্ষার্থীরা প্রদর্শন করবে) শিক্ষক পর্যবেক্ষণ করবেন। মৌখিক ও লিখিত মূল্যায়নের জন্য শিক্ষক টুলস হিসাবে মৌখিক মূল্যায়ন চেকলিস্ট ও লিখিত মূল্যায়ন চেকলিস্ট প্রণয়ন করে ব্যবহার করবেন। পর্যবেক্ষণ পদ্ধতির জন্য শিক্ষক পর্যবেক্ষণ চেকলিস্ট ব্যবহার করবেন। মূল্যায়ন কাঠামো থেকে এই সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যাবে। প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের সর্বশেষ নির্দেশনার আলোকে মূল্যায়ন সংরক্ষণ করবেন।

| মূল্যায়ন ক্ষেত্র | বিবেচ্য বিষয় | মূল্যায়ন পদ্ধতি | মূল্যায়ন টুলস | উদাহরণ |
|---|---|---|---|---|
| **বিষয়জ্ঞান**<br>• জানা<br>• অনুধাবন<br>• প্রয়োগ<br>• উচ্চতর শিখন/দক্ষতা | বিষয়জ্ঞান মূল্যায়নের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর যে ধরনের শিখন প্রক্রিয়া যাচাই করবেন তা হলো-<br>● **জানা/ স্মরণ করা:** বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত পূর্বে শেখা তথ্য বা ধারণা স্মরণ বা মনে করে বলতে, লিখতে বা প্রকাশ করতে পারার সামর্থ্য।<br>● **অনুধাবন:** কোনো বিষয় বা ধারণার অর্থ সঠিকভাবে উপলব্ধি করে বা বুঝে বলতে, লিখতে বা প্রকাশ করতে পারার দক্ষতা।<br>● **প্রয়োগ:** শিক্ষার্থী ইতোমধ্যে যে ধারণা, পদ্ধতি, নীতি, তত্ত্ব বা সূত্র জেনেছে বা বুঝেছে তা বাস্তবে নতুন /অজানা ক্ষেত্রে উপযুক্তভাবে ব্যবহার করার সামর্থ্য।<br>● **উচ্চতর শিখন/দক্ষতা :** কোনো সমগ্র ধারণাকে পরস্পর সম্পর্কিত পৃথক অংশে ভাগ করা; বিচ্ছিন্ন ধারণা বা তথ্য অর্থপূর্ণভাবে সংগঠিত ও একত্রিত করা এবং একটি সামগ্রিক রূপ দেওয়ার সামর্থ্য, নির্ধারিত মানদণ্ডের আলোকে কোনো কিছু মূল্যায়ন করার সামর্থ্য। এ পর্যায়ে শিক্ষার্থীর সৃজনশীল চিন্তার বহিঃপ্রকাশ ঘটবে। | মৌখিক মূল্যায়ন<br><br>লিখিত মূল্যায়ন | • মৌখিক চেকলিস্ট<br><br>• লিখিত প্রশ্ন পত্র/ চেকলিস্ট | ● ৩য় শ্রেণির অধ্যায় এক প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশের বৈচিত্র্য ছবিটি প্রদর্শন করবেন এবং মৌখিক প্রশ্ন করবেন এর সাথে বইয়ে প্রদত্ত ছকে লিখতে বলবেন।<br>● ৫ম শ্রেণির অধ্যায় ছয় জলবায়ু ও দুর্যোগ (পাঠ ০৩ খরা) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়ের মতে, বর্ষা মৌসুমের প্রধান ফসল আমন ধানের শতকরা ১৭ ভাগের বেশি সাধারণত এক বছরে খরার কারণে নষ্ট হয়ে যেতে পারে। এই ধরণার প্রেক্ষিতে খরার কারণ এবং প্রভাব লিখতে দিবেন<br>● ৩য় শ্রেণির অধ্যায় দশ বাংলাদেশের মানচিত্রটি শিক্ষার্থীদের পর্যবেক্ষণ করে নিজ জেলার কোন দিকে কোন কোন জেলা আছে তা খুজে বের করে নির্ধারিত ছকে লিখতে বলবেন।<br>● ৫ম শ্রেণি অধ্যায় দশ: গণতান্ত্রিক মনোভাব বইয়ের ৭৬ পৃষ্ঠার কেস স্টাডির আলোকে কর্মক্ষেত্রে কীভাবে গণতন্ত্র চর্চা করা যায়? শিক্ষার্থীকে তার যুক্তি উপস্থাপন করতে বলবেন। |

| অধিবেশন - ০৯ | বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় বিষয়ের মূল্যায়ন কৌশল অনুশীলন |
|---|---|

**শিখনফল:**

এ অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ-

ক) বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় বিষয়ের সামষ্টিক মূল্যায়নের প্রশ্নপত্র প্রণয়ন করতে পারবেন।

**সময়:** ১ ঘণ্টা ৩০ মিনিট

**পদ্ধতি ও কৌশল:** দলীয় কাজ, আলোচনা, প্রশ্নোত্তর।

**উপকরণ:** পাঠ্যপুস্তক, শিক্ষক সহায়িকা, পোস্টার পেপার, মার্কার, ল্যাপটপ ও মাল্টিমিডিয়া।

| অংশ - ক | বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় বিষয়ের সামষ্টিক মূল্যায়নের প্রশ্নপত্র প্রণয়ন | সময়: ৪০ মিনিট |
|---|---|---|

১. প্রশিক্ষণার্থীদের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করুন।

২. গত অধিবেশনে প্রদত্ত সামষ্টিক মূল্যায়নের সংযুক্ত তথ্যপত্র নিয়ে আলোচনা করুন।

৩. অংশগ্রহণকারীদের ৬টি দলে ভাগ করুন।

৪. প্রতিটি দলকে ৩য় থেকে ৫ম শ্রেণির পাঠ্যপুস্তক সরবরাহ করুন। প্রদত্ত নমুনার আলোকে সামষ্টিক মূল্যায়নের প্রশ্নপত্র প্রণয়ন করতে দিন। এই কাজের জন্য ৩০ মিনিট সময় দিন।

| অংশ - খ | প্রণীত প্রশ্নপত্র উপস্থাপন | সময়: ৪০ মিনিট |
|---|---|---|

১. প্রতিটি দলকে তাদের কাজ উপস্থাপন করতে বলুন।

২. প্রয়োজনীয় আলোচনা এবং ফলাবর্তন দিন।

| অংশ - গ | অধিবেশন মূল্যায়ন ও সমাপনী | সময়: ১০ মিনিট |
|---|---|---|

১. এই অধিবেশন শেষে অর্জিত ধারণাগুলো থেকে কী কী শিখছে তা বলতে দিন।

২. কয়েকজনের কাছ থেকে উত্তর শুনুন এবং বাস্তবে এই অধিবেশন কী কাজে লাগবে সে সম্পর্কে প্রতিক্রিয়া জানুন। সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে অধিবেশনের সমাপ্তি ঘোষণা করুন।

| সহায়ক তথ্য ০৯ | অধিবেশন – ০৯: বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় বিষয়ের সামষ্টিক মূল্যায়ন প্রশ্নপত্র প্রণয়ন অনুশীলন |
|---|---|

## বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় বিষয়ের মূল্যায়ন কাঠামোর -মূল্যায়ন ক্ষেত্র, পদ্ধতি, কৌশল ও টুলস/উপকরণ

| মূল্যায়ন ক্ষেত্র | বিবেচ্য বিষয় | মূল্যায়ন পদ্ধতি | মূল্যায়ন টুলস | উদাহরণ |
|---|---|---|---|---|
| **বিষয়জ্ঞান**<br>• জানা<br>• অনুধাবন<br>• প্রয়োগ<br>• উচ্চতর শিখন/দক্ষতা | বিষয়জ্ঞান মূল্যায়নের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর যে ধরনের শিখন প্রক্রিয়া যাচাই করবেন তা হলো-<br>● **জানা/ স্মরণ করা:** বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত পূর্বে শেখা তথ্য বা ধারণা স্মরণ বা মনে করে বলতে, লিখতে বা প্রকাশ করতে পারার সামর্থ্য।<br>● **অনুধাবন:** কোনো বিষয় বা ধারণার অর্থ সঠিকভাবে উপলব্ধি করে বা বুঝে বলতে, লিখতে বা প্রকাশ করতে পারার দক্ষতা।<br>● **প্রয়োগ:** শিক্ষার্থী ইতোমধ্যে যে ধারণা, পদ্ধতি, নীতি, তত্ত্ব বা সূত্র জেনেছে বা বুঝেছে তা বাস্তবে নতুন /অজানা ক্ষেত্রে উপযুক্তভাবে ব্যবহার করার সামর্থ্য।<br>● **উচ্চতর শিখন/দক্ষতা :** কোনো সমগ্র ধারণাকে পরস্পর সম্পর্কিত পৃথক অংশে ভাগ করা; বিচ্ছিন্ন ধারণা বা তথ্য অর্থপূর্ণভাবে সংগঠিত ও একত্রিত করা এবং একটি সামগ্রিক রূপ দেওয়ার সামর্থ্য, নির্ধারিত মানদণ্ডের আলোকে কোনো কিছু মূল্যায়ন করার সামর্থ্য। এ পর্যায়ে শিক্ষার্থীর সৃজনশীল চিন্তার বহিঃপ্রকাশ ঘটবে। | মৌখিক মূল্যায়ন<br><br>লিখিত মূল্যায়ন | • মৌখিক চেকলিস্ট<br><br>• লিখিত প্রশ্ন পত্র/ চেকলিস্ট | ● ৩য় শ্রেণির অধ্যায় এক প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশের বৈচিত্র্য ছবিটি প্রদর্শন করবেন এবং মৌখিক প্রশ্ন করবেন এর সাথে বইয়ে প্রদত্ত ছকে লিখতে বলবেন।<br>● ৫ম শ্রেণির অধ্যায় ছয় জলবায়ু ও দুর্যোগ (পাঠ ০৩ খরা) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়ের মতে, বর্ষা মৌসুমের প্রধান ফসল আমন ধানের শতকরা ১৭ ভাগের বেশি সাধারণত এক বছরে খরার কারণে নষ্ট হয়ে যেতে পারে। এই ধরণার প্রেক্ষিতে খরার কারণ এবং প্রভাব লিখতে দিবেন<br>● ৩য় শ্রেণির অধ্যায় দশ বাংলাদেশের মানচিত্রটি শিক্ষার্থীদের পর্যবেক্ষণ করে নিজ জেলার কোন দিকে কোন কোন জেলা আছে তা খুজে বের করে নির্ধারিত ছকে লিখতে বলবেন।<br>● ৫ম শ্রেণি অধ্যায় দশ: গণতান্ত্রিক মনোভাব বইয়ের ৭৬ পৃষ্ঠার কেস স্টাডির আলোকে কর্মক্ষেত্রে কীভাবে গণতন্ত্র চর্চা করা যায়? শিক্ষার্থীকে তার যুক্তি উপস্থাপন করতে বলবেন। |

# সামষ্টিক মূল্যায়নের নমুনা কাঠামোঃ

পরীক্ষার প্রশ্নপত্রের মানবন্টন (তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণি)-২০২৪

বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়

সময়: ২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট        পূর্ণমান: ১০০

| ক্র.নং | প্রশ্নের ধরন | মূল্যায়ন সূচক | প্রশ্নের মানবন্টন |
|---|---|---|---|
| ১ | বহুনির্বাচনি (সঠিক উত্তর)- ১০টি | জ্ঞান-৪টি, দক্ষতা-৪টি, মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গি-২টি | ১x১০=১০ |
| ২ | শূণ্যস্থান পূরণ (৫টি) | জ্ঞান-২টি, দক্ষতা-২টি, মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গি-১টি | ২x৫=১০ |
| ৩ | বিকল্প নির্বাচনি (শুদ্ধ-অশুদ্ধ) (৫টি) | জ্ঞান-২টি, দক্ষতা-২টি, মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গি-১টি | ২x৫=১০ |
| ৪ | মিলকরণ (৪টি) - ২টি অতিরিক্ত থাকবে | দক্ষতা | ২x৪ =৮ |
| ৫ | অল্প কথায় উত্তর (১২টির মধ্যে ১০টি) | জ্ঞান-৫টি, দক্ষতা-৩টি, মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গি-২টি | ৩x১০=৩০ |
| ৬ | বর্ণনামূলক প্রশ্ন (৬টির মধ্যে ৪টি) | জ্ঞান-১টি, দক্ষতা-১টি, মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গি-২টি | ৮x৪=৩২ |

১৪।১১।২০২৪

মোঃ সিরাজুল ইসলাম
উপসচিব (বিদ্যালয়-১)
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

## জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

৬৯-৭০, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০

www.nctb.gov.bd


### প্রাথমিক স্তরের পরীক্ষা/মূল্যায়ন পদ্ধতির নির্দেশনা

#### সাধারণ নির্দেশনা

১. রিপোর্টকার্ড তৈরি: চূড়ান্ত ফলাফল প্রস্তুতের ক্ষেত্রে প্রথম প্রান্তিকের প্রাপ্ত নম্বরের ১৫%, দ্বিতীয় প্রান্তিকের প্রাপ্ত নম্বরের ১৫% এবং তৃতীয় প্রান্তিকের প্রাপ্ত নম্বরের ৭০% যোগ করে চূড়ান্ত ফলাফল প্রস্তুত করতে হবে।

২. প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির মূল্যায়ন: প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণিতে ধারাবাহিক মূল্যায়নের বিদ্যমান নির্দেশনাসমূহ বহাল থাকবে।

৩. তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণির পরীক্ষা/মূল্যায়নের জন্য বিষয়ভিত্তিক সংযুক্ত মানবণ্টন অনুসরণ করতে হবে।

৪. শিক্ষার্থীর অবস্থান নির্ণয়ের জন্য ৭টি ধাপের পরিবর্তে নিম্নরূপ ৪টি ধাপ করতে হবে।

| | অবস্থানগত মান | | | |
|---|---|---|---|---|
| নম্বর | সহায়তা প্রয়োজন | সন্তোষজনক | উত্তম | অতি উত্তম |
| | ০-৩৯% | ৪০-৫৯% | ৬০-৭৯% | ৮০-১০০% |

১৭/১১/২০২৪

মোঃ সিরাজুল ইসলাম
উপসচিব (বিদ্যালয়-১)
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

## সহায়ক গ্রন্থ

১. জাতীয় শিক্ষাক্রম (প্রাথমিক স্তর), ২০২১

২. শিক্ষক সহায়িকা, সামাজিক বিজ্ঞান ও প্রাথমিক বিজ্ঞান (সমন্বিত), প্রথম শ্রেণি, ২০২৩, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ।

৩. শিক্ষক সহায়িকা, পরিবেশ পরিচিতি সমাজ ও বিজ্ঞান (সমন্বিত), দ্বিতীয় শ্রেণি, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ।

৪. বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল, বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়, পিইডিপি-৩, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর

৫. শিক্ষকদের জন্য তথ্যপুস্তিকা, পরিবেশ পরিচিতি সমাজ, পিইডিপি-২, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর

৬. প্রাথমিক শিক্ষক-শিক্ষা, ডিপিএড বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ।

৭. পাঠ্যপুস্তক, সামাজিক বিজ্ঞান (৩য় - ৫ম শ্রেণি), জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ।

৮. জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক মূল্যায়ন নির্দেশিকা ২০২৪।

সমাপ্ত

# ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা

| অধিবেশন: ১০ | ধর্মশিক্ষা বিষয়ের শিক্ষাক্রম |
|---|---|

**শিখনফল:**

**এ অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ-**

ক. ধর্মশিক্ষা বিষয়ের মৌলিক বিষয় এবং শিক্ষাক্রমের মধ্যকার সম্পর্ক ব্যাখ্যা করতে পারবেন;

খ. বিভিন্ন ধর্ম বিষয়ের প্রান্তিক যোগ্যতা ও অর্জন উপযোগী যোগ্যতার মধ্যে সম্পর্ক নিরূপণ করতে পারবেন;

গ. ধর্মশিক্ষা বিষয়ে ধর্মীয় অনুশাসনের আলোকে নৈতিক, মানবিক ও আধ্যাত্মিক গুণাবলি ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

**সময়:** ১ ঘন্টা ৩০ মিনিট।

**পদ্ধতি ও কৌশল:** প্রশ্নোত্তর, অভিজ্ঞতা বিনিময়, আলোচনা, প্রদর্শন, দলগত কাজ।

**উপকরণ:** পাঠ্যপুস্তক, শিক্ষক সহায়িকা, তথ্যপত্র, ভিপকার্ড, কর্মপত্র, আবশ্যকীয় শিখনক্রম, পোস্টার পেপার।

| অংশ-ক | ধর্মশিক্ষা বিষয়ের মৌলিক বিষয় এবং শিক্ষাক্রমের মধ্যকার সম্পর্ক | সময়: ২৫ মিনিট |
|---|---|---|

১. প্রশিক্ষণার্থীদের শুভেচ্ছা জানিয়ে আজকের অধিবেশন শুরু করুন।

২. ভিপ কার্ডে লেখা/ মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টরে নিচের প্রশ্নটি প্রদর্শন করুন-

- **ধর্ম বলতে আমরা কী বুঝি?**

৩. প্রশিক্ষণার্থীদের থেকে প্রাপ্ত উত্তর বোর্ডে লিখে আলোচনা করুন।

৪. পোস্টার পেপার/ মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টরে আরেকটি প্রশ্ন প্রদর্শন করুন-

- **আমাদের সমাজে প্রচলিত প্রধান ধর্ম বিশ্বাসসমূহ কী কী?**

৫. পরস্পর আলোচনার সুযোগ দিয়ে কয়েকজনের নিকট থেকে উত্তর আহ্বান করুন এবং সকলের ধারণা স্পষ্ট করুন।

৬. আলোচনার প্রসঙ্গ টেনে ধর্মশিক্ষার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ বিষয় ব্যাখ্যা করুন।

৭. এরপর পরিমার্জিত শিক্ষাক্রমের শিখন ক্ষেত্রটি উপস্থাপন করুন। শিখন ক্ষেত্রের কোনটি ধর্ম শিক্ষা বিষয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট তা বলতে বলুন। **সহায়ক তথ্য ০১** এর **অংশ-ক** এ প্রদত্ত ছক এর আলোকে ধারণা স্পষ্ট করুন।

৮. নিচের তথ্যটি প্রদর্শন করুন ও ব্যাখ্যা করুন।

> নৈতিক গুণাবলি মানুষসহ সকল জীবের কল্যাণ সাধনের সাথে জড়িত। অন্যদিকে আধ্যাত্মিক গুণাবলি হলো নিজের উচ্চতর মননশীল চেতনা এবং অভ্যন্তরীন শক্তি অর্জনের জন্য হৃদয়ের তাড়না অনুসারে সৃষ্টিকর্তার সান্নিধ্য লাভের এক নিগূঢ় প্রচেষ্টা।
>
> এছাড়া সৃষ্টিকর্তার প্রতি আস্থা ও বিশ্বাস, সকল ধর্মাবলম্বীদের প্রতি ভ্রাতৃত্ববোধে উদ্দীপ্ত হয়ে শ্রদ্ধাশীল থাকা এবং নিজ নিজ ধর্ম প্রবর্তকের আদর্শ ও ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলা, এই বিষয়গুলি আমাদের শিক্ষাক্রমের অনুশাসন, যা সকল  ধর্ম বিশ্বাস এবং প্রণীত পাঠ্যপুস্তকে প্রতিফলিত হয়েছে।

| অংশ-খ | বিভিন্ন ধর্মের প্রান্তিক যোগ্যতা ও অর্জন উপযোগী যোগ্যতার সম্পর্ক তুলনা | সময়: ৩০ মিনিট |
|---|---|---|

১. প্রশিক্ষণার্থীদের চারটি দলে ভাগ করুন। ভিন্ন ভিন্ন দলে চারটি ধর্মের পরিমার্জিত শিক্ষাক্রম-২০২১ (পরিমার্জিত শিক্ষাক্রম-২০২৫) সরবরাহ করুন। দলগত আলোচনা করে **সহায়ক তথ্য-০১** এর **অংশ-খ** এ প্রদত্ত কর্মপত্র-১ এর আলোকে ছকটি পূরণ করতে বলুন।

২. দলগত কাজ উপস্থাপন করতে বলুন।

৩. প্রয়োজনীয় ফলাবর্তন প্রদান করে অংশ-খ এর কাজ শেষ করুন।

| অংশ-গ | বিভিন্ন ধর্মীয় অনুশাসনের আলোকে নৈতিক, মানবিক ও আধ্যাত্মিক গুণাবলি | সময়: ৩০ মিনিট |
|---|---|---|

১. প্রশ্ন করুন-

- **ধর্মীয় অনুশাসন বলতে কী বুঝায়?**

২. তাদের উত্তর শুনুন এবং বোর্ডে লিখুন। আলোচনার পর নিচের তথ্যের আলোকে ব্যাখ্যা করুন।

| |
|---|
| **ধর্মীয় অনুশাসন (Religious Precepts)**: ধর্মীয় গ্রন্থ, প্রথা ও বিশ্বাস থেকে উৎসরিত এমন কিছু নীতিমালা যেগুলো তার অনুসারীকে ভুল ও সঠিক, ভাল ও মন্দ নিরূপণে কী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে এবং কীভাবে যাচাই করতে হবে তা নির্দেশিত পথে পরিচালিত হতে সহায়তা করে। |

৩. বলুন, সকল ধর্মাচারের নিজস্ব রীতি, প্রথা ও অনুশাসন রয়েছে।

৪. প্রশিক্ষণার্থীদের প্রশ্ন করুন-

- **নৈতিক ও মানবিক গুণাবলি বলতে তারা কী বোঝেন?**

৫. সকল ধর্ম বিশ্বাসের নিজ নিজ সুনির্ধারিত অনুশাসন থাকলেও এই অনুশাসন মেনে চলার ফলে নৈতিক, মানবিক এবং আধ্যাত্মিকভাবে একজন সফল মানুষ হিসাবে গড়ে ওঠা সম্ভব। আবারও **সহায়ক তথ্য- ০১** এর অংশ-ক এর সহযোগিতায় ধারণা স্পষ্ট করুন।

৬. প্রশ্ন করুন-

- **আমাদের প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্য ও পরিমার্জিত শিখনক্ষেত্রের মধ্যে শিশুদের নৈতিক, মানবিক ও আধ্যাত্মিক বিকাশ সাধনের কথা বলা হয়েছে কি না?**

৭. এক্ষেত্রে প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্য এবং পরিমার্জিত শিখনক্ষেত্রের (মূল্যবোধ ও নৈতিকতা) শিখন ক্ষেত্রটির কথা স্মরণ করতে বলুন।

৮. অতঃপর তাদেরকে বিভিন্ন শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকগুলো সরবরাহ করুন এবং ৫/৬ জনের দলে নৈতিক, মানবিক ও আধ্যাত্মিক গুণাবলি চর্চা ও বিকাশ সাধনের ক্ষেত্রগুলি চিহ্নিত করে শ্রেণি, অধ্যায় ও পৃষ্ঠা নম্বর উল্লেখ করে পোস্টার পেপারে লিখতে বলুন।

৯. **সহায়ক তথ্য-০১** এর অংশ-গ এ প্রদত্ত কর্মপত্র-২ সরবরাহ করুন।

১০. দলগত কাজ শেষে **সহায়ক তথ্য-০১** এর **অংশ-গ** এর আলোকে আলোচনা করে ধারণা স্পষ্ট করে অংশ-গ এর কাজ সমাপ্ত করুন।

| অংশ-ঘ | অধিবেশন মূল্যায়ন ও সমাপনী | সময়: ৫ মিনিট |
|---|---|---|

নমুনা প্রশ্ন:

১. নৈতিক ও মানবিক গুণাবলি বলতে কী বোঝেন?

২. মূল্যবোধ কী?

অধিবেশন সম্পর্কে প্রতিক্রিয়া জানুন এবং বিভিন্ন ধর্মের তুলনামূলক স্টাডি নিজ উদ্যোগে পড়তে বলুন। অতঃপর ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে অধিবেশন-১ সমাপ্ত করুন।

| সহায়ক তথ্য ১০ | ধর্মশিক্ষা বিষয়ের শিক্ষাক্রম |
|---|---|

**অংশ-ক:**

**ধর্ম (Religion):** ধর্ম হলো একটি মূল্যবোধ, যা তাকে একটি নির্ধারিত আদর্শের দিকে পরিচালিত করে। অন্য কথায়, ধর্ম হলো একজন মানুষের নৈতিকতা, বিশ্বাস ও দৃষ্টিভঙ্গির সমন্বয়ে গঠিত মূল্যবোধ, যা তাকে একটি নির্ধারিত নীতি, আদর্শ ও আদর্শমান অনুযায়ী পরিচালিত জীবনাচরণ অনুশীলনে উৎসাহিত করে।

**নৈতিকতা (Morality):** সামাজিক, পারিবারিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধের সমন্বয়ে গঠিত এমন মানদন্ড যা একজন ব্যক্তিকে মানুষসহ সকল জীবের কল্যাণকর কাজ করতে উদ্বুদ্ধ করে, তাই হলো নৈতিকতা।

আমাদের দেশে প্রচলিত ধর্ম বিশ্বাস হলো প্রধানত চারটি:

১) ইসলাম ধর্ম ২) হিন্দু ধর্ম ৩) খ্রিষ্ট ধর্ম ৪) বৌদ্ধ ধর্ম

**শিক্ষাক্রমের শিখনক্ষেত্রগুলোর মধ্যে অন্যতম একটি ক্ষেত্র হলো মূল্যবোধ ও নৈতিকতা:**

| | |
|---|---|
| **মূল্যবোধ ও নৈতিকতা** | নিজ নিজ ধর্মসহ সকল ধর্ম ও বিশ্বাসের প্রতি শ্রদ্ধা ও সহনশীলতা প্রদর্শন করে সততা, ন্যায়পরায়ণতা, সহযোগিতা, সহমর্মিতা, ব্যক্তি স্বাধীনতা, বৈচিত্র্যের প্রতি সম্মান, শুদ্ধাচার, সাংস্কৃতিক নীতিবোধ, মানবিকতাবোধ, মানুষ-প্রকৃতি-পৃথিবীর প্রতি ভালোবাসা ইত্যাদি মূল্যবোধের গুরুত্ব জেনে তা চচার্র মাধ্যমে একটি নিরাপদ ও অসাম্প্রদায়িক পৃথিবী সৃষ্টির লক্ষ্যে কাজ করার যোগ্যতা অর্জন করা । |

**অংশ-খ:**

## কর্মপত্র - ১

পরিমার্জিত শিক্ষাক্রম ২০২১ (পরিমার্জিত শিক্ষাক্রম ২০২৫) এর আলোকে চারটি ধর্ম বিশ্বাসের বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতার বিষয়বস্তুকে সামনে রেখে শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতার মধ্যে তুলনামূলক পর্যালোচনা ছক:

| **প্রান্তিক যোগ্যতা** | | **ধর্ম বিশ্বাস** | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা-ক্রমিক নম্বর | বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতার বিষয়বস্তু | শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতার মূল কথা | | | |
| | | ইসলাম শিক্ষা | হিন্দুধর্ম শিক্ষা | বৌদ্ধধর্ম শিক্ষা | খ্রিষ্টধর্ম শিক্ষা |
| ১. | সৃষ্টিকর্তার প্রতি বিশ্বাস ও আস্থা রেখে নিজ নিজ ধর্মের আদর্শ, বিধি-বিধান এবং ধর্মীয় অনুশাসন অনুশীলন করা। | | | | |
| ২. | ধর্মীয় ব্যক্তিগণের (নবি, রাসুল, মহানবি (সা:) এর সাহাবি, ধর্মীয় সাধক পন্ডিত) জীবনচরিত অনুসরণ করা। | | | | |
| ৩. | ধর্মীয় আদর্শ অনুসরণে নৈতিক ও মানবিক গুণাবলি (সত্যবাদিতা, সততা, শ্রদ্ধা, পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ, সদাচার, সহমর্মিতা, ত্যাগের মনোভাব, দেশপ্রেম, উদারতা, পরমতসহিষ্ণুতা, ভালো-মন্দ, ন্যায়-অন্যায়ের বিচারবোধ ইত্যাদি) অর্জন করে সঠিক পথে চলতে পারা। | | | | |
| ৪. | নিজ নিজ ধর্ম চর্চায় উদ্বুদ্ধ হয়ে অন্য ধর্মাবলম্বীদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকা ও তাদের সাথে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান করতে পারা। | | | | |
| ৫. | মানুষসহ প্রকৃতি ও পৃথিবীর প্রতি ভালোবাসা | | | | |

**অংশ-গঃ**

**কর্মপত্র - ২**

**ভিন্ন ভিন্ন ধর্মীয় অনুশাসনে নৈতিক, মানবিক ও আধ্যাত্মিক গুণাবলির প্রতিফলন**

(পাঠ্যপুস্তকের আলোকে প্রতিটি ঘরে শ্রেণি, অধ্যায়, বিষয়বস্তু ও পৃষ্ঠা নম্বর লিখতে বলুন)

| ক্রমিক | বিবেচ্য বিষয় | ধর্ম শিক্ষা | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ইসলাম শিক্ষা | হিন্দুধর্ম শিক্ষা | খ্রিষ্টধর্ম শিক্ষা | বৌদ্ধধম শিক্ষা |
| ১. | নৈতিক গুণাবলি | | | | |
| ২. | মানবিক গুণাবলি | | | | |
| ৩. | আধ্যাত্মিক গুণাবলি | | | | |

## ধর্মের মৌলিক শিক্ষাঃ নৈতিক, মানবিক ও আধ্যাত্মিক গুণাবলি

ধর্মের আভিধানিক অর্থ 'সৎকর্ম' বা 'শাস্ত্রানুযায়ী আচার'। যুক্তিবাদীর মতে, 'মানুষের কর্তব্য সম্পাদনই ধর্ম'। জ্ঞানবাদির মতে, 'মনের যে প্রবৃত্তি দ্বারা বিশ্ববিধাতা পরমাত্মার প্রতি ভক্তি জন্মে তার নাম ধর্ম।' অন্যকথায়, যা মানবকে ধারণ করে, তাই মানবের ধর্ম।

**মূল্যবোধ (Value)ঃ** মূল্যবোধ হলো এমন একটি বিশ্বাস বা সংস্কৃতি যা তার ভিতরকার কিছু নীতি, আদর্শ ও দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা পরিচালিত হয় এবং তাকে একটি বিশেষ আচরণ অনুশীলনে উদ্বুদ্ধ করে।

**ধর্মীয় মূল্যবোধ (Religious Value)ঃ** ধর্মীয় মূল্যবোধ হচ্ছে ধর্মীয়গ্রন্থ, প্রথা ও বিশ্বাস থেকে উৎসরিত নীতিমালা। এগুলো মানুষকে ভুল ও সঠিক, ভাল ও মন্দ নিরূপণে কী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে ও কীভাবে যাচাই করতে হবে তা নির্ধারণে সহায়তা করে।

ধর্মীয় মূল্যবোধ একজন ব্যক্তিকে তার ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে করণীয় নির্ধারণ ও অনুশীলন করতে দিক নির্দেশনা প্রদান করে।।

যেমনঃ খ্রিস্ট ধর্মে আর্তের প্রতি সমবেদনা ও সহমর্মিতা একটি গুরুত্বপূর্ণ মূল্যবোধ হিসেবে বিবেচিত যা অনেক খ্রিস্ট ধর্মাবলম্বীকে আর্তের সেবায় নিয়োজিত হতে উৎসাহিত করে। আবার বৌদ্ধ ধর্মে জীবের প্রতি সহানুভুতিশীল হওয়াকে মূল্যবোধ হিসেবে দেখা হয়।

**নৈতিক মূল্যবোধ (Moral Value)ঃ** নৈতিক মূল্যবোধ হলো সামাজিক, পারিবারিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধের সমন্বয়ে গঠিত এমন মানদন্ড যা একজনকে মানুষসহ সকল জীবের কল্যাণকর কাজ করতে অনুপ্রাণিত করে।

আমরা কোন একটি মূল্যবোধকে মূল্য দিলে বা গুরুত্বপূর্ণ মনে করলে সে অনুযায়ী আমরা আচরণ করি। মূল্যবোধসমূহের মধ্যে নৈতিক মূল্যবোধ কোন ব্যক্তিকে ভুল-সঠিক, ভাল-মন্দ, ন্যায়–অন্যায়, উচিত-অনুচিত ইত্যাদি নির্ধারণে নির্দেশনা দেয়। সততাকে আমরা একটি নৈতিক মূল্যবোধ হিসেবে ধরতে পারি, কেউ যদি ঘুষ গ্রহণ করে আমরা বলি যে সে অনৈতিক কাজ করেছে, অনুচিত কাজ করেছে।

**মানবিক মূল্যবোধ (Humanitarian Value)ঃ**

মানবিক মূল্যবোধ বলতে কতগুলো মনোভাবের সমন্বয়ে গঠিত অপেক্ষাকৃত স্থায়ী বিশ্বাসকে বুঝায়, যা মানুষ ও অন্যান্য জীবের কল্যাণকর কার্যাবলী অনুশীলনে উদ্বুদ্ধ করে। যে চিন্তা-ভাবনা, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য মানুষের মানবিক আচরণ, ব্যবহার ও কর্মকান্ডকে নিয়ন্ত্রিত করে কল্যাণের দিকে পরিচালিত করে তাই মানবিক মূল্যবোধ।
আমাদের প্রচলিত ধর্মগ্রন্থগুলোর আলোকে প্রণীত পাঠ্যপুস্তকসমূহের প্রত্যেকটিতে সব থেকে বেশি অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে নৈতিক, মানবিক ও আধ্যাত্মিক চর্চা এবং বিকাশ সাধনের দিকগুলোতে। ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা বিষয়ের নৈতিক, মানবিক ও আধ্যাত্মিক চর্চা এবং বিকাশ সাধনের দিকগুলোর আলোকে পরিবার, বিদ্যালয়, সম্প্রদায়, খেলার সাথী, সমাজ ও প্রথা থেকে একজন শিশু এ জাতীয় মূল্যবোধ লাভ করে। যাকে মূলত ধর্মীয় মূল্যবোধ বলা যেতে পারে, যা অনুশীলনের জন্য সকল ধর্মেরই অনুশাসন রয়েছে। এ অনুশাসনগুলো মানবিক মূল্যবোধ গঠনেরও প্রধান মানদন্ড। এ মানবিক মূল্যবোধ লালিত করার ফলে সময়ের সাথে আদর্শিক, ধর্মীয় বা পবিত্র বিষয়গুলো জাগ্রত হয়। আবেগিক ও আদর্শগত ঐক্যের ধারণার মাধ্যমে মনস্তাত্ত্বিকভাবে একজন মানুষের মধ্যে মানবিক মূল্যবোধ ফুটে ওঠে, যা রাষ্ট্র, সমাজ ও পরিবারকে সুশৃঙ্খল ও উন্নত করে।

**আধ্যাত্মিক মূল্যবোধ (Metaphysical Value):** আত্মার চেয়ে অধিক কিছু বিষয়কে মূলত আধ্যাত্মিক বলে অভিহিত করা হয়। অভ্যন্তরীন সাধনচিন্তা ও উচ্চতর মননশীলতা অর্জনের লক্ষ্যে নিজ নিজ ধর্মীয় মূল্যবোধের আলোকে একাগ্রচিত্তে পরমাত্মার সন্ধান করাটাই হলো আধ্যাত্মিক মূল্যবোধ।

**১. ইসলামে** আধ্যাত্মিক অনুশীলন মূলতঃ সালাতের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়, যার সময় নিজের সমস্ত জাগতিক চিন্তা ভাবনাতে বশীভূত করে কেবল আল্লাহর উপর মনোনিবেশ করা।

২. **হিন্দুধর্মে** আধ্যাত্মিকতা গড়ে তোলার চর্চা সাধনা নামে পরিচিত। জপ, মন্ত্র ও পূজার নীরব বা শ্রবণযোগ্য পুনরাবৃত্তি সাধারণ হিন্দু আধ্যাত্মিক অনুশীলন। হিন্দু ধর্মগ্রন্থ অনুসারে, মোক্ষ-জ্ঞানযোগ, ভক্তি যোগ, কর্ম যোগ ও রাজ যোগ অর্জনের জন্য গভীর আধ্যাত্মিক চর্চা স্বীকৃত। একই সাথে তান্ত্রিকচর্চা হিন্দু ধর্মে আধ্যাত্মক মূল্যবোধের বিকাশের আরেকটি ক্ষেত্র।

**৩. বৌদ্ধধর্মে** আধ্যাত্মিক অনুশীলনের সাধারণ শব্দটি হল ভাবনা। পালি শব্দ 'যোগ' বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থের 'আধ্যাত্মিক অনুশীলন' হিসাবে চিহ্নিত হয়েছে। বর্মী বৌদ্ধ ঐতিহ্যে, আউগাথা হল সূত্রযুক্ত প্রার্থনা যা বুদ্ধ ও বৌদ্ধ ভিক্ষুদের প্রতি প্রণাম সহ বৌদ্ধ ভক্তির কাজ শুরু করার জন্য পাঠ করা হয়। জৈন বৌদ্ধধর্মে, ধ্যান (যাকে বলা হয় জ্যাজেন), কবিতা লেখা (বিশেষ করে হাইকু), চিত্রকলা, লিপিবিদ্যা, ফুলের আয়োজন, জাপানি চা অনুষ্ঠান এবং জেন বাগানের রক্ষণাবেক্ষণ আধ্যাত্মিক অনুশীলন বলে মনে করা হয়।

৪. **খ্রিস্টধর্মে** আধ্যাত্মিক মূল্যবোধ হল প্রধানত প্রার্থনা, উপবাস ও বাইবেলের মাধ্যমে দৈনন্দিন ভক্তিমূলক চর্চা। এছাড়াও গির্জায় উপস্থিতি, যুকার্বাদী, যেমন সাবধানতা অবলম্বন কর, প্রভুর দিন (সানডে সাব্ব্যাটারিয়ানিজম), পবিত্র ভূমিতে খ্রিস্টানদের তীর্থযাত্রা করা, গির্জায় পরিদর্শন ও প্রার্থনা করা, প্রি-দিয়ুতে হাঁটু গেড়ে থাকা, নিজের বাড়ির বেদীতে প্রতিদিন প্রার্থনা করা, শান্ত সময়, প্রতিফলন, আত্মনিয়ন্ত্রণ, নির্জনতা, অধ্যয়ন, আত্মসমর্পন ইত্যাদি ধর্মীয় আচার আধ্যাত্মিক মূল্যবোধকেই বিকশিত করে।

| অধিবেশন: ১১ | ধর্মশিক্ষা  বিষয়ের পাঠ্যপুস্তক পর্যালোচনা-১ (ইসলামধর্ম, হিন্দুধর্ম বৌদ্ধধর্ম ও খ্রীষ্টধর্ম) |
|---|---|

**শিখনফল:**

**এ অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ-**

ক. ধর্মশিক্ষা (ইসলামধর্ম, হিন্দুধর্ম শিক্ষা, বৌদ্ধধর্ম ও খ্রীষ্টধর্ম ) বিষয়ের পাঠ্যপুস্তকের সাধারণ বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে পারবেন;

খ. বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতার সাথে ধর্মশিক্ষা (ইসলামধর্ম, হিন্দুধর্ম শিক্ষা, বৌদ্ধধর্ম ও খ্রীষ্টধর্ম ) বিষয়ের বিষয়বস্তুর সম্পর্ক পর্যালোচনা করতে পারবেন।

**সময়:** ১ ঘণ্টা ৩০ মিনিট।

**পদ্ধতি ও কৌশল:** প্রশ্নোত্তর, আলোচনা, প্রদর্শন, দলগত কাজ।

**উপকরণ:** শিক্ষাক্রম, পাঠ্যপুস্তক, কর্মপত্র, পোস্টার পেপার, ল্যাপটপ, মাল্টিমিডিয়া।

| অংশ-ক | ধর্মশিক্ষা (ইসলামধর্ম, হিন্দুধর্ম শিক্ষা, বৌদ্ধধর্ম ও খ্রীষ্টধর্ম ) বিষয়ের পাঠ্যপুস্তকের সাধারণ বৈশিষ্ট্য পর্যালোচনা | সময়: ৩০ মিনিট |
|---|---|---|

১. প্রশিক্ষণার্থীদের আজকের অধিবেশনে শুভেচ্ছা জানান এবং আনন্দঘন পরিবেশ তৈরী করুন।

২. প্রশিক্ষণার্থীদের ৫/৬ টি দলে ভাগ করুন। প্রত্যেক দলকে ৩য় থেকে ৫ম শ্রেণির ইসলামধর্ম, হিন্দুধর্ম শিক্ষা, বৌদ্ধধর্ম ও খ্রীষ্টধর্ম  পাঠ্যপুস্তক সরবরাহ করুন। হার্ড কপি সম্ভব না হলে এনসিটিবি এর ওয়েবসাইট থেকে সহায়তা নিতে বলুন। প্রদত্ত বইটির সাধারণ বৈশিষ্ট্য পর্যালোচনা করে পোস্টার পেপারে লিখতে বলুন।

৩. দলগত কাজ শেষে উপস্থাপন করতে বলুন।

৪. সব দলের উপস্থাপন শেষে প্রশিক্ষক মহোদয় শ্রেণি ভিত্তিক বৈশিষ্ট্যের আলোকে ইসলামধর্ম, হিন্দুধর্ম শিক্ষা, বৌদ্ধধর্ম ও খ্রীষ্টধর্ম  বিষয়ের সাধারণ বৈশিষ্ট্য আলোচনা করে অংশ-ক এর কাজ শেষ করুন।

| অংশ-খ | বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতার সাথে ধর্মশিক্ষা (ইসলামধর্ম, হিন্দুধর্ম শিক্ষা, বৌদ্ধধর্ম ও খ্রীষ্টধর্ম ) বিষয়ের বিষয়বস্তুর সম্পর্ক পর্যালোচনা | সময়: ৫৫ মিনিট |
|---|---|---|

১. প্রশ্ন করুন-

- **পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তু কিসের ভিত্তিতে নির্ধারণ করা হয়েছে?**

২. প্রাপ্ত উত্তরগুলো বোর্ডে লিখুন এবং আলোচনার ভিত্তিতে বলুন, আমরা এখন ধর্ম শিক্ষার বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতার সাথে পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তুর সম্পর্ক পর্যালোচনা করবো।

৩. সংশ্লিষ্ট কর্মপত্র (**সহায়ক তথ্য ০২** এর **কর্মপত্র-১**) উপস্থাপন করুন এবং বুঝিয়ে দিন।

৪. পূর্বের দলকে প্রদত্ত শ্রেণির শিক্ষাক্রমের বিষয়বস্তু থেকে বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতার যে অংশটুকু এসেছে তা ধর্ম শিক্ষার শিক্ষাক্রম (সংযুক্তি-১ আবশ্যকীয় শিখনক্রম) থেকে সনাক্ত করতে বলুন। প্রতিটি দল কেবল তাদের নির্ধারিত শ্রেণির কাজটুকু করবে।

৫. বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতার সাথে পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তু কীভাবে সন্নিবেশিত করা হয়েছে তা **সহায়ক তথ্য ০২ এর কর্মপত্র-১** এর নির্ধারিত অংশে লিখতে বলুন, প্রতিটি কাজের বিপরীতে সংযুক্ত পাঠের শিরোনাম লিখতে বলুন।

৬. প্রতিটি দলকে শিক্ষাক্রমের বিষয়বস্তুর সাথে বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা এবং পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তুর সম্পর্ক নির্ধারণপূর্বক উপস্থাপন করতে বলুন।

৭. প্রয়োজনীয় ফিডব্যাক প্রদান করে অংশ-খ এর কাজ শেষ করুন।

| **অংশ-গ** | **অধিবেশন মূল্যায়ন ও সমাপনী** | **সময়: ৫ মিনিট** |
|---|---|---|

নমুনা প্রশ্ন:

১. দৈবচয়নে ধর্মশিক্ষা (ইসলামধর্ম, হিন্দুধর্ম শিক্ষা, বৌদ্ধধর্ম ও খ্রীষ্টধর্ম) বিষয়ের পাঠ্যপুস্তকের ২ টি বৈশিষ্ট্য বলতে বলুন।

২. পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তু কীসের ভিত্তিতে নির্ধারণ করা হয়েছে?

অতঃপর ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে অধিবেশন-২ সমাপ্ত করুন।

| সহায়ক তথ্য ১১ | ধর্মশিক্ষা বিষয়ের পাঠ্যপুস্তক পর্যালোচনা-১ (ইসলামধর্ম, হিন্দুধর্ম শিক্ষা, বৌদ্ধধর্ম ও খ্রীষ্টধর্ম ) |
|---|---|

**কর্মপত্র-১**

**শিক্ষাক্রমের বিষয়বস্তু, বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা ও পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তুর সম্পর্ক**

| ক্রমিক নম্বর | শিক্ষাক্রমের বিষয়বস্তু | বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা | পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তু | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ৩য় শ্রেণি | | | | ৪র্থ শ্রেণি | | | | ৫ম শ্রেণি | | | |
| | | | ইসলামধর্ম, হিন্দুধর্ম শিক্ষা, বৌদ্ধধর্ম ও খ্রীষ্টধর্ম | | | | ইসলামধর্ম, হিন্দুধর্ম শিক্ষা, বৌদ্ধধর্ম ও খ্রীষ্টধর্ম | | | | ইসলামধর্ম, হিন্দুধর্ম শিক্ষা, বৌদ্ধধর্ম ও খ্রীষ্টধর্ম | | | |
| ১ | সৃষ্টিকর্তার প্রতি আস্থা ও বিশ্বাস | | | | | | | | | | | | | |
| ২ | ধর্মের আদর্শ অনুসরণে নৈতিক, মানবিক ও আধ্যাত্মিক গুণাবলি অর্জন | | | | | | | | | | | | | |
| ৩ | ধর্মীয় অনুশাসন ও নৈমিত্তিক প্রার্থনা | | | | | | | | | | | | | |
| ৪ | নিজ ধর্মাচার ও অন্য ধর্মের প্রতি সহনশীলতা | | | | | | | | | | | | | |
| ৫ | মানুষসহ প্রকৃতি ও পৃথিবীর প্রতি ভালোবাসা | | | | | | | | | | | | | |

| অধিবেশন: ১২ | ধর্মশিক্ষা বিষয়ের শিক্ষক সহায়িকা পর্যালোচনা |
|---|---|

**শিখনফল:**

**এ অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ-**

ক. ধর্মশিক্ষা বিষয়ের শিক্ষক সহায়িকার বৈশিষ্ট্য শনাক্ত করতে পারবেন;

খ. ধর্মশিক্ষা বিষয়ের শিক্ষক সহায়িকার ব্যবহার কৌশল ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

**সময়:** ১ ঘন্টা ৩০ মিনিট।

**পদ্ধতি ও কৌশল:** প্রশ্নোত্তর, আলোচনা, পাঠ পর্যালোচনা, দলগত কাজ।

**উপকরণ:** শিক্ষাক্রম, পাঠ্যপুস্তক, শিক্ষক সহায়িকা, তথ্যপত্র, কর্মপত্র, পোস্টার পেপার, ল্যাপটপ, মার্কার ও মাল্টিমিডিয়া।

| অংশ-ক | ধর্মশিক্ষা বিষয়ের শিক্ষক সহায়িকার বৈশিষ্ট্য | সময়: ৪০ মিনিট |
|---|---|---|

১. প্রশিক্ষণার্থীদের আজকের অধিবেশনে শুভেচ্ছা জানান এবং আনন্দঘন পরিবেশ তৈরী করুন।

২. প্রশিক্ষণার্থীদের ৪টি দলে ভাগ করুন।

৩. প্রত্যেক দলকে ৩য়-৫ম যে কোন শ্রেণির ১টি করে শিক্ষক সহায়িকা সরবরাহ করুন। ৪টি ধর্ম যাতে থাকে তা নিশ্চিত করুন। হার্ড কপি সম্ভব না হলে এনসিটিবি এর ওয়েবসাইট থেকে সহায়তা নিতে বলুন। প্রদত্ত বইটির সাধারণ বৈশিষ্ট্য পর্যালোচনা করে পোস্টার পেপারে লিখতে বলুন।

৪. দলীয় কাজ শেষে উপস্থাপন করতে বলুন।

৫. সব দলের উপস্থাপন শেষে **সহায়ক তথ্য ০৪** এর **অংশ-ক** এর আলোকে ধর্ম শিক্ষা বিষয়ের শিক্ষক সহায়িকার সাধারণ বৈশিষ্ট্য আলোচনা করে অংশ-ক এর কাজ শেষ করুন।

| অংশ-খ | ধর্মশিক্ষা বিষয়ের শিক্ষক সহায়িকার ব্যবহার কৌশল | সময়: ৪০ মিনিট |
|---|---|---|

১. পূর্বের দলে নির্ধারিত শ্রেণির ধর্ম শিক্ষা বিষয়ের শিক্ষক সহায়িকার কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য কী কী কৌশল অবলম্বন করা যায় তা পোস্টার পেপারে লিখতে বলুন।

২. প্রয়োজনীয় উপকরণ সবরাহ করুন।

৩. দলগত কাজ ১৫ মিনিটের মধ্যে শেষ করতে বলুন।

৪. দলগত কাজ মনিটরিং করুন।

৫. দলগত কাজ শেষ হলে উপস্থাপন করতে বলুন।

৬. উপস্থাপন শেষে মাল্টিমিডিয়ায় **সহায়ক তথ্য ০৪** এর **অংশ-খ** এর নির্ধারিত অংশটুকু প্রদর্শন করুন। অংশগ্রহণকারীগণকে নীরবে পড়তে বলুন। প্রয়োজনে তথ্যপুস্তকের সহায়তা নিতে বলুন।

৭. প্রয়োজনীয় ফিডব্যাক দিয়ে অংশ-খ এর কাজ শেষ করুন।

| অংশ-গ | অধিবেশন মূল্যায়ন ও সমাপনী | সময়: ১০ মিনিট |
|---|---|---|

নমুনা প্রশ্ন:

১. কয়েকজনকে ধর্মশিক্ষা বিষয়ের শিক্ষক সহায়িকার ১টি করে বৈশিষ্ট্য বলুন।

২. ধর্মশিক্ষা বিষয়ের শিক্ষক সহায়িকার ব্যবহারে আপনি কী কৌশল অবলম্বন করবেন? (কয়েকজনকে দৈবচয়নের ভিত্তিতে প্রশ্ন করুন)

অতঃপর ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে অধিবেশন-৪ সমাপ্ত করুন।

| সহায়ক তথ্য ১২ | ধর্মশিক্ষা বিষয়ের শিক্ষক সহায়িকা পর্যালোচনা |
|---|---|

**অংশ-ক:**

**ধর্মশিক্ষা বিষয়ের শিক্ষক সহায়িকার বৈশিষ্ট্য:**

১. শিক্ষক সহায়িকায় বিষয়বস্তু শিক্ষাক্রমের আলোকে রচিত হয়েছে।

২. প্রতিটি পাঠে নির্দিষ্ট শিখনফলের প্রতিফলন ঘটেছে।

৩. তাত্ত্বিক বিষয়ের সাথে সাথে ব্যবহারিক বিষয়ের উপরও গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।

৪. শিক্ষক সহায়িকায় শিক্ষাক্রমের ভিত্তিতে অধ্যায়গুলো সন্নিবেশ করা হয়েছে।

৫. শিক্ষক সহায়িকায় শিক্ষাক্রমের ভিত্তিতে শ্রেণিভিত্তিক সহজ থেকে কঠিন অধ্যায়গুলো সন্নিবেশ করা হয়েছে। প্রতিটি অধ্যায়কে একাধিক পাঠে বিভাজন করা হয়েছে।

৬. নিজ ধর্মীয় বিশ্বাস, সৃষ্টিকর্তা, মনীষীদের জীবনী, ধর্মীয় আচার-রীতি, দৈনন্দিন জীবনে প্রতিপালনীয় বিষয় সম্পর্কে শিশুদের ধারণা দেওয়ার জন্য বিষয়বস্তু সন্নিবেশন করা হয়েছে। নাগরিক হিসেবে দায়িত্ব-কর্তব্য, সামাজিক গুণাবলি অর্জনের জন্য মিলেমিশে থাকা ইত্যাদি বিষয় যুক্ত করা হয়েছে।

৭. শিক্ষক সহায়িকায় প্রাসঙ্গিক রঙিন ছবি, চার্ট ও ছক সন্নিবেশিত আছে।

**অংশ-খ:**

**ধর্মশিক্ষা বিষয়ের শিক্ষক সহায়িকার ব্যবহার কৌশল:**

শিক্ষাক্রমে বর্ণিত শিখনফলসমূহ সঠিকভাবে অর্জনের উদ্দেশ্যে শিখন-শেখানো কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে শিক্ষক নিচের বিষয়গুলো অনুসরণ করবেন-

১. প্রতিটি পাঠ শুরুর পূর্বে পাঠ-সংশ্লিষ্ট বিষয়বস্তু, শিখনফল ও শিখন-শেখানো কার্যাবলী মনোযোগ সহকারে পড়ে প্রস্তুতি গ্রহণ করবেন।

২. শিখন নিশ্চিতকরণে প্রত্যেক শিক্ষার্থীর শিখন চাহিদা বিবেচনা করবেন।

৩. সার্বিক মানসিক ও ভাষাগত বৈচিত্র্য বিবেচনায় শিখন শেখানো কৌশল নির্ধারণ করবেন।

৪. শিখন-শেখানো কার্যাবলি পরিচালনার ক্ষেত্রে যথাসম্ভব শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক পদ্ধতি ও কৌশল অবলম্বন করবেন।

৫. শিখন-শেখানো কার্যক্রমকে অন্তর্ভূক্তিমূলক (Inclusive) করার জন্য শারীরিক ও মানসিক সক্ষমতা ভেদে সকল শিক্ষার্থী যেন শ্রেণি কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করতে পারে, তা নিশ্চিত করবেন।

৬. সম্ভব হলে শিক্ষক পাঠের সময় সহায়িকার প্রতি পাঠে বর্ণিত উপকরণসমূহ যথাযথভাবে ব্যবহারের চেষ্টা করবেন।

৭. পাঠ-সংশ্লিষ্ট পরিকল্পিত কাজ সম্পন্ন করার জন্য শিক্ষক সহায়িকায় নির্দেশনা যথাসম্ভব অনুসরণ করবেন।

যেমন-

- কাজটি সম্পন্ন করার জন্য সময় নির্দিষ্ট করে দিবেন।
- শিক্ষার্থী কাজটি করবে এবং শিক্ষক প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে সহায়তা প্রদান করবেন।
- পাঠ-সংশ্লিষ্ট হাতে-কলমে কাজসমূহ বিশেষ গুরুত্বসহকারে সম্পন্ন করবেন।
- যেসকল শিক্ষার্থীর শিখন দুর্বলতা রয়েছে তাদের ক্ষেত্রে বিশেষ নজর দিবেন।
- শিক্ষার্থীর শিখন ধারণা/ভুল ধারণা/অসম্পূর্ন ধারণা/প্রয়াসের ক্ষেত্রে ইতিবাচক থাকবেন এবং শিক্ষার্থীকে ধারণা প্রকাশে উৎসাহ প্রদান করবেন। সময় নিয়ে যুক্তিনির্ভর ও ফলপ্রসূ আলোচনার জন্য এ সকল ধারণা ব্যবহার করবেন।
- একক/দলগতকাজ শিক্ষার্থীদের দিয়ে উপস্থাপন করবেন।
- প্রত্যেক শিক্ষার্থীর সামাজিক মর্যাদাবোধ সম্পর্কে সচেতন থাকবেন।

| অধিবেশন: ১৩ | ধর্মশিক্ষা বিষয়ে শিখন শেখানো পদ্ধতি ও কৌশল |
|---|---|

**শিখনফল:**

**এ অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ-**

ক. ধর্মশিক্ষা বিষয়ের পাঠ্যপুস্তক ও শিক্ষক সহায়িকার মধ্যে সম্পর্ক চিহ্নিত করতে পারেবেন;

খ. ধর্মশিক্ষা বিষয়ের পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তু উপস্থাপন পদ্ধতি ও কৌশল ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

**সময়:** ১ ঘন্টা ৩০ মিনিট

**পদ্ধতি ও কৌশল:** প্রশ্নোত্তর, অভিজ্ঞতা বিনিময়, আলোচনা, দলগত কাজ

**উপকরণ:** পাঠ্যপুস্তক, শিক্ষক সহায়িকা, তথ্যপত্র, কর্মপত্র, আবশ্যকীয় শিখনক্রম, পোস্টার পেপার, ল্যাপটপ, মাল্টিমিডিয়া ইত্যাদি।

| অংশ-ক | ধর্মশিক্ষা বিষয়ের পাঠ্যপুস্তক ও শিক্ষক সহায়িকার মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন | সময়: ৩০ মিনিট |
|---|---|---|

১. প্রশিক্ষণার্থীদের শুভেচ্ছা জানিয়ে আজকের অধিবেশন শুরু করুন।

২. প্রশিক্ষণাথীদের ৪টি দলে ভাগ করুন।

৩. প্রতিটি দলকে ধর্মশিক্ষা বিষয়ের যেকোন শ্রেণির ১টি করে পাঠ্যপুস্তক ও শিক্ষক সহায়িকা (ইসলাম, হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টধর্ম শিক্ষা, ৪টি দল আলাদা ধর্মের পাঠ্যপুস্তক ও শিক্ষক সহায়িকা পাবে) ও প্রয়োজনীয় উপকরণ দলে সরবরাহ করুন।

৪. প্রত্যেক দলে **সহায়ক তথ্যের** এর **অংশ-ক** এর **কর্মপত্র-১** সরবরাহ করে প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা প্রদান করুন।

৫. দলগত কাজের জন্য ১০ মিনিট সময় প্রদান করুন।

৬. দলের কাজ মনিটরিং করুন এবং প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করুন।

৭. দলগত কাজ শেষে উপস্থাপন করতে বলুন এবং প্রয়োজনীয় আলোচনা করে অংশ-ক এর কাজ শেষ করুন।

| অংশ-খ | ধর্মশিক্ষা বিষয়ের পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তু উপস্থাপন পদ্ধতি ও কৌশল | সময়: ৫০ মিনিট |
|---|---|---|

১. প্রশ্ন করুন-

- **একটি পাঠ সুষ্ঠুভাবে উপস্থাপনের জন্য কী প্রয়োজন?**

২. কয়েক জনের মতামত বোর্ডে লিখুন এবং শ্রেণিতে পাঠ উপস্থাপনে আবশ্যকীয় অংশ হিসেবে পদ্ধতি ও কৌশলের গুরুত্ব তুলে ধরুন।

৩. শিক্ষক সহায়িকা হতে একটি পাঠ পরিকল্পনা মাল্টিমিডিয়ায় প্রদর্শন করে বিভিন্ন ধাপ ও উপাদানের ব্যাখ্যা দিন।

৪. **সহায়ক তথ্য-০৫** এর **অংশ-খ** এর **তথ্যছক** টি মাল্টিমিডিয়া/ পোস্টার পেপারে প্রদর্শন করে ব্যাখ্যা করুন।

৫. যে কোন শ্রেণির ৪টি ধর্মের শিক্ষক সহায়িকা থেকে **কর্মপত্র-২** পূরণ করতে বলুন।

৬. দলগত কাজের জন্য ১০ মিনিট সময় প্রদান করুন।

৭. দলগত কাজ শেষে উপস্থাপন করতে বলুন।

৮. প্রয়োজনীয় আলোচনা শেষে অংশ-খ এর কাজ শেষ করুন।

| **অংশ-গ** | **অধিবেশন মূল্যায়ন ও সমাপনী** | **সময়: ১০ মিনিট** |
|---|---|---|

নমুনা প্রশ্ন:

১. শিক্ষক সহায়িকা ও পাঠ্যপুস্তকের মধ্যকার সম্পর্ক কী?

২. ধর্মশিক্ষা বিষয়ের পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তু উপস্থাপনের ২টি করে পদ্ধতি ও কৌশল বলুন।

অতঃপর ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে অধিবেশন-৫ সমাপ্ত করুন।

| সহায়ক তথ্য ১৩ | ধর্মশিক্ষা বিষয়ে শিখন শেখানো পদ্ধতি ও কৌশল |
|---|---|

**অংশ-ক:**

**কর্মপত্র- ১**

**বিষয়:**

পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তু ও শিক্ষক সহায়িকার মধ্যে সম্পর্ক

| ক্রমিক নম্বর | ধর্মশিক্ষা বিষয়ের বিষয়বস্তু | পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তু | | শিক্ষক সহায়িকা | | উপস্থাপন পদ্ধতি ও কৌশল |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | শ্রেণি | অধ্যায় | শ্রেণি | পাঠ | |
| ১ | স্রষ্টা ও সৃষ্টির প্রতি আস্থা ও বিশ্বাস | | | | | |
| ২ | ধর্মের আদর্শ অনুসরণে নৈতিক, মানবিক ও আধ্যাত্মিক গুণাবলি অর্জন | | | | | |
| ৩ | ধর্মীয় অনুশাসন ও নৈমিত্তিক প্রার্থনা | | | | | |
| ৪ | নিজ ধর্মাচার ও অন্য ধর্মের প্রতি সহনশীলতা | | | | | |
| ৫ | জীবসহ প্রকৃতি ও পৃথিবীর প্রতি ভালোবাসা | | | | | |

**অংশ-খ:**

**তথ্য ছক:**

| ক্রমিক নম্বর | দলের নাম | নির্বাচিত পাঠ | পাঠের বিষয়বস্তু | শিখন শেখানো পদ্ধতি ও কৌশল | মন্তব্য |
|---|---|---|---|---|---|
| ১ | ১ (ইসলাম) | ৩য় শ্রেণি, পাঠ ৩, পৃষ্ঠা ৫৬, (শিক্ষক সহায়িকা অনুসারে) | ওযু করার নিয়ম | ভূমিকাভিনয়, পর্যবেক্ষণ, আলোচনা | |
| ২ | ২ (হিন্দু) | ৫ম শ্রেণি, পাঠ ১, পৃষ্ঠা ১৬, (শিক্ষক সহায়িকা অনুসারে) | ঈশ্বরের স্বরূপ এবং উপাসনা ও প্রার্থনা | ভূমিকাভিনয়, পর্যবেক্ষণ, আলোচনা | |
| ৩ | ৩ (খ্রিষ্টান) | ১ম শ্রেণি, ৪র্থ অধ্যায়, পাঠ-১, পৃষ্ঠা ৩৪, (শিক্ষক সহায়িকা অনুসারে) | খ্রিষ্টধর্মের বিভিন্ন উৎসব, | প্রদর্শন, আলোচনা | |
| ৪ | ৪ (বৌদ্ধ) | ১ম শ্রেণি, ৩য় অধ্যায়, পৃষ্ঠা ১০-১১, (শিক্ষক সহায়িক অনুসারে) | নিত্যকর্ম বন্দনা | ভূমিকাভিনয়, পর্যবেক্ষণ, আলোচনা | |

**কর্মপত্র- ২**

| ক্রমিক নম্বর | দলের নাম | নির্বাচিত পাঠ | পাঠের বিষয়বস্তু | শিখন শেখানো পদ্ধতি ও কৌশল | মন্তব্য |
|---|---|---|---|---|---|
| ১ | ১ (ইসলাম) | | | | |
| ২ | ২ (হিন্দু) | | | | |
| ৩ | ৩ (খ্রিষ্টান) | | | | |
| ৪ | ৪ (বৌদ্ধ) | | | | |

বি. দ্র. পাঠ পরিকল্পনা অনুসরণের ক্ষেত্রে পরিমার্জিত শিক্ষাক্রম অনুসারে প্রণীত পাঠ পরিকল্পনা ব্যবহার করবেন।

| অধিবেশনঃ ১৪ | পাঠ পরিকল্পনাঃ ধর্মশিক্ষা |
|---|---|

**শিখনফলঃ**

**এ অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ-**

ক. ধর্মশিক্ষা বিষয়ের শিক্ষক সহায়িকা অনুসারে পাঠ পরিকল্পনার ধাপ ও উপাদানসমূহ চিহ্নিত করতে পারবেন;

খ. শিক্ষক সহায়িকাতে প্রণীত পাঠ পরিকল্পনা অনুসারে পাঠ উপস্থাপনের সক্ষমতা অর্জন করবেন।

**সময়ঃ** ১ ঘন্টা ৩০ মিনিট।

**পদ্ধতি ও কৌশলঃ** প্রশ্নোত্তর, আলোচনা, প্রদর্শন, দলগত কাজ।

**উপকরণঃ** তথ্যপুস্তক, মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর, পোস্টার পেপার, মার্কার।

| অংশ-ক | ধর্মশিক্ষা বিষয়ের শিক্ষক সহায়িকা অনুসারে পাঠ পরিকল্পনার ধারণা | সময়ঃ ১০ মিনিট |
|---|---|---|

১. প্রশিক্ষণার্থীদের শুভেচ্ছা জানিয়ে এবং প্রশিক্ষণ কক্ষে আনন্দদায়ক পরিবেশ সৃষ্টি করে আজকের অধিবেশন শুরু করুন।

২. বোর্ডের মাঝখানে নিচের প্রশ্নটি লিখুন-

- **পাঠ পরিকল্পনা কী?**

৩. প্রশিক্ষণার্থীদের ২ মিনিট চিন্তা করে উত্তর দিতে বলুন।

৪. উত্তরগুলো বোর্ডে লিখুন।

৫. লেখা শেষে সবগুলো উত্তর পড়ে শোনান এবং আরো কোন তথ্য সংযোগ করার থাকলে তা সংযোগ করে যুক্তি সংগত আলোচনার মাধ্যমে পাঠ পরিকল্পণার ধারণা স্পষ্ট করুন।

| অংশ-খ | ধর্মশিক্ষা বিষয়ের শিক্ষক সহায়িকা অনুসারে পাঠ পরিকল্পনার ধাপ ও উপাদানসমূহ | সময়ঃ ২০ মিনিট |
|---|---|---|

১. ধর্মশিক্ষা বিষয়ের শিক্ষক সহায়িকার একটি পাঠ পরিকল্পনা/ **সহায়ক তথ্য ০৬** এর **অংশ-খ** মাল্টিমিডিয়ায় প্রদর্শন করে প্রশিক্ষণার্থীদের তা মনোযোগ দিয়ে দেখতে বলুন।

২. এবার প্রশ্ন করুন-

- **পাঠ পরিকল্পনাটিতে কয়টি ধাপ আছে এবং তা কি কি?**

৩. উত্তরগুলো শুনুন এবং আলোচনার মাধ্যমে পাঠপরিকল্পনার ধাপ সম্পর্কে প্রশিক্ষণার্থীদের ধারনা সুস্পষ্ট করুন।

৪. এবার প্রশ্ন করুন-

- **পাঠ পরিকল্পনার উপাদানসমূহ কী কী?**

৫. উত্তরগুলো শুনুন এবং যুক্তিসংগত আলোচনার মাধ্যমে পাঠপরিকল্পনার উপাদান সম্পর্কে প্রশিক্ষণার্থীদের ধারণা সুস্পষ্ট করুন।

| অংশ-গ | শিক্ষক সহায়িকাতে প্রণীত পাঠ পরিকল্পনা অনুসারে পাঠ উপস্থাপনের প্রস্তুতি | সময়ঃ ২০ মিনিট |
|---|---|---|

১. প্রশিক্ষণার্থীদের ৪টি দলে ভাগ করুন।

২. প্রতিটি দলকে ধর্মশিক্ষা বিষয়ের যেকোন শ্রেণির ১টি করে পাঠ্যপুস্তক ও শিক্ষক সহায়িকা (ইসলাম, হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টধর্ম শিক্ষা, ৪টি দল আলাদা ধর্মের পাঠ্যপুস্তক ও শিক্ষক সহায়িকা পাবে) ও প্রয়োজনীয় উপকরণ দলে সরবরাহ করুন।

৩. প্রত্যেক দলকে তাদের প্রাপ্ত সহায়িকা থেকে একটি পাঠ বাছাই করে পাঠ উপস্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি নিতে সহায়তা করুন।

| অংশ-ঘ | শিক্ষক সহায়িকাতে প্রণীত পাঠ পরিকল্পনা অনুসারে পাঠ উপস্থাপন অনুশীলন | সময়ঃ ৩৫ মিনিট |
|---|---|---|

১. প্রস্তুতি শেষ হলে লটারির মাধ্যমে পাঠ প্রদর্শনের জন্য একটি দলকে পাঠ উপস্থাপনের জন্য ডাকুন।

২. অবশিষ্ট তিন দল থেকে ০৩ জনকে পর্যবেক্ষক নিয়োগ করুন।

৩. **সহায়ক তথ্য-৬** এর **পাঠ পর্যবেক্ষণ ছক** সরবরাহ করুন।

৪. পাঠ শেষে পর্যবেক্ষকগণের মতামত শুনুন।

৫. অন্য কেউ কোন মতামত দিতে চাইলে তা শুনুন এবং প্রয়োজনীয় আলোচনা শেষে অংশ-ঘ সমাপ্ত করুন।

| অংশ-ঙ | অধিবেশন মূল্যায়ন ও সমাপনী | সময়ঃ ৫ মিনিট |
|---|---|---|

নমুনা প্রশ্নঃ

১. পাঠ পরিকল্পনা কী?

২. পাঠ পরিকল্পনার ধাপগুলো বলুন।

৩. পাঠ পরিকল্পনার উপাদানসমূহ কী কী?

প্রশিক্ষণার্থীদের মতামত শুনুন। প্রয়োজনে ফিডব্যাক দিন।

অতঃপর ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে অধিবেশন-৬ সমাপ্ত করুন।

| সহায়ক তথ্য ১৪ | পাঠ পরিকল্পনা: ধর্মশিক্ষা |
|---|---|

**অংশ: খ**

**নমুনা পাঠ পরিকল্পনা:**

<table>
<tr><td rowspan="4">পরিচিতি</td><td colspan="3">শিক্ষকের নাম:</td><td>বিষয়: ধর্ম শিক্ষা</td></tr>
<tr><td colspan="3">শ্রেণি: দ্বিতীয়</td><td>শিক্ষার্থী সংখ্যা:</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="2">শাখা:<br><br>সময়:</td><td>উপস্থিতি:</td></tr>
<tr><td>তারিখ:</td></tr>
<tr><td>পাঠ</td><td colspan="4">পাঠ শিরোনাম: সৃষ্টিজগতের প্রতি মহান আল্লাহর অনুগ্রহ</td></tr>
<tr><td>শিখনফল</td><td colspan="4">১.১.১ সৃষ্টিজগতের প্রতি মহান আল্লাহর অনুগ্রহসমূহ চিহ্নিত করতে পারবে।</td></tr>
<tr><td colspan="5">উপকরণ: পাঠের ছবি/ভিডিও, চার্ট, কার্ড।</td></tr>
<tr><td>ধাপ</td><td>বিষয়</td><td colspan="2">শিখন শেখানো কার্যক্রম</td><td>সময়</td></tr>
<tr><td rowspan="3">প্রস্তুতি</td><td>কুশল বিনিময় ও শিখন সহায়ক পরিবেশ তৈরি</td><td colspan="2">শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করে শিক্ষার্থীদের সাথে সালাম ও কুশল বিনিময়ের মাধ্যমে শিখন পরিবেশ তৈরি করবেন।</td><td rowspan="3">১০ মিনিট</td></tr>
<tr><td>পূর্বজ্ঞান/ পূর্বপাঠের জ্ঞান যাচাই</td><td colspan="2">পূর্বজ্ঞান যাচাইয়ের জন্য একটি করে ছবি (ফুল ও ফলের) প্রদর্শন করে শিক্ষার্থীদের কাছে জানতে চাইবেন-<br>১. এটি কিসের ছবি?<br>২. আমরা ফুল ফল কোথা হতে পাই?</td></tr>
<tr><td>পাঠ ঘোষণা</td><td colspan="2">অতঃপর শিক্ষার্থীদের উত্তরের সূত্র ধরে আজকের পাঠের শিরোনাম সৃষ্টিজগতের প্রতি মহান আল্লাহর অনুগ্রহ ঘোষনা করবো ও বোর্ডে লিখে দিবো।</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td rowspan="2">উ<br>প<br>স্থা<br>প<br>ন</td><td>বিষয়বস্তু</td><td>মহান আল্লাহ আমাদের সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টিজগতের প্রতি রয়েছে তাঁর অপরিসীম অনুগ্রহ। তিনি শিশুর জন্য মায়ের বুকে দুধের ব্যবস্থা করেন। তিনি সৃষ্টিজগতকে খাদ্য, পানি, আলো, বাতাস দিয়ে বাঁচিয়ে রাখেন।<br>আমরা মাছ-মাংস, শাকসবজি, ফল-ফলাদিসহ যেসব খাদ্যদ্রব্য খেয়ে বেঁচে থাকি– এ সবই আমাদের প্রতি তাঁর অনুগ্রহ। তিনি আমাদের উপকারের জন্য আলো-বাতাস, পানি-মাটি, গাছপালা, পাহাড়-পর্বত, নদ-নদীসহ হাজারো উপকরণ সৃষ্টি করেছেন। এসবই আমাদের প্রতি তাঁর অনুগ্রহ বা দয়া। আল্লাহ তা'আলা কেবল আমাদেরই দয়া করেন না। তিনি গাছপালা, পশু-পাখি, জীব-জন্তুকেও দয়া করেন। এদেরও খাবারের ব্যবস্থা আল্লাহ তা'আলাই করে থাকেন। আলো-বাতাস, মাটি ও পানি আল্লাহর দান।<br>আল্লাহর এসব দান সবার জন্য।<br>পানির অভাবে খাল-বিল শুকিয়ে যায়; গাছপালা মরে যায়; ফসলের মাঠ ফেটে চৌচির হয়ে যায়। আল্লাহর রহমতে আকাশে মেঘ জমা হয়; বৃষ্টি ঝরে; খাল-বিল পানিতে ভরে যায়। খেত-খামার সতেজ-শ্যামল হয়ে ওঠে। সোনালি ফসলে মাঠ ভরে যায়। এ সবকিছু হয় আল্লাহ তা'আলার অসীম দয়ায়। আলো-বাতাস আমরা বানাতে পারি না; পানি, মেঘ, বৃষ্টিও আমরা বানাতে পারি না। এসব আল্লাহ তা'আলাই সৃষ্টি করেছেন। আর এসব দিয়ে আল্লাহ তা'আলা বিশ্বজগতকে সাজিয়ে আমাদের বসবাসের জন্য উপযোগী করেছেন। তাই তাঁর এ সকল অনুগ্রহ পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে আমাদের ইমান/বিশ্বাস সুদৃঢ় করবো এবং তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ হয়ে তাঁকে ভালোবেসে তাঁর ইবাদত অনুশীলন করবো।</td><td rowspan="2">৩০ মিনিট</td></tr>
<tr><td>শিখন-শেখানো কার্যাবলি</td><td>১. শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করে শিক্ষার্থীদের সাথে সালাম ও কুশল বিনিময়ের মাধ্যমে শিখন পরিবেশ তৈরি করবেন।<br>২. পূর্বজ্ঞান ও অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য তিনি শিক্ষার্থীদের শ্রেণিকক্ষের বাইরে নিয়ে যাবেন, যেখানে তারা সহজে পারিপার্শ্বিক পরিবেশ পর্যবেক্ষণ করে সৃষ্টিজগতের প্রতি মহান আল্লাহর অনুগ্রহ পর্যবেক্ষণ করতে পারে। বাইরে নেওয়া সম্ভব না হলে তিনি শিক্ষার্থীদের শ্রেণিকক্ষ থেকে বাইরে তাকিয়ে তা পর্যবেক্ষণ করতে বলতে পারেন। পূর্ব অভিজ্ঞতা যাচাইয়ের জন্য এরপর তিনি প্রশ্ন করবেন:<br>• তোমরা মহান আল্লাহর সৃষ্টিজগতে কী কী পর্যবেক্ষণ করেছো?<br>• সৃষ্টিজগতের প্রতি তাঁর কী কী অনুগ্রহ প্রত্যক্ষ করেছো?<br>৩. উত্তর পাওয়ার জন্য ন্যূনতম ৩-৫ সেকেন্ড অপেক্ষা করবেন। ২-৩ জন শিক্ষার্থীর উত্তর শুনবেন।<br>৪. শিক্ষার্থীদের দেওয়া উত্তরের ভিত্তিতে আজকের পাঠের শিরোনাম ঘোষনা করে বোর্ডে লিখবেন।<br>৫. শিক্ষার্থীদের উত্তরের সূত্র ধরে আজকের পাঠের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করবেন:</td></tr>
</table>

| | | | |
|---|---|---|---|
| | উপস্থাপন ও আলোচনা<br><br>দলগত কাজ<br><br>একক কাজ | 'আজ মানুষ ও অন্য সকল সৃষ্টির প্রতি মহান আল্লাহর অনুগ্রহ সম্পর্কে জানার মাধ্যমে তাঁর প্রতি আমাদের আস্থা ও বিশ্বাস সুদৃঢ় করতে সচেষ্ট হব।'<br>শিক্ষক সম্ভব হলে সৃষ্টিজগতের প্রতি মহান আল্লাহর অনুগ্রহ সম্পর্কিত ছবি/ভিডিও প্রদর্শন করবেন।<br><br>শিক্ষক নিচের প্রশ্নের মাধ্যমে কাজটি করাবেন।<br>• সৃষ্টিজগতের প্রতি মহান আল্লাহর অনুগ্রহসমূহ কী?<br>উত্তর পাওয়ার জন্য শিক্ষক কিছুক্ষণ (৫-৭ সেকেন্ড) অপেক্ষা করবেন।<br>শিক্ষক মাইন্ড ম্যাপিং পদ্ধতিতে উত্তরগুলোর তালিকা বোর্ডে প্রদর্শন করবেন। (শিক্ষার্থী বলবে শিক্ষক উত্তরগুলো বোর্ডে লিখবেন। ভুল হলে তাও লিখবেন। একজন শিক্ষার্থীর উত্তর সম্পর্কে অন্য শিক্ষার্থীর মতামত নিবেন।<br>ভুল উত্তর দিলে অথবা উত্তর দিতে না পারলে প্রয়োজনীয় সহায়তা [ফিডব্যাক] দিবেন।<br>শিক্ষার্থীদের উত্তর শোনার পর শিক্ষক বিষয়বস্তুর ধারণা আরও সুস্পষ্ট করবেন।<br><br>মহান আল্লাহর অনুগ্রহ হিসেবে ১টি করে ফল/ফুলের ছবি আঁকবে। | |
| | সারসংক্ষেপ | ক্লাস পরিসমাপ্তির পূর্বে শিক্ষক পরবর্তী ক্লাসের বিষয়বস্তুর ইঙ্গিতসহ আজকের পাঠের সারসংক্ষেপ উপস্থাপন করবেন। | |
| **মূল্যায়ন** | | শিক্ষার্থীদের পাঠ যাচাইয়ের জন্য নিম্নরূপ প্রশ্ন করবেন-<br>১) আমরা ফুল, ফল কার অনুগ্রহে পাই?<br>২) ফুল, ফল ছাড়াও আরও ২ টি মহান আল্লাহর অনুগ্রহের নাম বল। | **১০ মিনিট** |
| | পাঠ সমাপ্তি | সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে শ্রেণিকক্ষ ত্যাগ করবেন। | |

**অংশ-ঘঃ**

**পাঠ পর্যবেক্ষণ ছকঃ**

**শ্রেণিঃ** | **বিষয়ঃ**

**পাঠের শিরোনামঃ** | **শিক্ষকের নামঃ**

| ক্রমিক নম্বর | মূল্যায়ন সূচক | হ্যাঁ | না | মোটামুটি | পর্যালোচনামূলক মতামত |
|---|---|---|---|---|---|
| ১. | পাঠ পরিকল্পনার সাথে পাঠ উপস্থাপন সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল কি-না? | | | | ১.পাঠের সবল দিকসমূহঃ |
| ২. | শ্রেণিকক্ষ ব্যবস্থাপনা যথাযথ ছিল কি-না? | | | | |
| ৩. | শুভেচ্ছা বিনিময় ও পাঠ শিরোনাম ঘোষণা হয়েছিল কি-না? | | | | |
| ৪. | যোগ্যতা ও শিখনফল অনুসারে বিষয়বস্তু সঠিক ছিল কি-না? | | | | |
| ৫. | শিক্ষার্থীদের পূর্বজ্ঞান যাচাইয়ের জন্য প্রশ্ন করেছেন কি-না? | | | | |
| ৬. | বিষয়বস্তু অনুসারে উপস্থাপন পদ্ধতি ও কৌশল সঠিক ছিল কি-না? | | | | |
| ৭. | শিক্ষকের পাঠের প্রস্তুতি যথাযথ ছিল কি-না? | | | | |
| ৮. | উপস্থাপন শেষে পাঠ্যপুস্তকের সাথে সংযোগ স্থাপন হয়েছিল কি-না? | | | | |
| ৯. | শিখনফল অর্জনে পরিকল্পিত কাজ সমূহ যথার্থ ছিল কিনা? | | | | ২.পাঠের উন্নয়নের ক্ষেত্রসমূহঃ |
| ১০. | যথাযথ উপকরণ নির্ধারণ ও তার ব্যবহার যথার্থ ছিল কি-না? | | | | |
| ১১. | একক/জোড়ায়/দলগত কাজ যথাযথভাবে করা হয়েছে কি-না? | | | | |
| ১২. | পাঠ উপস্থাপনে কোন প্রক্রিয়া ও কৌশল ব্যবহার করা হয়েছে? | | | | |
| ১৩. | শিক্ষকের নিকট শিক্ষাক্রম এবং বিষয়বস্তু ধারণা স্পষ্ট ছিল কি-না? | | | | |
| ১৪. | শিক্ষার্থীদের চিন্তন ও অনুশীলনের জন্য সুযোগ প্রদান করেছেন কি-না? | | | | |
| ১৫. | শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণমূলক অনুশীলন কৌশল প্রয়োগ হয়েছিল কি-না? | | | | |
| ১৬. | শিখনফলভিত্তিক মূল্যায়ন কৌশল ছিল কি-না? | | | | |
| ১৭. | মূল্যায়ন এবং ফলাবর্তনের ক্ষেত্রে শিক্ষকের ভূমিকা কেমন ছিল? | | | | |
| ১৮. | শিক্ষার্থীরা শিখনফল অর্জন করতে পেরেছে কি-না? | | | | |

| অধিবেশন: ১৫ | ধর্মশিক্ষা বিষয়ে মূল্যায়ন কৌশল |
|---|---|

**শিখনফল:**

**এ অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ-**

ক. ধর্মশিক্ষা বিষয়ের মূল্যায়নের উদ্দেশ্য বর্ণনা করতে পারবেন;

খ. ধর্মশিক্ষা বিষয়ের বিভিন্ন মূল্যায়ন পদ্ধতি ও কৌশল বর্ণনা করতে পারবেন;

গ. ধর্মশিক্ষা বিষয়ে মূল্যায়ন পদ্ধতি ও কৌশল ব্যবহার করে শিক্ষার্থীর শিখন অগ্রগতি যাচাই এর জন্য বিভিন্ন ধরনের টুলস তৈরি করতে পারবেন।

**সময়:** ১ ঘন্টা ৩০ মিনিট।

**পদ্ধতি ও কৌশল:** প্রশ্নোত্তর, আলোচনা, প্রদর্শন, দলগত কাজ।

**উপকরণ:** তথ্যপুস্তক, মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর, পোস্টার পেপার, মার্কার।

| অংশ-ক | ধর্মশিক্ষা বিষয়ের মূল্যায়নের উদ্দেশ্য | সময়: ১০ মিনিট |
|---|---|---|

**১.** প্রশিক্ষণার্থীদের শুভেচ্ছা জানিয়ে এবং প্রশিক্ষণ কক্ষে আনন্দদায়ক পরিবেশ সৃষ্টি করে আজকের অধিবেশন শুরু করুন।

২. বোর্ডের মাঝখানে মাইন্ডম্যাপিং আকারে নিচের প্রশ্নটি লিখুন-

- **ধর্মশিক্ষা বিষয়ের মূল্যায়নের উদ্দেশ্য কী?**

৩. দৈবচয়নের ভিত্তিতে ৫/৬ জনকে বলতে বলুন।

৪. প্রাপ্ত উত্তরগুলো একজন প্রশিক্ষণার্থীর সহায়তায় বোর্ডে লিখুন।

**৫. সহায়ক তথ্য-৭** এর **অংশ-ক** এর আলোকে ধর্ম শিক্ষা বিষয়ের মূল্যায়নের উদ্দেশ্য মাল্টিমিডিয়ার মাধ্যমে প্রদর্শন করুন।

৬. আলোচনা, ব্যাখ্যার মাধ্যমে মূল্যায়নের ধারণা সুস্পষ্ট করে অংশ-ক এর কাজ শেষ করুন।

| অংশ-খ | ধর্মশিক্ষা বিষয়ে মূল্যায়নের বিভিন্ন পদ্ধতি ও কৌশল | সময়: ৩০ মিনিট |
|---|---|---|

১. প্রশ্ন করুন-

- **ধর্মশিক্ষা বিষয়ে শিক্ষার্থী মূল্যায়ন কী কী পদ্ধতি ও কৌশলে করা যায়?**

২. প্রশিক্ষণাথীদের ১ মিনিট চিন্তা করে উত্তর দিতে বলুন।

৩. একজন প্রশিক্ষণার্থীর সহায়তায় উত্তরগুলো বোর্ডে লিখুন।

৪. এবার প্রশিক্ষণার্থীগণকে ৫টি দলে ভাগ করুন।

৫. প্রত্যেক দলকে প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণির শিক্ষক সহায়িকা বা পাঠ্যবই সরবরাহ করুন।

৬. প্রতিটি দল ১ম-৫ম শ্রেণির ধর্মশিক্ষা শিক্ষক সহায়িকা বা পাঠ্যবই থেকে শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন করার জন্য কি কি আইটেম বা পদ্ধতি ও কৌশল দেয়া আছে তা বের করে তালিকা করতে বলুন। এর জন্য ১০ মিনিট সময় প্রদান করুন।

৭. প্রতিটি দলকে তাদের দলগত কাজ উপস্থাপন করতে বলুন। প্রয়োজনে **সহায়ক তথ্য-৭** এর **অংশ- খ** এর আলোকে তাদের ধারণা স্পষ্ট করুন।

৮. সহায়ক তথ্যে প্রদত্ত ধর্ম শিক্ষা বিষয়ে মূল্যায়ন কৌশল ও পদ্ধতির তালিকা প্রদর্শন করুন এবং মিলিয়ে দেখতে বলুন।

৯. প্রয়োজনীয় আলোচনা শেষে অংশ-খ এর কাজ শেষ করুন।

| **অংশ-গ** | **ধর্মশিক্ষা বিষয়ে মূল্যায়ন কৌশল ব্যবহার করে শিক্ষার্থীর শিখন অগ্রগতি যাচাই এর জন্য টুলস তেরি** | **সময়: ৪৫ মিনিট** |
|---|---|---|

১. প্রশিক্ষণার্থীদের প্রশ্ন করুন-

- **গাঠনিক ও সামষ্টিক মূল্যায়নের ক্ষেত্রগুলো কী কী?**

২. কয়েকজনের উত্তর শুনুন।

| **সম্ভাব্য উত্তর:** |
|---|
| বিষয়জ্ঞান, নৈতিক আচরণ এবং নৈতিক মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গি। |

৩. প্রশিক্ষণার্থীদের পূর্বের দলে যেকোন শ্রেণির যেকোন একটি অধ্যায় নির্বাচন করতে বলুন।

৪. নির্বাচিত অধ্যায়টিতে শিক্ষার্থী মূল্যায়নে কী কী পদ্ধতি ও কৌশল অনুসরন করা হয়েছে তা প্রদত্ত ছকে পোষ্টার পেপারে লিপিবদ্ধ করতে বলুন।

| অধ্যায় | পাঠ্যাংশ | মূল্যায়ন পদ্ধতি | মূল্যায়ন কৌশল |
|---|---|---|---|
| | | | |

৫. লটারির মাধ্যমে ২টি দলকে দলগত কাজ উপস্থাপন করতে বলুন এবং ফিডব্যাক প্রদান করুন।

৬. প্রশিক্ষণার্থীগণকে প্রশ্ন করুন-

- **ধর্মশিক্ষা বিষয়ে মূল্যায়ন কাঠামোর বিবেচ্য বিষয়গুলো কী কী?**

| **সম্ভাব্য উত্তর:** মূল্যায়নের ক্ষেত্র, পদ্ধতি, কৌশল ও টুলস/উপকরণ |
|---|

**৭. সহায়ক তথ্যের (অংশ-গ** তে সংযুক্ত) আলোকে তাদের ধারণা স্পষ্ট করুন।

৮. এবার প্রশ্ন করুন-

- **ধর্মশিক্ষা বিষয়ে গাঠনিক মূল্যায়ন কীভাবে করা যায়?**

৯. কয়েকজনের উত্তর শুনুন। **সহায়ক তথ্য এর অংশ-গ** এর আলোকে তাদের স্পষ্ট করুন।

১০. প্রশ্ন করুন-

- **সামষ্টিক মূল্যায়ন কীভাবে করা যায়?**

১১. কয়েকজনের নিকট উত্তর শুনুন।

**১২.** সরকার/কর্তৃপক্ষের সর্বশেষ প্রণীত মূল্যায়ন নির্দেশিকার (**সহায়ক তথ্য**-৭ এর **অংশ-গ** তে সংযুক্ত) একটি নমুনা সামষ্টিক প্রশ্ন কাঠামো মাল্টিমিডিয়ায় প্রদর্শনপূর্বক আলোচনা করে একটি বিষয়বস্তু/অধ্যায় এর উপর সামষ্টিক মূল্যায়নের নমুনা অভীক্ষাপদ তৈরি করতে বলুন।

১৩. লটারির মাধ্যমে ১টি দলকে দলগত কাজ উপস্থাপন করতে বলুন।

১৪. প্রয়োজনীয় আলোচনার মাধ্যমে অংশ-গ এর কাজ শেষ করুন।

| **অংশ-ঘ** | **অধিবেশন মূল্যায়ন ও সমাপনী** | **সময়: ০৫ মিনিট** |
|---|---|---|

নমুনা প্রশ্ন:

১. মূল্যায়ন কী?

২. ধর্ম শিক্ষা বিষয়ের মূল্যায়নের উদ্দেশ্য কী?

৩. ধর্ম শিক্ষা বিষয়ে শিক্ষার্থী মূল্যায়ন কী কী পদ্ধতি ও কৌশলে করা যায়?

প্রশিক্ষণার্থীদের উত্তরসমূহ শুনুন। প্রয়োজনে ফিডব্যাক দিন।

অতঃপর ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে অধিবেশন-৭ সমাপ্ত করুন।

| | |
|---|---|
| **সহায়ক তথ্য ১৫** | **ধর্মশিক্ষা বিষয়ে মূল্যায়ন কৌশল** |

**অংশ-ক:**

**ধর্মশিক্ষা বিষয়ের মূল্যায়ন উদ্দেশ্য:**

প্রাথমিক স্তরের পরিমার্জিত শিক্ষাক্রমে (২০২১) শিক্ষার্থীর সার্বিক বিকাশকে গুরুত্ব দিয়ে ধর্ম শিক্ষা বিষয়ের জন্য শ্রেণি ও বিষয়ভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা নির্ধারণ করা হয়েছে। শিক্ষাক্রম প্রণয়নের সময় শিক্ষার্থী বিষয়বস্তুগত জ্ঞান, প্রয়োজনীয় দক্ষতা এবং নৈতিক মূল্যবোধ যেন অর্জন করতে পারে, সে দিকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। শ্রেণিকক্ষে অনুশীলনের মাধ্যমে প্রায়োগিক ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর মধ্যে যাতে নিজ ধর্মীয় মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গি বিকশিত হয় এবং অন্যান্য ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয় তা বিবেচনায় রেখে মূল্যায়নকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

**মূল্যায়নের উদ্দেশ্য:**

১) <u>শিক্ষার্থীর শিখনফল যাচাই:</u> শিক্ষার্থীরা নির্ধারিত শিখনফল কতটুকু অর্জন করেছে তা মূল্যায়নের মাধ্যমে নিরূপণ করা হয়।

২) <u>নৈতিক মূল্যবোধ বিকাশ:</u> শিক্ষার্থীদের নৈতিক মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গি কেমন বিকশিত হয়েছে তা পর্যবেক্ষণ করা।

৩) <u>শিখন ঘাটতি নির্ণয়:</u> ধারাবাহিক মূল্যায়নের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর শিখন দুর্বলতা চিহ্নিত করে তাৎক্ষণিক নির্দেশনা প্রদান করা।

৪) <u>শিক্ষকের শিক্ষাদান পদ্ধতির পর্যালোচনা:</u> শিক্ষকের ব্যবহৃত পদ্ধতি ও কৌশলের যথার্থতা নির্ধারণ করা এবং প্রয়োজনে পরিবর্তন আনা।

৫) <u>মানবিক আচরণ মূল্যায়ন:</u> শিক্ষার্থীর আবেগীয় দিক, মানবিক আচরণ ও মূল্যবোধ প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে মূল্যায়ন করা।

৬) <u>ধর্মীয় সংস্কৃতি, জ্ঞান ও রীতিনীতি:</u> শিক্ষার্থীর সাংস্কৃতিক দিকসমূহ বিশেষ করে ব্যক্তিক ও ধর্মীয় রীতিনীতি আচরণের প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে মূল্যায়ন করা যায়।

৭) <u>শিখন শেখানো প্রক্রিয়া উন্নয়ন:</u> মূল্যায়নের মাধ্যমে শিক্ষাক্রম, শিক্ষণ কৌশল ও শিক্ষকের নির্দেশনা আরও কার্যকর করা।

**অংশ-খ: ধর্মশিক্ষা বিষয়ে মূল্যায়ন পদ্ধতি ও কৌশল এর তালিকা**

তৃতীয় থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত শিখন-শেখানো কার্যক্রম পরিচালনায় শিক্ষার্থী মূল্যায়নে (জ্ঞান, অনুধাবন, প্রয়োগ, উচ্চতর চিন্তন দক্ষতা) যে সকল পদ্ধতি ও কৌশল প্রয়োগ করা হয়েছে তার সম্ভাব্য তালিকা নিম্নরূপ:

| | |
|---|---|
| • ছক পূরণ<br>• ছবি পর্যবেক্ষণপূর্বক বর্ণনা করা, তথ্য খুঁজে বের করে লিখা ও তথ্য সংযোজন করা<br>• সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন প্রদান<br>• সত্য-মিথ্যা নির্ণয় | • সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন<br>• রচনামূলক (জ্ঞান, অনুধাবন, প্রয়োগ) প্রশ্ন<br>• ভূমিকাভিনয়<br>• সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন<br>• শ্রেণিকরণ |

| | |
|---|---|
| • তালিকাকরণ<br>• ছক পূরণ<br>• ধারণাচিত্র<br>• শুন্যস্থান পূরণ<br>• শুন্যস্থানে উপযুক্ত শব্দ বসানো | • পার্থক্য করণ<br>• মাইন্ডম্যাপিং<br>• তালিকা থেকে শ্রেণিকরণ করা<br>• চার্ট পূরণ<br>• আলোচনা<br>• মিলকরণ |

**অংশ-গ:**

**মূল্যায়ন পদ্ধতি এবং উপকরণ বা টুলস :** ধর্মশিক্ষা বিষয়ে শিক্ষার্থীদের শিখন মূল্যায়নের জন্য বিভিন্ন ধরনের মূল্যায়ন পদ্ধতি নির্ধারণ করা হয়েছে। পদ্ধতিগুলো হলো, মৌখিক, লিখিত ও পর্যবেক্ষণ। শিক্ষার্থীদের বিষয়জ্ঞান যাচাইয়ের জন্য মৌখিক ও লিখিত পদ্ধতি ব্যবহার করা হবে। নৈতিক দক্ষতা এবং নৈতিক মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গি যাচাইয়ের জন্য ব্যবহার করা হবে পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি।

মৌখিক পদ্ধতির মূল্যায়নে শিক্ষার্থীরা মৌখিকভাবে উত্তর দিবে। শিক্ষক মৌখিকভাবে শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন করবেন বা কাজের নির্দেশনা দেবেন। লিখিত পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীরা লিখিতভাবে উত্তর করবে। পর্যবেক্ষণ পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীর নির্ধারিত দক্ষতা ও আচরণ (যা শিক্ষার্থীরা প্রদর্শন করবে) শিক্ষক পর্যবেক্ষণ করবেন। মৌখিক ও লিখিত মূল্যায়নের জন্য শিক্ষক টুলস হিসাবে মৌখিক মূল্যায়ন চেকলিস্ট ও লিখিত মূল্যায়ন চেকলিস্ট প্রণয়ন করে ব্যবহার করবেন। পর্যবেক্ষণ পদ্ধতির জন্য শিক্ষক পর্যবেক্ষণ চেকলিস্ট ব্যবহার করবেন। মূল্যায়ন কাঠামো থেকে এই সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যাবে। প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের সর্বশেষ নির্দেশনার আলোকে মূল্যায়ন সংরক্ষণ করবে।

**গাঠনিক মূল্যায়ন কৌশল: (নমুনা প্রশ্ন)**

**পর্যবেক্ষণ:**

১। প্রাকৃতিক/নৈসর্গিক দৃশ্যে আল্লাহ্‌র কী কী সৃষ্ট জীব ও বস্তু দেখেছ?

২। ছবিতে তাকবিরে তাহরিমা বা হাত তোলার দৃশ্যতে মেয়েরা কোথায় হাত বাঁধে?

৩। ছবি দেখে আল্লাহ্‌র সৃষ্টি জীব কোনটি বল? ইত্যাদি .. .. .. .. .. ..

**নিজ ধর্মের প্রতি মনোভাব:**

১. পবিত্র ধর্মগ্রন্থ আল –কুরআন এর প্রতি শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের মনোভাব প্রদর্শন করে কি-না ।

২. সৃষ্টিকর্তা হিসেবে আল্লাহ্‌র প্রতি প্রেম ও বিশ্বাসের প্রতিফলন ঘটে কি-না।

**মানবিক গুনাবলি:**

১. কেউ অসুস্থ হলে কী করো?

২. অসহায় মানুষকে সাহায্য করতে যাও কি?

৩. প্রাকৃতিক দুর্যোগে মানুষের জন্য কী করবে?

**ধর্মীয় জ্ঞান, রীতিনীতি:**

১। নিয়মিত ধর্ম চর্চা করো কি?

২। বড়োদের দেখে প্রথমেই কী করো?

৩। নিয়মিত পরিস্কার পরিচ্ছন্ন থাকো কি?

**দায়িত্ববোধঃ**

১। পিতা মাতার খেদমতে কি কি করো?

২। ধর্ম প্রচারের জন্য তুমি কী করো?

৩। বন্ধুদের মধ্যে ঝগড়া হলে তুমি কী করো? ইত্যাদি...

**সামষ্টিক মূল্যায়নের নমুনা কাঠামোঃ**

শিক্ষার্থী মূল্যায়ন নির্দেশিকা ১৪.১১.২৪ খ্রি.

**পরীক্ষার প্রশ্নপত্রের মানবণ্টন (তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণি)-২০২৪**

ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা, হিন্দুধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা,
খ্রিষ্টধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা এবং বৌদ্ধধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা)

সময়: ২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট পূর্ণমান: ১০০

| ক্র.নং | প্রশ্নের ধরন | মূল্যায়ন সূচক | প্রশ্নের মানবণ্টন |
|---|---|---|---|
| ১ | বহুনির্বাচনি (সঠিক উত্তর)- ১০টি | জ্ঞান-৪টি, দক্ষতা-৪টি, মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গি-২টি | ১x১০=১০ |
| ২ | শূণ্যস্থান পূরণ- ৫টি | জ্ঞান-২টি, দক্ষতা-২টি, মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গি-১টি | ২x৫=১০ |
| ৩ | বিকল্প নির্বাচনি (শুদ্ধ-অশুদ্ধ)- ৫টি | জ্ঞান-২টি, দক্ষতা-২টি, মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গি-১টি | ২x৫=১০ |
| ৪ | মিলকরণ (৫টি): ২টি অতিরিক্ত থাকবে। | দক্ষতা | ২x৫ =১০ |
| ৫ | অল্প কথায় উত্তর (৫টি) ২টি অতিরিক্ত প্রশ্ন থাকবে। | জ্ঞান-২টি, দক্ষতা-২টি, মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গি-১টি | ৪x৫=২০ |
| ৬ | বর্ণনামূলক প্রশ্ন (৫টি) ২টি অতিরিক্ত থাকবে। | জ্ঞান-২টি, দক্ষতা-২টি, মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গি-১টি | ৮x৫=৪০ |

১৪/১১/২০২৪

মোঃ সিরাজুল ইসলাম
উপসচিব (বিদ্যালয়-১)
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বি. দ্র- সরকার/কর্তৃপক্ষের সর্বশেষ প্রণীত মূল্যায়ন নির্দেশিকা অনুসরণ করতে হবে।

| অধিবেশন: ১৬ | মূল্যবোধ: অবক্ষয় ও উত্তরণ |
|---|---|

**শিখনফল:**

**এ অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ-**

ক. মূল্যবোধের অবক্ষয়ের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবেন;

খ. মূল্যবোধের অবক্ষয়ের কারণ ও প্রভাব বর্ণনা করতে পারবেন;

গ. মূল্যবোধের অবক্ষয় থেকে উত্তরণের উপায় বর্ণনা করতে পারবেন।

**সময়:** ১ ঘন্টা ৩০ মিনিট।

**পদ্ধতি ও কৌশল:** প্রশ্নোত্তর, অভিজ্ঞতা বিনিময়, আলোচনা, প্রদর্শন।

**উপকরণ:** তথ্যপুস্তক, মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর, পোস্টার পেপার, মার্কার।

| অংশ-ক | মূল্যবোধের অবক্ষয়ের ধারণা | সময়: ৩০ মিনিট |
|---|---|---|

১. প্রশিক্ষণার্থীদের শুভেচ্ছা জানিয়ে আজকের অধিবেশন শুরু করুন।

২. ভিপ কার্ডে/প্রজেক্টরে লেখা দুইটি প্রশ্ন প্রদর্শন করুন-

- **মূল্যবোধ বলতে আমরা কী বুঝি?**
- **মূল্যবোধের অবক্ষয় কী?**

৩. প্রশিক্ষণার্থীদের থেকে প্রাপ্ত উত্তর বোর্ডে লিখে আলোচনা করুন।

৪. নিচের তথ্যটি প্রজেক্টরে প্রদর্শন করুন ও ব্যাখ্যা করে উপরের প্রশ্ন দুইটির উত্তর স্পষ্ট করুন।

কোন সমাজে স্বীকৃত রীতি-নীতি ও মূল্যবোধের বিরূদ্ধে সমাজের সদস্যবৃন্দ যখন কোনো কাজ করে তখন তাকে মূল্যবোধের অবক্ষয় বলা হয়। যাকে মূল্যবোধের সংকট হিসেবেও গন্য করা হয়। আমাদের যুব-সমাজের দিকে তাকালে এই অবক্ষয়ের এক করুণ চিত্র আমরা দেখতে পাই। তরুণ-তরুণী, কিশোর-কিশোরী এই অবক্ষয়ের কারণে নিজেদেরকে ঠেলে দিচ্ছে অন্ধকারের পথে, আসক্ত হচ্ছে মাদকে, ছিনতাই, অপহরণ, গুম, খুন, হানাহানি, আর সন্ত্রাসে প্রতিনিয়ত জড়িয়ে যাচ্ছে। উজ্জ্বল ভবিষ্যতকে অঙ্কুরে বিনাস করে, মূল্যবোধ আর নৈতিকতাকে বিসর্জন দিয়ে সব বয়সী মানুষ আজ চলেছে ধ্বংসের পথে।

নৈতিকতা বা মূল্যবোধের অবক্ষয় বর্তমানে আমাদের সমাজের সবচেয়ে বড় সমস্যা হিসেবে দেখা দিয়েছে। মানুষ সামাজিক জীব। ব্যক্তির যেমন চাহিদা আছে, তেমনি সমাজেরও কাঙ্খিত কিছু চাহিদা আছে। প্রত্যেক সমাজে তার সদস্যদের আচরণ পরিচালনার জন্য সুনির্দিষ্ট নীতি/মূল্যবোধ থাকে, তাই মূল্যবোধের সংকট তৈরি হলে সমাজ হয়ে উঠে উচ্ছৃঙ্খল, বিভ্রান্তিকর ও অস্থিতিশীল।

| অংশ-খ | মূল্যবোধের অবক্ষয়ের কারণ ও প্রভাব | সময়: ৩০ মিনিট |
|---|---|---|

১. প্রশিক্ষণার্থীদের মূল্যবোধ অবক্ষয়ের ২টি কারণ ও সমাজে এর প্রভাব চিন্তা করতে বলুন।

২. একজন প্রশিক্ষণার্থীর সাহায্য নিয়ে বোর্ডের একপাশে *মূল্যবোধের অবক্ষয়ের কারণ* এবং অন্যপাশে *সমাজে মূল্যবোধের অবক্ষয়ের প্রভাব* মাইন্ডম্যাপিং আকারে প্রশিক্ষণার্থীদের মতামত লিখুন।

৩. একজন প্রশিক্ষণার্থীকে পড়তে বলুন।

৪. **সহায়ক তথ্য ০৮** এর **অংশ-খ** এর আলোকে মূল্যবোধ অবক্ষয় এর কারন এবং সমাজে এর প্রভাব আলোচনার মাধ্যমে স্পষ্ট করে অংশ-খ এর কাজ শেষ করুন।

| অংশ-গ | মূল্যবোধের অবক্ষয় থেকে উত্তরণের উপায় | সময়: ২০ মিনিট |
|---|---|---|

১. প্রশ্ন করুন-

- **মূল্যবোধের অবক্ষয় থেকে উত্তরণের উপায় কী?**

২. এক মিনিট চিন্তা করে উত্তর দিতে বলুন।

৩. কয়েকজনের উত্তর শুনুন।

৪. "চলুন আমরা আরো কিছু উপায় দেখি" বলে **সহায়ক তথ্য ০৮** এর **অংশ-গ** এ প্রদত্ত উপায়সমূহ মাল্টিমিডিয়ায় উপস্থাপন করুন।

৫. প্রয়োজনীয় আলোচনা করে অংশ-গ এর কাজ শেষ করুন।

| অংশ-ঘ | অধিবেশন মূল্যায়ন ও সমাপনী | সময়: ১০ মিনিট |
|---|---|---|

দৈবচয়নে কয়েকজন প্রশিক্ষণার্থীকে নিচের প্রশ্নগুলো করুন-

১. মূল্যবোধ অবক্ষয়ের ১টি করে কারণ ও প্রভাব বলুন।

২. মূল্যবোধ অবক্ষয় থেকে উত্তরণের ১টি করে উপায় বলুন।

অতঃপর ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে অধিবেশন-৮ সমাপ্ত করুন।

| সহায়ক তথ্য ১৬ | মূল্যবোধ: অবক্ষয় ও উত্তরণ |
|---|---|

**অংশ-খ:**

**মূল্যবোধ অবক্ষয়ের কারণ:**

মূল্যবোধ সংকটের নানাবিধ কারণ বিদ্যমান। যেমন-

- ধর্মীয় মূল্যবোধের অভাব
- শিক্ষার অভাব
- বেকারত্ব
- দারিদ্র
- মাদক
- অপসংস্কৃতির প্রভাব
- দুর্নীতি
- ভোগবাদী মনোভাব ও উপভোগের সংস্কৃতি
- মিডিয়া এবং সামাজিক মাধ্যমের নেতিবাচক প্রভাব
- আধ্যাত্মিকতার অভাব
- রাজনৈতিক ও সামাজিক অস্থিরতা
- মেধাবী যুবসমাজের জন্য উপযুক্ত দিকনির্দেশনার অভাব

**মূল্যবোধ অবক্ষয় এর প্রভাব:**

নৈতিকতা ও মূল্যবোধের অবক্ষয়ে মানুষের মধ্যে আসছে নানা অনাকাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন। সমাজ ও পরিবারে বেজে উঠছে অস্থিরতার সুর। নষ্ট হচ্ছে পবিত্র সম্পর্কগুলো। চাওয়া-পাওয়ার ব্যবধান হয়ে যাচ্ছে অনেক বেশি। মা-বাবা, ভাই-বোন, স্বামী-স্ত্রী, আত্মীয়স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবসহ সম্পর্কের এমন নির্ভেজাল জায়গাগুলোতে ফাটল ধরেছে। সাম্প্রতিক সময়ের শিশুহত্যা, ধর্ষণ, ছিনতাই, সন্ত্রাস, নকলপ্রবণতা, খাদ্যে ভেজাল, নকল ওষুধ ইত্যাদি সমাজের করুণ রূপ। যথার্থ জীবন আর্দশের অভাবে পরিবারগুলো এখন ভোগবিলাস ও পরশ্রীকাতর প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। আত্মকেন্দ্রিকতা, স্বার্থপরতা ও ধনবাদী ধ্যান-ধারণায় গড়ে উঠেছে ভারসাম্যহীন সমাজ। বর্তমান বিশ্বে মানুষের সঙ্গে মানুষের অসম প্রতিযোগিতা যেমন বাড়ছে, তেমনি বাড়ছে মানুষে মানুষে দূরত্ব। ব্যক্তিজীবনে কমে আসছে ধৈর্যশীলতা। নিজেকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া কিংবা রাতারাতি বড়লোক হওয়ার লোভও বিরাজ করছে মাত্রাতিরিক্ত। হতাশা বা অস্থিরতা বিরাজ করছে ব্যক্তিজীবন থেকে শুরু করে বেঁচে থাকার প্রতিটি ক্ষেত্রে। মায়া-মমতা, স্নেহ ভালোবাসাকে বিসর্জন দিয়ে মানুষ পাশবিক হয়ে উঠছে। এমন কোনো অপরাধ নেই, যা সমাজে সংঘটিত হচ্ছে না। স্ত্রী স্বামীকে, স্বামী স্ত্রীকে, মা-বাবা নিজ সন্তানকে, ভাই ভাইকে অবলীলায় হত্যা করছে। নিজ স্বার্থ ও অর্থ সম্পত্তির লোভে সমাজে অপরাধের মাত্রা দিন দিন বাড়ছে। অন্যদিকে হতাশা,নিঃসঙ্গতা, অবিশ্বাস আর অপ্রাপ্তিতে সমাজে আত্মহননের ঘটনাও বেড়ে গেছে। বেড়ে গেছে মাদকাসক্তের সংখ্যা। মাদকের অর্থ জোগাড় করতে না পেরে ছেলে খুন করছে বাবা মাকে, স্বামী খুন করছে স্ত্রীকে কিংবা পরিবারের অন্যান্য সদস্যকে। পারিবারিক বন্ধন, স্নেহ-ভালোবাসা, মায়ামমতা, আত্মার টান সবই যেন আজ স্বার্থ আর লোভের কাছে তুচ্ছ। কেবল তাই নয়, সমাজের উচ্চবিত্তের তরুণরা বিপথগামী হয়ে পড়েছে। তারা জড়িয়ে পড়ছে খুন, ধর্ষণ ও মাদকাসক্তিসহ নানা অপরাধে।

মূলকথা, সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে মানুষ দিন দিন প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে উঠছে। মানুষের মধ্যে তৈরি হওয়া বিষন্নতা ও মাদকাসক্তি সমাজে অস্থিরতার জন্ম দিচ্ছে। অপরাধ বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এটি ঘটনার সঙ্গে

জড়িতদের এক ধরনের মানসিক বিকৃতির লক্ষণ। সচেতনতা ছাড়া সমাজ থেকে এ ধরনের অপরাধ দূর করা সম্ভব নয়। এই অস্থির, নিয়ন্ত্রণহীন বিরূপ সমাজব্যবস্থার দায় কারো একার নয়, বরং সব নাগরিকের।
শিক্ষা, সংস্কৃতি, সাহিত্য, শিল্প ও প্রযুক্তি নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে বিশ্বসভ্যতা। আধুনিক সভ্যতার দৌড়ে হারিয়ে যাচ্ছে প্রচলিত নীতি, নৈতিকতা ও মূল্যবোধ। ক্রমশই বাড়ছে সামাজিক অবক্ষয় বা সংকট। নষ্ট হচ্ছে সামাজিক শৃঙ্খলা এবং ছিন্ন হচ্ছে সামাজিক সম্পর্ক। অস্থির হয়ে উঠছে সমগ্র সমাজব্যবস্থা। এই প্রেক্ষাপটে পরিবার-সমাজ, অফিস-আদালত, ব্যবসা-বাণিজ্য ও চিন্তা-চেতনায় বিরাজ করছে চরম অস্থিরতা। পারস্পরিক শ্রদ্ধা, আস্থা ও বিশ্বাস প্রায় শূন্যের কোঠায়। নৈতিকতা ও মূল্যবোধের উপাদান তথা সততা, কর্তব্য, ধৈর্য, শিষ্টাচার, উদারতা, সৌজন্যবোধ, নিয়মানুবর্তিতা, দেশপ্রেম, পারস্পরিক মমত্ববোধ, সহমর্মিতা, আত্মত্যাগ ইত্যাদি মানবীয় গুণের চর্চা বর্তমান সমাজে প্রায় অনুপস্থিত। সমাজে চলছে বিপরীত স্রোতের জোয়ার, সামাজিক শৃঙ্খলা ব্যবস্থার অবনতি হওয়ার কারণে কিংবা দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি না হওয়ায় অপরাধীরা দিন দিন যেন আরো সাহসী হয়ে উঠছে।

**অংশ-গঃ**

**সংকট থেকে উত্তরণের উপায়**

**ক. অবক্ষয় রোধে নৈতিক শিক্ষার প্রসার**

**খ. মূল্যবোধের চর্চা**

বিভিন্ন ধরনের মূল্যবোধ গুলো চর্চার মাধ্যমে চলমান সংকট থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যেতে পারে । যেমন-

১. **নৈতিক মূল্যবোধ চর্চাঃ** নৈতিক মূল্যবোধ মানুষের অন্তস্থ এক শক্তি যা-
   - ভাল-মন্দ
   - ন্যায়-অন্যায়
   - উচিত-অনুচিত এর মধ্যে পার্থক্যবোধ সৃষ্টি করে।

২. **পারিবারিক মূল্যবোধ চর্চাঃ** এ ক্ষেত্রে করণীয় কার্যাবলি হল -
   - আপনার পারিবারিক ও ব্যক্তিগত মূল্যবোধগুলোকে পুনর্গঠন করতে হবে,
   - প্রধান প্রধান পারিবারিক মূল্যবোধগুলোর অনুশীলন করা প্রয়োজন,
   - পারিবারিক ভাবে সংযুক্ত থাকতে হবে,
   - আপনার নিজস্ব মূল্যবোধ অনুশীলন করতে হবে,
   - আপনার পারিবারিক লক্ষ্য অর্জনের জন্য মূল্যবোধগুলো ব্যবহার করতে হবে,
   - আধুনিক ও সনাতন মূল্যবোধের সাংঘর্ষিক পরিস্থিতিতে সঠিক ও ভুল কী তা আলোচনা করতে হবে,
   - মূল্যবোধ সম্পর্কে কেবলমাত্র মুখে বলা নয় বরং সেগুলোর অনুশীলন করতে হবে,
   - অন্যদের সাথে পরিবারের ভেতরে ও বাইরে সহনশীল ও শ্রদ্ধাশীল আচরণ করতে হবে,
   - পারিবারিক প্রতিটি কাজে সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা নিয়োজিত করতে হবে,
   - পোষা প্রাণির প্রতি সদয় আচরণ করতে হবে,
   - অন্যের সহায়-সম্পত্তির প্রতি শ্রদ্ধাশীল আচরণ করতে হবে,
   - সকল গুরুত্বপূর্ণ মতামত ধৈর্য সহকারে শুনতে হবে.

৩. **সামাজিক মূল্যবোধ চর্চাঃ** সামাজিক জীবনযাপন ও কর্মকান্ড পরিচালনার জন্য সমাজের সদস্যদের নানা ধরনের মূল্যবোধ লালন ও অনুশীলন করতে গুরুত্ব দেওয়া হয়। সমাজের সদস্যরা তাদের জীবনের পরিবর্তনশীলতার মধ্য দিয়ে এ ধরনের মূল্যবোধের অভিজ্ঞতা লাভ করে। সামাজিক মূল্যবোধের সাধারণ চর্চাগুলো হচ্ছেঃ
   - অন্যকে আঘাত না করা এবং অসহায়ের পাশে থাকা।

- কথা-বার্তায় সংযত, শ্রদ্ধাশীল হওয়া এবং সৌজন্যবোধ বজায় রাখা।
- স্বেচ্ছাসেবী হিসাবে সমাজের জন্য সময় দেওয়া ও দক্ষতা কাজে লাগানো।
- অপরের সাথে সৎ থাকা।
- দলগত কাজে অংশগ্রহণ করা।
- সমতা ও সমাজের কল্যাণ সাধন করা।

৪. **সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ চর্চা:** বিভিন্ন দল, সমাজ বা সংস্কৃতির মুল্যবোধ আছে যেগুলো বেশিরভাগ তাদের সদস্যরা পারস্পরিক বিনিময় করে। যেমন-

- আমাদের সংস্কৃতিতে সকল ধর্মকে শ্রদ্ধা করা,
- জাতি-ধর্ম-বর্ণ, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলের সঙ্গে সম্প্রীতি ও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের তথা অসাম্প্রদায়িক চেতনা ধারণ করা,
- বয়োজ্যেষ্ঠদের সম্মান ও শ্রদ্ধা করা, আতিথেয়তা,
- জাতীয় ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে শ্রদ্ধা করা,
- অন্যান্য সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ করা,
- যে কোন বিপর্যয়ে অন্যের পাশে দাঁড়ানো,

৫. **পেশাগত মূল্যবোধচর্চা:** পেশাগত মূল্যবোধ সাধারণত ব্যক্তির ব্যক্তিগত মূল্যবোধের চর্চার প্রতিফলনকে গুরুত্ব দিয়ে থাকে, এমন কিছু মুখ্য মূল্যবোধ আছে যেগুলো সচরাচর সকল পেশায় ধারণ ও চর্চা করা বাঞ্ছনীয়। যেমন-

- সততা
- দায়বদ্ধতা
- চারিত্রিক দৃঢ়তা
- সেবা দেওয়া
- পরহিতব্রত বা স্বার্থহীনতা
- সহৃদয়তা
- মানবীয় মর্যাদা
- সামাজিক ন্যায়বিচার
- অব্যাহত পেশাগত উন্নয়নের চেষ্টা
- সামাজিক দায়িত্ব-কর্তব্য
- সহকর্মী, শিক্ষার্থী, সেবা প্রার্থী ও কর্তৃপক্ষীয় লোকজনের সাথে প্রত্যাশিত আচরণ করা।

৬. **ধর্মীয় মূল্যবোধ চর্চা:** মূল্যবোধ,বিশেষ করে নৈতিকমূল্যবোধের অন্যতম প্রধান উৎস হলো ধর্ম। মানুষ পরিবারিক, সামাজিক ও ধর্মীয় জীবন যাপনে, কাজ-কর্ম করার ক্ষেত্রে, খাদ্য গ্রহণে, পোশাক-পরিচ্ছেদে, কোথায় কীভাবে আচরণ করবে অর্থাৎ আমাদের কোথায় কেমন আচরণ করতে হবে ধর্ম তার দিক-নির্দেশনা ও শিক্ষা দেয়। প্রতিটি ধর্মে যা কিছু সুন্দর, কল্যাণকর, উপযোগী ও কাম্য তা সেই ধর্ম থেকে জানা যায়। বিপরীত মূল্যবোধ বা নেতিবাচক মূল্যবোধকে কখনো কোন মানব ধর্মই সমর্থন করে না। ধর্ম আমাদের নিয়মের মধ্যে চলতে শিক্ষা দেয়। ধর্ম সমাজে মানুষে মানুষে সৌহার্দ্য সৃষ্টিতে অবদান রাখে। ধর্ম সমাজ ও রাষ্ট্রে মানুষকে ঐক্যবদ্ধ রাখতে বিশেষভাবে সাহায্য করে। তাই আমাদের দায়িত্ব হলো নিজ নিজ ধর্মের আদর্শ ও মূল্যবোধ অর্জন করা এবং সঠিকভাবে চর্চা করা। ধর্মীয় যে সকল মূল্যবোধ আমাদের চর্চা করা প্রয়োজন তা হল-

- স্রষ্টার প্রতি নিঃশর্ত আনুগত্য প্রদর্শন।
- নিয়মিত প্রার্থনা করা।
- সকল সৃষ্টির প্রতি সহানুভুতিশীল থাকা।
- সৎ থাকা।
- অভাবীদের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করা।
- নিজে যেমন আচরণ প্রত্যাশা করি অন্যদের সাথে অনুরূপ আচরণ করা।
- আধ্যাত্মিক ও বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে অব্যাহতভাবে শিখন ও বিকাশ সাধন করা।
- অন্যের সাথে ভদ্রোচিত সম্পর্ক বজায় রাখা।
- সমতা ও সমাজের কল্যাণ সাধন করা।

সর্বপরি সমাজ বা রাষ্ট্রে নানা বিশ্বাসের লোক বাস করে, এদের একজনের চরিত্র অন্যজনের সঙ্গে মেলে না। তাই চলমান মূল্যবোধ সংকটাবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য তাই সর্বাগ্রে পরিবারকেই অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে। পরিবারের উচিত শিশুদেরকে নৈতিক ও মূল্যবোধ শিক্ষা দেওয়া। অন্যের সংস্কৃতি অন্ধভাবে অনুকরণের যে চেষ্টা তা সচেতনভাবে পরিহার করতে হবে। গণমাধ্যম থেকে আমরা অনেক কিছু শিখে থাকি। তাই গণমাধ্যমগুলোতে এমন বিষয় প্রচার করা উচিত যেগুলো থেকে মানুষ নৈতিক শিক্ষা পাবে এবং মূল্যবোধ সম্পর্কে জানবে। মানুষের মধ্যে নৈতিক শিক্ষার বিস্তার ও মূল্যবোধ জাগ্রত করার লক্ষ্যে সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে বিভিন্নব পদক্ষেপ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করতে হবে এবং প্রত্যেক ব্যক্তিকে নিজে থেকে সচেতন হতে হবে। একটি জাতির নীতি-নৈতিকতা ও মূল্যবোধ সেই জাতির সামাজিক-সাংস্কৃতিক গতি-প্রকৃতি ও অবস্থানকে তুলে ধরে। যে জাতি যতো বেশি নৈতিক শিক্ষায় শিক্ষিত এবং নিজস্ব মূল্যবোধের প্রতি শ্রদ্ধাশীল সে জাতি ততো বেশি সুসংহত। নৈতিকতা ও মূল্যবোধ মানুষকে ন্যায়ের পথে, কল্যাণের পথে পরিচালিত করে। অন্যায়-অবিচার করা থেকে মানুষকে দূরে রাখে। তাই বলা যায় সংকট উত্তরণে একযোগে পরিবার, সমাজ তথা রাষ্ট্রকে যথার্থ ভূমিকা পালন করে যেতে হবে।

# সমাপ্ত